ইকবাল আলমগীর কবীর

অপহরন রহস্য

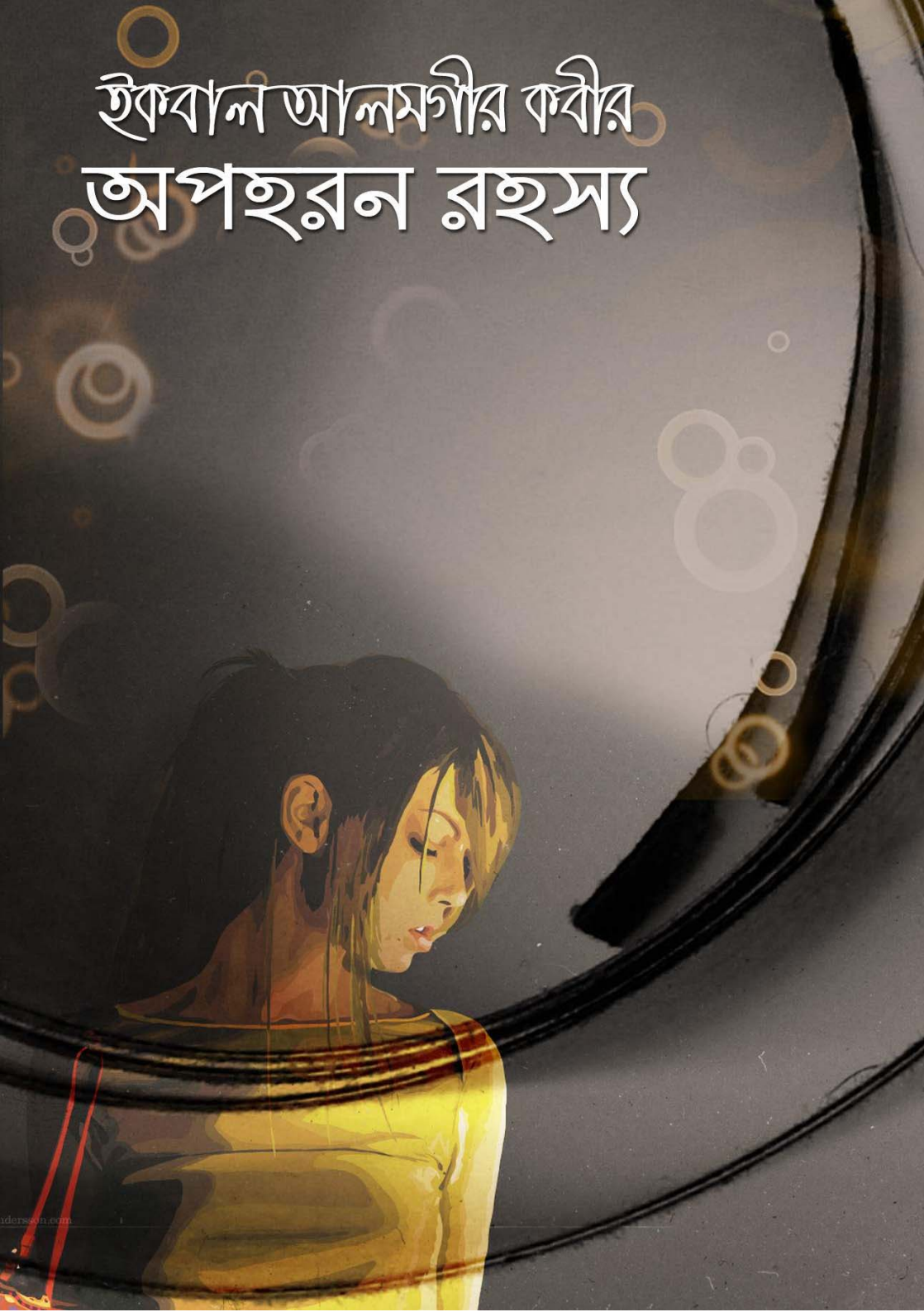

অপহরন রহস্য

ইকবাল আলমগীর কবীর

১. অপহরন রহস্য

২. সেমিগোয়েন্দা

অপহরন রহস্য

‘কিসের কেস ?’ শান্তর দিকে ঘুরে জানতে চাইল কমল।

বিকেলে কমল, শান্ত, হোসেন তিনজনই বাড়িতে। মাত্রই শান্ত ফিরেছে। এখন কমলের সাথে ঘরে বসে অপেক্ষা করছে একজন ক্লায়েন্টের আসার। ওদের সামনে প্লেটে রাখা চানাচুর থেকে একটু একটু করে বাদাম তুলে মুখে দি"েছ।

আরেকটা বাদাম মুখে রেখে শান্ত বলল, ‘এখনও বিস্তারিত জানি না। ক্লায়েন্টকে দেখলে চিনবি। কয়েকবার দেখেছিস এখানে আসতে।’

‘নাম ?’

‘আবদুল আউয়াল।’

সাথেসাথে তার গোলগাল চেহারাটা মনে পরল কমলের, ‘ও, সেই টাকাপয়সাঅলা। তোমাকে গাড়ি অফার করেছিল।’

‘অফার করা বলতে ঘুষ দেয়া বুঝায়।’ বিরক্ত হল শান্ত, ‘আমার কাছে বিক্রী করতে চেয়েছিল। অবশ্য অস্বাভাবিক কম দামে। ঘুরিয়ে বললে তাকে ঘুষই বলা যায়। কিংবা হাতে রাখাও বলতে পারিশ। তবে লোকটা বোধহয় তত খারাপ না। অন্তত আমাকে হাতে রেখে করানোর মত কাজ যখন নেই।’

‘কেসটা কি ?’ লোকটার প্রসংগ এড়িয়ে সরাসরি কাজের বিষয়ে যেতে চাইল কমল।

শান্ত বলল, ‘বললাম যে ঠিক জানি না। শুধু টেলিফোন করে বলেছেন সাড়ে পাঁচটায় আসবেন। তার শ্বশুর নিখোঁজ। তা কারো নিখোঁজ হওয়ার কতরকম কারনই তো হতে পারে।’

‘যেমন ?’

শান্ত এবার সোজাসুজি কমলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুই বল দেখি, কি কি কারনে মানুষ নিখোঁজ হয় ?’

‘বয়স কত ?’

‘ধর সত্তুর।’

‘কখন থেকে নিখোঁজ ?’

‘সকাল থেকে। সকালে বের হয়ে পার্কে গেছিলেন হাটাহাটি করতে। সেখান থেকে আর ফেরেন নি।’

‘কোন একসিডেন্ট ?’

‘সে সম্ভাবনা নেই। তাহলে জানাজানি হত। সম্ভাব্য যায়গাগুলোতে খোঁজ নেয়া হয়েছে।’

‘না বলে কোথাও চলে গেছেন। পরিচিত কারো বাড়িতে।’

‘সারাদিন খোঁজ করা হয়েছে। পরিচিত যারা তাদের বাড়িতে খোঁজ করা হয়েছে। কারো বাড়িতে যায়নি।’

‘তাহলে ছেলেধরা নিয়ে গেছে।’ হতাস হয়ে হেলান দিয়ে বসল কমল।

শান্ত হেসে ফেলল কমলের বলার ভঙ্গি দেখে, ‘হাঁ, বেশ বলেছিস, ছেলেধরা না বলে বুড়োধরা বললে ভাল মানাত।’

কমল যুক্তি দিয়ে বুঝাতে শুর" করল, ‘নিতেও তো পারে। কেউ যদি টাকা পয়সার জন্য নিয়ে যায় ? টাকাপয়সা যখন ভালই আছে। বড় ধরনের মুক্তিপন দাবী করবে।’

বড় করে শ্বাস ফেলল শান্ত, ‘হুঁ, হতে পারে। আপাতত এটাই সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা। গোয়েন্দার খোঁজও সম্ভবত সেই কারনেই। তবে, কথা হ"েছ, এখনও কেউ যোগাযোগ করেনি। মুক্তিপণ চায়নি। ওই যে এসে পরেছে, ওর কাছেই শোনা যাক।’

বাইরে গাড়ির শব্দ শুনতে পেল দুজনই। গেটের বাইরে একটা গাড়ি থেমেছে। হোসেন বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে গেট খুলে দিল। একজন কোটপ্যান্ট পরা ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল। গাড়ি থাকল বাইরেই গেটের পাশে।

কয়েক পা ভেতরে ঢুকে থেমে হোসেনের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাওয়ায় হোসেন ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। লোকটা দেরি না করে ভেতরের দিকে হাঁটতে শুর" করল।

ঘরে ঢুকতেই শান্ত দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল-

‘আসুন আসুন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।’

আউয়াল হেসে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। তারপর কমলের দিকে তাকাল। কমল বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে। ভদ্রতার হাসি হাসল সে।

‘কেমন আছ ?’ কমলকে জিজ্ঞেস করল আউয়াল নামের ভদ্রলোক।

‘জ্বী, ভাল। আপনি ভাল আছেন ?’ মুখে হাসি এনে যথাসম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করল কমল।

‘হ্যাঁ।’ তিনিও উত্তর দিলেন কমলের প্রশ্নের।

মানুষ সবসময় এটাই করে। কমল কোথায় যেন পড়েছে একজন ‘ভাল আছেন’ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, ‘খারাপ থাকলে ভাল করবেন, না ভাল থাকলে খারাপ করবেন ?’

লুবনা হলে কথাটা বলেই ফেলা যেত।

শান্ত হাত দিয়ে বসার জন্য ইঙ্গিত করায় আউয়াল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসল। হোসেন ঘরে ঢুকে ভেতরে চলে গেল। নিশ্চয়ই চা কিংবা কফি আনবে মনে করল কমল। একটু আগেই ওরা খেয়েছে। কাপগুলি এখনও থেকে গেছে টেবিলে।

সকলেই চুপ করে রয়েছে। কমলের একবার মনে হল তাড়াতাড়ি চা এসে গেলে ভাল হয়। আউয়াল কিভাবে শুর" করবে ঠিক করতে পারছেনা বোধহয়। শেষে শান্তই শুর" করল, ‘কোন খোঁজ পেলেন ?’

‘না।’ চিনি-তভাবে জানাল আউয়াল।

আবার কিছুক্ষন চুপ করে থাকল সকলে। আউয়াল চিন্তা করছে। শান্ত তাকে সময় দিল চিন্তা করতে। হয়ত মনে মনে গোছা"েছ কিভাবে বলবে।

তারপরও কিছু না বলায় আবার শান্তকে কথা বলতে হল। জিজ্ঞেস করল, ‘আগে কখনো এমন হয়েছে ?’

আউয়াল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, ‘না। উনি খুব নিয়ম মেনে চলেন। সকালে বাইরে ঘন্টাদুয়েক কাটান। কিছুক্ষন হাঁটাহাটি করেন, তারপর ওনার মত আরো কয়েকজন আছেন তাদের সাথে বসে গল্পগুজব করেন। আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরে আসেন।’

শান্ত সোজা তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে, ‘অন্য যারা, তাদের সাথে সকালে দেখা হয়েছে ? তারা কি বলছে ?’

আউয়াল বলল, ‘কেউ কেউ বলছেন তাকে দেখেছেন, যাদের সাথে বসে কথা বলেন তারা দেখেননি। মনে হয় এই দুইয়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে।’

হোসেন ভেতর থেকে এসে ট্রে রেখে গেল। সকলের জন্যই কাপ রয়েছে তাতে। সকলে একটা করে কাপ উঠিয়ে নিল। আগের কাপগুলি ট্রেতে উঠিয়ে নিয়ে গেল হোসেন।

শান্ত প্রশ্ন করল, ‘ধারনা পাবার মত কিছু কেউ জানায়নি ? মনে হ"েছ সেখানে বেশকিছু লোক ছিল।’

কাপে একবার চুমুক দিয়ে আউয়াল ইতস-ত করে বলল, ‘একটা গাড়ির কথা বলছে কেউ কেউ-’

শান্ত উৎসুক হয়ে তাকাল। কান খাঁড়া করল কমলও।

আউয়াল বলল, ‘একটা ট্যাক্সী। ওখান থেকে জোরে চালিয়ে যেতে দেখেছে কেউ কেউ। এছাড়া- আর কোন কিছুই কেউ বলতে পারছে না।’

শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘ওনার কি পরিচিত কারোসাথে গাড়িতে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ? মানে, তার পরিচিত কেউ যদি গাড়ি নিয়ে এসে নিয়ে যান।’

অকারনে প্রশ্ন করছে, ভাবল কমল। একটু আগেই সে সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে নিজে।

তাহলে হয়ত একথা বলে অন্য কোন তথ্য জানার চেষ্টা করছে, যুক্তি দাঁড় করাতে চাইল সে।

আউয়াল বলল, ‘আগে কখনো হয়নি। তাছাড়া সারাটা দিনই তো গেল, একটা যোগাযোগ করা কি স্বাভাবিক ছিল না ? অন্তত একটা ফোন-’

‘আপনি কি কিডন্যাপিং সন্দেহ করছেন।’ প্রশ্ন করল শান্ত।

আউয়াল বলল, ‘বুঝতে পারছি না। টাকা পয়সা ছাড়া অন্য কোন কারন থাকা সম্ভব বলে মনে হ"েছ না। ওনার সাথে শত্র"তা কিংবা মনোমালিন্য কারো আছে বলে কখনো শুনিনি। সবার সাথে খুব ভাল সম্পর্ক। খুব হাসিখুশি মানুষ উনি।’

‘থানায় জানিয়েছেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওরা কি বলে ?’

‘বলেছে চেষ্টা করছি। কালকের কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছে।’

‘হুঁ।’ বলে একমনে চা খেতে লাগল শান্ত।

ধীরেসুসে' চা খা"েছ আউয়াল। কিছু একটা বলবে বলবে করেও যেন বলছে না। এবার সে অপেক্ষা করছে শান্তর কাছ থেকে শোনার। শান্ত কিছু বলছেনা দেখে নিজেই সুযোগ খুঁজছে কিভাবে কথা শুর" করা যায়। ওদিক থেকে সাড়া না পেয়ে একসময় তাকেই মুখ খুলতে হল। জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি বলেন ? আমার-এখন কি করা উচিত ?’

শান্ত খালি কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল, ‘কাগজে ছবিটা দেয়ার ব্যবস্থা কর"ন। এতে কাজ হয়। আর- যায়গাটা বেশিদুর না বোধহয় এখান থেকে?’

আউয়াল বলল, ‘না-না, এক ঘন্টায় গিয়ে ঘুরে আসা যাবে। আমার স্ত্রী খুব আপসেট, আপনি ওদিকে গেলে ও ভরসা পাবে।’

‘ওনার স্বাস্থ্য কেমন ?’

কমল প্রথমে বুঝল না কার কথা জিজ্ঞেস করছে। ওনার স্ত্রীর না হারিয়ে যাওয়া শ্বশুরের। উত্তর শুনে বুঝল আউয়াল ঠিকই ধরেছে।

আউয়াল বলল, ‘বয়সের তুলনায় ভালই। সেভেন্টি পার হয়েছে- কোন ট্রাবল নেই।’

শান্ত যাবার বিষয়ে রাজী হলে বলল, ‘আ"ছা, একটু পর রওনা দেই তাহলে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই দেখা যাবে তো ?’

আউয়াল জানাল, ‘হ্যাঁ, রাস্তায় বেশি দেরী না হলে পনের বিশ মিনিট লাগবে।’

চা শেষ করল আউয়াল। শান্ত একবার উঠে ভেতরে গেল। এখনি বাইরে যেতে হবে, ভাবল কমল। ভালই হল। কি করবে ভাবছিল সেও।

ওরা যখন অপহরনের যায়গাটায় পৌছাল তখন সুর্য লাল হয়ে গেছে। কোন তেজ নেই। সকালের মত বিকেলেও বেশ লোকজন হাঁটতে বের হয়। আজও হয়েছে। তাদের সাথে হাঁটছে শান্ত, কমল এবং আউয়াল। চারিদিকের পরিবেশটা দেখল শান্ত। ওরা সকালে যেমন পরিবেশে হাটে ঠিক তেমনি। কেউ আসে- হাঁটছে, কেউ জোরে, কেউ দৌড়া"েছ, কোথাও কোথাও কয়েকজন একসাথে জটলা করে বসে আছে। অন্য লোকজনের সাথে মিশে ওরাও হাঁটল কিছুক্ষন।

যদি অপহরন করা হয় তাহলে কিভাবে হয়েছে, চারিদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল কমল। যদি স্বে"ছায় কারো গাড়িতে উঠে যান তাহলে গাড়ি এসে থামতে পারে এমন যায়গা হলেই চলে। যদি জোর করে উঠাতে হয় তাহলে ফাঁকা যায়গা হতে হবে। গাড়ি যাতায়াত করতে

পারে এমন ফাঁকা যায়গা খুঁজতে শুর" করল সে। একসময় একটা রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখাল, ‘ওই দিকটায় মনে হয় লোকজন কম যায়।’

‘হুঁ।’ বলল শান্ত।

আসে- আসে- সেদিকেই যা"িছল ওরা। এবার নির্দিষ্ট করে সেদিকেই রওনা হল। তিনজনে হেঁটে একটা গাছের কাছাকাছি গিয়ে থামল। শান্ত চারিদিক দেখল। বেশ দুরে কয়েকটা বাড়ি থেকে যায়গাটা দেখা সম্ভব। গাছপালার পিছনে একটা দোকানও চোখে পড়ল। চা-বিস্কুট -সিগারেট এইসব বিক্রি করে।

হঠাৎ করেই কোন কথা না বলে শান্ত হেঁটে সেদিকে গেল। অন্য দুজন দাঁড়িয়ে থাকল সেখানেই। দোকানে কয়েকজন ক্রেতা বসে আছে সামনে রাখা প্লাষ্টিকের চেয়ারে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন ভাবল শান্ত। তারপর ঘুরে ফিরল ওদের দিকে।

‘চলুন যাওয়া যাক।’ জানাল সে।

ওরা হেঁটে বাইরে বেশ দুরে রাখা আউয়ালের গাড়ির দিকে যেতে লাগল।

ফিরে যা"িছ, অবাক হল কমল। হাঁটতে হাঁটতেই পেছনদিকে তাকাল আরেকবার।

কিছু কি পাওয়া গেল ? নিজেকেই প্রশ্ন করল কমল।

মনেহয় কিছু পাওয়া গেছে। নাহলে এভাবে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিত না।

‘আপনাদের বাসা আর ওনার বাসা তো কাছাকাছি ?’ হাঁটতে হাঁটতে আউয়ালকে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

‘হ্যাঁ, মাঝখানে দুটা বাড়ি।’

‘ওনার বাসায় কে কে থাকেন ?’

‘আমার এক শ্যালক, কলেজে পড়ে। আর শ্বাশুড়ী। এছাড়া কাজের লোক আছে।’

‘হুঁ।’

বাইরে রাস্তার ধারে থামানো আউয়ালের গাড়ির কাছে এসে থামল ওরা। এই গাড়িতে করেই এসেছে ওরা।

‘এক কাজ কর"ন। আপনি চলে যান। আমরা একটু ঘুরে তারপর যাব।’ বলল শান্ত।

আউয়াল আপত্তি করল। বলল, ‘আমার কোন অসুবিধে নেই। গাড়িতে পৌছে দিতে পারি।’

‘না-না তার দরকার হবে না। আমরা অন্য যায়গায় যাব একটু।’

‘তাহলে-’ ইতস-ত করল আউয়াল।

‘আমি খোঁজ নি"িছ। কেউ যোগাযোগ করলে সাথেসাথে জানাবেন।’

‘অবশ্যই।’

‘যদি টাকাপয়সা চায়, রাজি হয়ে যাবেন। বলবেন ওনার যেন কোন ক্ষতি না হয়।’

মাথা নেড়ে সম্মতি দিল আউয়াল। বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল। নিজেই চালা"েছ গাড়ি। শান্ত আর কমল দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষন। ওদের সামনে গাড়িটা একটু দুরে যেয়ে বাঁক নিয়ে আড়ালে চলে গেল।

গাড়িটা চলে যেতেই ঘুরল ওরা। আবার হেঁটে আগের যায়গায় গেল। শান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারিদিক দেখল। কমল আশেপাশের বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে দেখল। একটু দুরে হলেও উচু উচু বাড়ি। বারান্দায় কিংবা জানালার ধারে থাকলে অনায়াসে এই যায়গা দেখতে পাবে।

ওর বারবারই মনে হয়েছে, যদি অপহরনের ঘটনাই হয়, এমন ফাঁকা যায়গায়, তাহলে কেউ না কেউ দেখেছে।

ভালভাবে দেখা শেষ করে হেঁটে ফেরত আসতে লাগল দুজন। রাস্তার দিকে।

'কি করবে ?' জিজ্ঞেস করল কমল।

'সকালে এসে একবার পরিবেশটা দেখতে হবে। ওখানে গাড়ি থামার কথা না, কিন্তু থেমেছিল। রাস্তায় তেল পড়েছে, মানে পুরনো গাড়ি। দুএকজন নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে। পুলিশের ঝামেলার কথা ভেবে মুখ খুলছে না।'

'ওই বাড়িগুলোর কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে।'

একটু দুরের উচু বাড়িগুলোর দিকে হাত দেখাল কমল।

'তা দেখতেই পারে। যদি না সবাই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। এরা ধনী মানুষ, বেশীরভাগই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। চল যাই-'

রাস্তায় এসে দাঁড়াল ওরা।

আবার আসতে হবে আগামীকাল।

সকালের স্বাভাবিক রুটিন ভেঙে আগেভাগেই এদিকে এসে পরল ওরা। আগের দিনের মতই লোকজন হেঁটে বেড়াচ্ছে এখানে। গতকালের একজন যেখানে কমেছে সেখানে বেড়েছে দুজন। শান্ত এবং কমল হাঁটছে অন্যদের সাথে। সময় নষ্ট না করে গাড়িটা যেখানে ছিল সেদিকে গেল দুজন। দুজনের হাতে রাস্তার পাশের দোকান থেকে কেনা পিঠা।

পিঠা খেতে খেতে গাড়িটা যেখানে থেমেছিল সে যায়গায় পৌছাল ওরা। শান্ত চারিদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল এখানে কিছু ঘটলে কোথায় থেকে দেখা সম্ভব। যদি আশেপাশের লোকগুলো গতকালও নিজের নিজের যায়গায় থাকে।

'যদি কিডন্যাপিং হয় তাহলে ২৪ ঘন্টা কোন খবর না দিয়ে থাকা কি যুক্তিসংগত ?' জানতে চাইল কমল।

শান্ত চারিদিকে দেখতে দেখতে বলল, 'মক্কেল যদি খুব দামী হয় তাহলে হতে পারে। এই লোকের দাম যে অনেক টাকা তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'অন্য কিছু হওয়ার সম্ভবনা ?'

'উনি এই যায়গায় সকালে ছিলেন এটা নিশ্চিত, হঠাৎ করেই হাওয়া হয়ে যেতে পারেন না। এর সাথে অন্যলোকের ব্যাপার আছে। সেটা ভাল হোক আর খারাপই হোক।'

কিছুক্ষন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। চারিদিকে চোখ বোলাল।

এখনও লোকজন কম। যারা নিয়মিত আসে তারা এখনও এসে পৌছেনি। অন্তত বয়স্ক যারা, শুধুই হাঁটতে আসে তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। কয়েকজন তরুন দৌড়ের পোষাক পরে দৌড়াচ্ছে।

কিছুটা দুরে একটা গাছতলায় বাঁধানো যায়গায় একজন চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। কিছুক্ষন সেদিকে তাকিয়ে থাকল শান্ত। কমলও দৃষ্টি না দিয়ে পারলনা।

একসময় সেদিকে রওনা দিল শান্ত। কমল অনুসরন করল তাকে। লোকটার কাছে এসে একপলক তাকে দেখল শান্ত। বয়স্ক, রোগাপাতলা। গালভাঙ্গা, গালো খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। বোঝা যায় দরিদ্র। ওরা কাছে এসে দাড়ানোয়ও একবার ঘুরে তাকায়নি। তারচেয়েও যা শান্তর চোখে পরল তা ওর বসার ভঙ্গি। অনায়াসেই বলে দেয়া যায় সে এখানকার স্থায়ী সদস্য। সম্ভবত প্রতিদিনই এই সময় এখানে এভাবে বসে থাকে।

তারমানে গতকালও ছিল।

মনে হচ্ছে বসে আছে অনেকক্ষন থেকেই। গতকালও যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ঘটনা ঘটেছে তার সামনে। সে গাড়ি দেখেছে। চলে যাওয়া তো বটেই, হয়ত আসার সময়ও।

লোকটা অন্যদিকে মুখ করে আছে। যেন ইচ্ছে করে ওদের দেখছে না। শান্তও সরাসরি তার দিকে তাকাল না। কাছেই দাঁড়িয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কমলের সাথে কথা বলতে শুরু করল সে।

কমলকে বলল, 'বেশ ঠান্ডা'।

কথা শুনে লোকটা তাদের দিকে একবার ঘুরে তাকাল। গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়াল। বিষয়টা আগেও লক্ষ্য করেছে কমল। ঠান্ডার কথা বললে সাথে সাথে যেন সেটা বেড়ে যায়। লোকটাকে শুনিয়ে যথেষ্ট জোরে মন্তব্য শোনানোর বিষয়টাও তার চোখ এড়ায়নি।

'চা খেলে ভাল হত।' আবার কমলকে বলল শান্ত। আবারও যথেষ্ট জোরে। লোকটাকে শুনিয়ে।

লোকটার দিকে ঘুরল সে, 'এদিকে চাঅলা আসে না ? ফ্লাস্ক হাতে বিক্রী করে যে ?'

লোকটা মুখ খুলল এবার, 'মাঝে মাঝে আসে।'

নির্লিপ্ত গলা লোকটার।

ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কমলদের এখানে আসা না আসায় তার কিছুই যায় আসেনা। চাঅলা আসা না আসায়ও কিছু যায় আছে না। অবশ্য নির্লিপ্ততা বিরক্তি দেখানোর চেয়ে ভাল। সে অন্তত বিরক্ত হয়নি ওদের ওপর।

'একটু বসি। যদি আসে।'

অনুমতির অপেক্ষা না করেই শান্ত এগিয়ে গিয়ে লোকটার পাশে বসল।

কমল বুঝল কিছুটা সময় কাটাতে হবে এখানে। এরসাথে আলাপ জুড়ে কথা আদায় করবে শান্ত। সেও বসার যায়গা খুঁজতে শুরু করল। একটু দুরে, ওদের সামনাসামনি সিমেন্টের বসার যায়গা। একেবারে ঠান্ডা হয়ে আছে সেটা। ভিজে নেই এটাই একমাত্র শান্তনা। সেখানে বসে কমল পা দোলাতে লাগল দুরের গাছপালার দিকে মুখ করে। তাকেও স্বাভাবিক ভঙ্গি দেখাতে হবে। এমন ভাব যেন তাদের বেড়াতে আসা, লোকটার বসে থাকা, শান্তর ওখানে বসা সবই নিত্যদিনের ঘটনা।

‘এদিকে লোকজন কম আসে।’ আপনমনেই মন্তব্য করল শান্ত। এবারও শোনাল লোকটাকে।

‘হুঁ।’

‘খুব সুন্দর যায়গা।’ একটুপর আবারও একইভাবে বলল শান্ত।

‘হুঁ।’

কমল বিরক্ত হল লোকটা হুঁ-হ্যা করে উত্তর দেয়ায়। কেমন লোকরে বাবা, এতই কি ঠান্ডা যে মুখ খোলা যাবে না।

‘রোজ আসা যাবে, কি বলিশ ?’ এবারের কথা কমলকে উদ্দেশ্য করে।

‘হুঁ।’ জোরের সাথেই লোকটার মত করে উত্তর দিল কমল।

শান্ত হেঁসে ফেলল শব্দ করে। লোকটার দিকে ঘুরল। হাসতে হাসতে বলল, ‘দেখেছেন, শিখে গেছে। হুঁ ছাড়া কিছু বলে না।’

লোকটাও হেঁসে ফেলল। কমলকে দেখল তাকিয়ে।

‘পোলাপান মানুষ।’

‘প্রতিদিন এসে আপনার কাছে শিখে যাবে।’

‘আচ্ছা।’ হাসি আরো বিসতৃত হল তার।

‘আপনি পালাবেন না তো ?’

‘না, এখানেই পাবেন।’

‘ভাল। . . . চাঅলা আসছে না। আরেকটু পিঠা খেলে হত। খাবেন ? গরম পিঠা ?’

লোকটা ইতস-ত করে বলল, ‘খাওয়ালে খাই।’

‘দৌড় দিয়ে কয়েকটা পিঠা নিয়ে আয়তো। যা-’ কমলকে বলল শান্ত।

একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে দিল শান্ত। কমল সেটা নিয়ে চলে গেল। শান্ত চারিদিক দেখতে লাগল ভালভাবে। যেন লোকটাকে দেখিয়েই।

‘নতুন এসেছেন ?’ এবার নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করল লোকটা। তাকে যে খাওয়াচ্ছে তারসাথে কিছুটা ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে হয়।

‘হ্যাঁ।’

‘ভাল।’ বলে চুপ করে গেল লোকটা। কিছুক্ষন অপেক্ষা করল শান্ত। তারপর নিজেই এগোল।

‘আপনি অনেক দিন ধরেই আছেন মনে হয়।’

‘তা বলতে পারেন।’

‘আপনার কথা অন্যদের মত না। অন্যরা প্রথমেই ঢাকার ভাষা শিখে নেয়।’

‘আমার ভাল লাগে না।’

‘আপনার ভাষা সুন্দর। কোন আঞ্চলিক টান নেই।’

‘অনেক অঞ্চলের ভাষাই জানি, বলতে ভাল লাগে না। এই ভাষাই সবচে ভাল। সকলে বোঝে।’

‘ঠিক বলেছেন।’ দুরের লোকদের দিকে ইঙ্গিত করল শান্ত, ‘ওদের সাথে কথা বলেন না?’

‘আমার সাথে কথা বলবে কে ?’

‘কেন ? আপনাকে হঠাৎ দেখলে গরিব মনে হয় ঠিকই, কিন্তু আপনি ভাল লেখাপড়া করেছেন।’

‘কি দেখে বুঝলেন ?’

‘কথা শুনলেই বোঝা যায়। অনেক শিক্ষিত লোকও আপনার মত কথা বলে না।’

লোকটা উদাসভাবে তাকাল লোকগুলির দিকে। হয়ত সে নিজেও শান্তর কথাগুলিই বিশ্বাস করে। অধিকাংশ মানুষই করে। প্রত্যেকেরই ভাবে তার এমনকিছু বৈশিষ্ট রয়েছে যা অন্যদের নেই। একেবারে নিজস্ব, অন্যদের থেকে ভাল।

‘ওরা সেটা মনে করে না।’ অবশেষে মন্তব্য করল সে।

‘খুব ভাল হল আপনার সাথে পরিচয় হয়ে। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।’

শান্ত সময় নিল একটু। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

‘আপনি কি করেন ?’

‘কিছু না। একজন খেতে দেয় খাই, রাতে ঘুমানোর যায়গা দেয় সেখানে ঘুমাই, তাই টিকে আছি। তা সে বেচারীরও করুণ দশা, সে আর কত করবে ? নেহাত ভাল মানুষ বলে দেয়, আমি থাকি সে সৎ মানুষ বলেই।’

‘ইচ্ছে করলে চাকরী করতে পারেন।’

‘অনেক করেছি। এমন কাজ নেই যা করিনি। ভালমানুষ কোথায় পেলাম ? এখন আর খোঁজ করি না- এভাবেই একদিন দিন শেষ হয়ে যাবে-’

কমল ফিরে এল কাগজে মোড়ানো কয়েকটা পিঠা নিয়ে। শান্ত সেগুলো হাতে নিয়ে সামনে রাখল। ধোঁয়া উঠছে এখনও। কমল একটা হাতে নিয়ে আগের যায়গায় বসল। বেশ ভাল লাগছে গরম পিঠা হাতে ধরে রাখতে।

‘এত দেরী হল ?’ অকারনেই প্রশ্ন করল শান্ত।

‘বানিয়ে দিল। গরম গরম।’ বলে পিঠায় কামড় দিল কমল। এখন ওর মুখ থেকেও ধোঁয়া বের হচ্ছে।

‘খান।’ কাগজটা একটু টেনে দিল শান্ত। লোকটা হাত বের করে একটা পিঠা তুলে নিল। কামড় দিল। শান্ত নিজেও একটা তুলে খেতে শুরু করল।

‘আপনি কি করেন ?’ এবারে শান্তকে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

‘আমি পত্রিকায় লিখি।’

‘সাংবাদিক ?’

‘ঠিক সেরকম সাংবাদিক না। নিজের পছন্দমত খবর পেলে লিখি, খবর ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়েও লিখি। গতকাল এখান থেকে একজন লোক হারিয়ে গেছে শুনেছেন ?’

লোকটা শান্তর চোখের দিকে তাকাল। শান্ত বুঝল লোকটা অত্যন্ত সাবধানী। মুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিল। কোনরকম ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

এবং সে কিছু জানে। আবার খেতে শুরু করল লোকটা। কথা বাড়াল না শান্ত। একমনে খেতে লাগল।

'এটা নিয়ে লিখছেন ?' কিছুক্ষন পর নিজে থেকেই জানতে চাইল লোকটা।

'না। উনার জামাই আমার পরিচিত, সেজন্যই- কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না-তো।'

বিষয়টা হাল্কা করার চেষ্টা করল শান্ত। বিষয়টা তারকাছে একেবারেই গুরুত্বপুর্ন কিছুনা। জানলেও হয় না জানলেও হয়।

'কি জানতে চান ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'এ-ই, উনি কিভাবে উধাও হলেন।'

'একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। কালো রঙের ট্যাক্সি।'

'আর কোন বর্ননা দিতে পারেন ?'

'আমি ফাঁসব না-তো ?'

'আপনার কথা কেউ জানবে না, এটুকু কথা দিতে পারি।'

'ট্যাক্সি নাম্বার ঢাকা-মেট্রো-প-১১-১৬৪১। ড্রাইভার বাদে তিনজন ছিল। আপনার বয়সী হবে। ড্রাইভারটা মনে হয় আসলেই ট্যাক্সী ড্রাইভার, ওদের দলের না।'

'আচ্ছা, খুব উপকার করলেন।' হাতের শেষ টুকরোটা মুখে দিয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিল শান্ত, 'উঠি আজকের মত। খুব ভাল লাগল আপনার সাথে আলাপ করে। আবার আসব যদি আপত্তি না করেন।'

লোকটা হাসল। মাথা নেড়ে সায় দিল। কাগজে তখনও দুটা পিঠা রয়েছে, সেগুলি দেখাল।

'আর খাবেন না ?'

'আপনি খান। আমরা বাসায় যেয়ে আরো কিছু খাব।'

উঠে পরেছে কমলও। শান্ত আর কমল হাঁটতে লাগল। না তাকিয়েই বুঝতে পারল কমল, লোকটা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। মনে হয় লোকটা সত্যি কথাই বলেছে। অন্তত মিথ্যে বলার কোন কারন তো নেই।

হাঁটতে হাঁটতে বাইরের ফুটপাথে চলে এল কমল আর শান্ত। এতক্ষন কেউ কোন কথা বলেনি। এবারে মুখ খুলল কমল।

'অদ্ভুত লোক।' মন্তব্য করল সে।

'হ্যাঁ।'

'কিছু পেলে ?'

'খোঁজ করলে গাড়িটা হয়ত পাওয়া যাবে। ড্রাইভারকে ধরেও খুব লাভ হবে বলে মনে হয় না। অনেক সময় এদেরকে ভয় দেখিয়ে এসব কাজে লাগায়। কিডন্যাপিং এর বিষয়টা নিশ্চিত হওয়া গেছে।'

‘তাতে কি কোন লাভ হচ্ছে ?’

‘কিছুটা। যদি ঘটনা স্বাভাবিক হয় তাহলে যে কোন সময় ফোন করবে ওরা। হোসেনকে বললে সেটা ট্যাপ করতে পারবে। সেখান থেকে একটা কিছু হদিস পাওয়া যাবে।’

‘যদি স্বাভাবিক হয় ?’

‘হ্যাঁ।’

‘যদি স্বাভাবিক না হয় ?’

‘বল, কি হতে পারে।’

‘অপহরনের পর ২৪ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। যদি টাকার জন্যই হয় তাহলে এখনো টাকা চায়নি কেন ? ওদের নিশ্চয়ই এমন ব্যবস্থা নেই যে কাউকে নিয়ে দিনের পর দিন আদর যত্ন করবে । তাহলে হোটেল খুলতে হবে।’

‘ঠিক।’

একটা খালি রিক্সা আসতে দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে সামনের দিক দেখাল। রিক্সাটা এসে থামল ওদের সামনে। সেটাতে উঠে বসল দুজন।

লুবনাকে কাঁধে বিশাল ব্যাগটা নিয়ে হাসিমুখে ঢুকতে দেখেই কমল বুঝেছে চমক অপেক্ষা করছে সামনে। সেটা টেবিলে নামানোর সাথেসাথেই সে বলল, ‘এক মিনিট। পানি গরম দিয়ে আসি।’

বলেই ছুটল সে রান্নাঘরের দিকে। ফিরে এসে দেখল লুবনা ব্যাগটা টেবিলে রেখে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। ভেতরের জিনিষ বের করেনি। কমলের বুঝতে সময় লাগলনা তাকেই খুলতে হবে। ব্যাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ক্যামেরা রয়েছে ওতে। ব্যাগের পকেটে, সোল্ডার ষ্ট্রাপে বড় করে সাদা অক্ষরে সনি লেখা।

কমল ব্যাগটা সামনের দিকে ঠেলে দেয়ার সেটা খুলে ভেতরের জিনিষ বের করল লুবনা। মাঝারি আকারের ভিডিও ক্যামেরা। কালো রঙ, লেন্সের পেছনে সাদা রঙের একটা রিঙ। চমৎকার দেখতে। শান্ত যেটা ব্যবহার করে তারচেয়ে বেশ বড়, তাহলেও অনায়াসে হাতে ধরে ভিডিও করা যাবে। কমলের হাতে দেয়ার সে হাতে ধরে তাক করল দরজার বাইরে। ওজনেও বেশ হাল্কা। ভালভাবে ধরে ভিউফাইন্ডার খুলে ক্যামেরাটা অন করল কমল। ক্যামেরা মোডে যাওয়ার সাথেসাথে দরজার ছবি ভেসে উঠল পর্দায়। জুম বাটনে চাপ দিয়ে দরজার বাইরে সোজা গাছটার দিকে ফোকাস করল কমল। হাত কাঁপার সাথেসাথে ছবিটাও কাঁপছে। চেষ্টা করল সি'র করতে। লুবনা উঠে ঘুরে এসে দাঁড়াল ওর পিছনে।

লুবনা এসে কোন কথা বলেনি। কমলের প্রতিক্রিয়া দেখছে। ক্যামেরাটা তাকে দেখানোই এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে কোন সমস্যা হয়নি কমলের।

কমল জিজ্ঞেস করল, ‘ভিডিও করেছেন ?’

লুবনা বলল, ‘সামান্য। ক্যাসেট অধিকাংশই ফাঁকা।’

কমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘বাইরে দেখি।’

দুজনে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তারপর একটা পাখির সাড়া পেয়ে বারান্দা থেকে নেমে সেদিকে ঘুরল। আমগাছের নিচু ডালে গিয়ে বসল হলুদ রঙের পাখিটা। কমল ঠিক চিনতে পারলনা এটার নাম বেনেবউ না হলদে পাখি। দুটোই দেখতে একরকম। ক্যামেরা হাতে পাওয়ার সাথেসাথে এমন চমৎকার একটা পাখি দেখতে পেয়ে সে খুশি হয়ে রেকর্ড বাটন চাপ দিয়ে ভিডিও করতে শুরু করল। জুম করায় পাখিটার মাথা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। একেবারে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একটুপরই উড়ে দুরের আরেকটা গাছের দিকে চলে গেল।

ষ্টপ বাটনে চাপ দিয়ে লুবনার দিকে ঘুরল কমল, 'বাইরে কোথাও যাবেন ?'

লুবনা উল্টো প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাওয়া যায় ?'

এক মুহূর্ত ভাবল কমল। রাস্তায় ভিডিও করা খুব কঠিন কাজ। পথের লোকজন ঘুরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক সময় রীতিমত ভীড় করে দাঁড়ায়। তবে লুবনা যেভাবে গাড়ি চালায় তাতে ভিডিও করার মত যায়গা খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না। যেকোন যায়গায় থেমে গাড়িতে বসেই ভিডিও করা যাবে।

কমল বলল, 'আচ্ছা আগে চা খেয়ে নেই। তারপর যাওয়ার মত একটা যায়গা ঠিক করা যাবে।'

ঘরে ফিরে ক্যামেরা টেবিলে রেখে ভেতরে গেল কমল। চা তৈরীতে রীতিমত দক্ষ হয়ে গেছে সে। দ্রুতহাতে চা বানিয়ে ট্রেতে তুলে এনে হাজির করল লুবনার সামনে। সাথে একটা চিপসের প্যাকেট।

চা খেতে খেতে সকালের অভিজ্ঞতার কথা জানাল লুবনাকে। গতকালই জানিয়েছিল আউয়ালের কেসের খবর। সকালে দেখা লোকটার কথা শুনে হেসে ফেলল লুবনা, 'লোকটাকে দেখা দরকার।'

কমল বলল, 'মনেহয় এখন গেলে দেখা পাওয়া যাবে না। সকালের নিয়মিত অতিথি। সকালে গেলে ভিডিও করে আনা যাবে।'

লুবনা বলল, 'ওই লোক কি কোনভাবে জড়িত এর সাথে ?'

কমল বুঝলনা প্রশ্নটা ঠিক কি মনে রেখে করা। লোকটাকে নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে না লুবনা। অধিকাংশ সময় সে সেটাই করে। যাকে সামনে পাওয়া যায় তাকে দিয়েই শুরু করে।

কমল বলল, 'লোকটা অন্তত অপহরনকারীদের পক্ষে না। নিরপেক্ষ বলতে পারেন। নিরপেক্ষ দর্শক। তবে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। আগেই কথা আদায় করে নিয়েছে।'

সকালে ওখান থেকে ফেরার পর আরো যাযা করা হয়েছে সেটাও জানাল সে লুবনাকে। চেষ্টা করেও ড্রাইভারের পরিচয় জানা যায়নি। কালো রঙের ট্যাক্সি ব্যবহার করে এমন দুতিন যায়গায় ফোন করা যা জানা গেছে তা হচ্ছে ওই নাম্বারের গাড়ি তাদের না। আর ড্রাইভারের তথ্যও তারা দিতে পারবে না।

কিছুক্ষন চুপ করে থাকল লুবনা। তারপর হতাসভাবে মাথা নাড়ল, 'কি যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কেস এসে হাজির হয়। দুএকটা সুত্র থাকলে সেটা ধরে এগোনো যায়।'

কমল হেসে ফেলল। বলল, 'হ্যাঁ, সুতা থাকলে ধরে টানা যায়।'

লুবনা বিরক্তি দেখিয়ে বলল, 'যায়ই তো। কি অবস্থা দেখ। একজনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল, কেউ দেখল না। একজন দেখল গাড়িটা, তার ড্রাইভার কোথায় কেউ জানে না। আমার মনেহয় গাড়ির কোম্পানী মিথ্যে বলেছে। ওরা সব গাড়ি চেনে। ওদের কাছে ড্রাইভারের নাম ঠিকানা ছবি সব আছে। ওদের কাছ থেকেই ড্রাইভারকে খুঁজে বের করা যাবে।'

কমল বিষয়টাকে হাল্কা করে বলল, 'যদি যায়ও, তারপর। সে বলবে তাকে পিস-ল ধরে গাড়ি চালাতে বলেছে। ওদেরকে চেনে না।'

লুবনা উত্তেজিতভাবে বলল, 'বা-রে, আমি সেকথা বলছি নাকি ? গাড়ি কোথায় নিয়ে গেছে সেটা তো বলবে। নিশ্চয়ই বলবে না চোখ বন্ধ করে রাখতে বলেছিল। চোখ বন্ধ করে কেউ গাড়ি চালায় না।'

চমকে উঠল কমল, 'তাহলে ?'

লুবনা বলল, 'তাহলে গাড়ি চালিয়ে কোন বাড়িতে না কোথায় নিয়ে গেছে সেটা পাওয়া যাবে। তারপর সেখানে লোকটাকে পাওয়া যাবে। লোকগুলোকেও পাওয়া যাবে।'

'তাই তো! ভাইয়া কিছু বলল না।' অবাক হল কমল।

তার মাথায় একবারও বিষয়টা আসেনি। আসলেই মেয়েটা বোকা না মোটেই। রীতিমত গোয়েন্দার পদ্ধতিতে চিন্তা করছে।

লুবনা নির্লিপ্তভাবে বলল, 'তুমি ছোট মানুষ জন্য বলেনি। দেখ হোসেন ভাই এতক্ষনে সেই বাড়ি বের করে ফেলেছে।'

কমল কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। তাকে এবিষয়ে কিছু বলেনি কেন ? না-কি একথা ওরাও ভাবেনি ?

সেটাই বা কিভাবে সম্ভব ?

অবশেষে বলল সে, 'খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়।'

'না, থাক।' ঠোট উল্টাল লুবনা, 'নিজে থেকে কিছু জানাবে না, শুধুশুধু আগ বাড়িয়ে দেখতে যাওয়া। আমাদের কি ?'

হ্যাঁ, তাই তো। সেকথাই ভাবল কমলও। শান্ত ওদেরকে কিছুই করতে বলেনি। কি হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কেও কিছু জানায়নি। সকালে অপহরনের যায়গা থেকে ঘুরে আসার পর যেন ভুলেই গেছে সেকথা।

ওরাও চলবে ওদের মত। একটা ক্যামেরা যখন হাতে পাওয়া গেছে তখন সেটাই কাজে লাগানো যাক।

ঘন্টাখানেক ঘুরেও নির্বিঘ্নে ভিডিও করার মত যায়গা পেল না লুবনা। মহাখালি ফ্লাইওভারের কাছে ভিড় দেখে গাড়ি থামাতেই সাহস পেল না। কমল জানালা দিয়ে ক্যামেরা তাক করে রাস্তার ভিডিও করার চেষ্টা করল কিছুক্ষন। বিজয় স্মরনীর কাছে গাড়ি রেখে ক্যামেরা হাতে নিয়ে দাঁড়াতেই কয়েকজন পথচারী এগিয়ে এল ওদের কাছে। একজন অতিউৎসাহি হয়ে জিজ্ঞেস করেই

বসল এখানে কোন ঘটনা ঘটেছে কি-না, র‍্যাংগস ভবনের ভিডিও করছে কিনা, ওরা কোন টিভি চ্যানেল থেকে এসেছে এইসব। বিরক্ত হয়ে ওরা সংসদভবনের চারিদিকে ঘুরে এল একবার। মানিক মিয়া এভিনিউয়ের রাস্তায় ভিডিওটা পছন্দ হল কমলের। তারপর ফার্মগেট হয়ে মালিবাগ, কাকরাইল, গুলিস্তান ঘুরল। কমলের ইচ্ছে ছিল পুরনো ঢাকার দিকে যাওয়ার কিন্তু সেদিকের সরু রাস্তার কথা লুবনার ভালই জানা। ওরমধ্যে একবার ঢুকলে কখন বের হওয়া যাবে ঠিক নেই। শেষ ইউনিভার্সিটি এলাকা হয়ে নিলক্ষেত-নিউমার্কেট হয়ে বাড়ির দিকে যাওয়াই ঠিক করল।

লুবনার বাড়িতে যথারীতি খাওয়ার আয়োজন করে ক্যামেরাটা টিভির সাথে কানেক্ট করল লুবনা। ভিডিও করার সময় হাত সি'র রাখা, ঘুরানোর সময় যথাসম্ভব ধীরে ঘুরানো এগুলোই মুল সমস্যা, বারবার দেখেছে কমল। তার করা ভিডিওতেও এই সমস্যাগুলোই প্রকট হয়ে উঠেছে। যেটুকু উল্লেখ করার মত ভাল সেটা ক্যামেরার গুনে।

কমল নিজের দোষ স্বিকার করে বলল, 'ভাল হয়নি।'

লুবনা বলল, 'এরচেয়ে ভাল কি হবে ? সিনেমার সাথে তুলনা করছ ? সিনেমার জন্য সবকিছু হিসেব করে সাজানো হয়। এখানে একদিকে রোদ অন্যদিকে ছায়া। এরচেয়ে ভাল ভিডিও এভাবে হয় না।'

কমল বলল, 'বাইরের টিভি চ্যানেলগুলোর ছবি কেমন ঝকঝক করে। দেখতেই ভাল লাগে।'

লুবনা বলল, 'ওরা অনেক দামী ক্যামেরা ব্যবহার করে। আর ভিডিও করার পরও সেগুলো প্রসেস করে। যেভাবে করলে সুন্দর দেখাবে সেভাবে দেখায়। এই ছবিটা দেখ-এখানে সবকিছু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সোজা রাস্তা, দুপাশে সবকিছু বেশ সাজানো।'

মহাখালি ফ্লাইওভার থেকে উঠানো সোজার রাস্তার ভিডিও থামিয়ে রেখেছে লুবনা। রাস্তার দুপাশে গাড়ি চলছে দুদিকে। হেঁটেচলা মানুষ প্রায় নেই। রিক্সা চলে না এই রাস্তায়। দেখে মনে হচ্ছে বিদেশি কোন শহরের দৃশ্য।

লুবনা বলল, 'এইচ-ডি'র এটাই সুবিধা, ছবিতে সবকিছু ডিটেল আসে। দেখ এত দুরের গাড়ির গায়ে লেখা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে।'

কমল একটা কমলার টুকরো মুখে দিয়ে তাকিয়ে থাকল সেদিকে। লুবনা আবার চালু করল ভিডিও। জাহাঙ্গির গেটের সামনে মোড় নিচ্ছে কালো রঙের গাড়িটা।

'দেখি-দেখি-'

হঠাৎ করেই সামনে এগিয়ে এল কমল। লুবনা অবাক হয়ে ভিডিও ষ্টপ করল। আগের ছবির যায়গা খুঁজে বের করল।

কমল উত্তেজিতভাবে বলল, 'সেই গাড়ি। এটাই সেই ট্যাক্সি। একই নাম্বার। কালো রঙের গাড়ি।'

লুবনাকে আরকিছু বলা প্রয়োজন হল না। আরো পিছিয়ে যেখান থেকে গাড়িটা ক্যামেরায় ধরা পরেছে সেখানে গেল। বরাবরই গাড়িটার পিছনদিক দেখা যাচ্ছে। কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুজন বসে রয়েছে পিছনের সিটে। একেবারে শেষ মুহুর্তে মোড় ঘুড়ে বামদিকে চলে গেছে গাড়িটা। মুহুর্তের জন্য গাড়ির বামদিক দেখা গেছে। লুবনার গাড়ি মোড়ে আসার আগেই ক্যামেরা বন্ধ করেছে কমল। পরে আর কোথাও গাড়িটা ধরা পরেনি ভিডিওতে।

মোড় ঘোরার যায়গাটা কয়েকবার দেখল লুবনা। হলুদ রঙের একটা ছবি রয়েছে সেখানে। সম্ভবত কোম্পানীর নামও লেখা সেখানেই।

কমল বলল, 'সম্ভবত চুমকি। অদ্ভুত ধরনের ঘরের মত ছবি আঁকা। আমি আরো গাড়ি দেখেছি এইরকম।'

লুবনা ঘুরে বসল কমলের দিকে, 'তাহলে!'

কমল বলল, 'রাস্তায় বের হলেই দেখা যাবে এই ধরনের অন্য গাড়ি চোখে পরে কিনা। তাহলে ওদের নাম, ঠিকানা সব পাওয়া যাবে। অন্তত ফোন নাম্বার। এখন সব গাড়িতেই ফোন নাম্বার লেখা থাকে।'

লুবনা হাসতে হাসতে বলল, 'দেখ কিসের মধ্যে কি।'

চুমকির অফিসের সামনে লুবনার গাড়ি থেকে নামতে নামতেই অনেকটা দমে গেল কমল। বাইরের দিকে কাঁচ দেয়া ছোট্ট একটা ঘর। কাঁচের গায়ে পেইন্ট করে প্রচারের ব্যবস্থা রাখা। এধরনের মানষিকতার লোকের কাছে খুব বেশি সহযোগিতা পাওয়া যায় না। কাজের জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা প্রয়োজন সেটা না করেই এই ব্যবসায় লাভ দেখে ব্যবসায় নেমেছে। কদিন পর অন্যকে অন্যব্যবসায় লাভ করতে দেখলে সেদিকে দৌড় দেবে।

ভেতরে বসে থাকা লোকটা এবং অফিসের ভেতরের চেহারাও সেটাই বলছে। যেটুকু বাকি ছিল সেটা পুরন করল বসে থাকা লোকটা। লুবনাকে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসে দাঁত বের করে প্রশ্ন করল, 'গাড়ি লাগব ?'

কমল ঘুরে একবার বাইরের দিকে তাকাল। লোকটা তার চেয়ারে বসে থেকেই লুবনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। গাড়ির ব্যবসায় জড়িত থাকলে ওই গাড়িটার দাম জানা উচিত ছিল। এধরনের গাড়ি যে চালায় সে তারকাছে ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য আসবে না সেটা বোঝা উচিত।

লুবনা কোনমতে বিরক্তি চেপে রেখে বলল, 'আমার একটা তথ্য জানা দরকার। আপনাদের একটা গাড়ি, নাম্বার ঢাকা-মেট্রো-প-১১-১৬৪১, এই গাড়িটা যে চালায় তার সম্পর্কে।'

'কি কইলেন ?'

লোকটার কথা বলার ধরন দেখে লুবনার বিরক্তি রাগে পরিনত হচ্ছে। কোনমতে নিজেকে সামাল দিয়ে প্রশ্ন করল, 'এই গাড়িটা কে চালায়?'

লোকটা নিজের কথার উত্তর না পেয়ে লুবনার প্রশ্নে থতমত খেল। একটু থেমে আমতা আমতা করে বলল, 'তার কি কোন ঠিক আছে ? যহন যে পায় তহন সে চালায় ?'

লুবনা আরো নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করল এবার, 'গত রবিবার সকালে এই গাড়িটা যে চালিয়েছে আমার তাকে দরকার। কখন কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে ? '

'ক্যান, কি করছে হেই ব্যাডায় ?' এবার উৎসাহ নিয়ে সামনে এগিয়ে বসল লোকটা।

কমলের একবার মনে হল লুবনা সেকথা এড়িয়ে যাবে। শুরু থেকেই কথা বলার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটাকে একেবারেই পছন্দ করছে না সে। তারপরও মনে হল নিতান্ত কাজ করার জন্যই তার কথার উত্তর দিল সে, 'ভূল করে আমার একটা ব্যাগ থেকে গেছে ওই গাড়িতে। দরকারি কাগজপত্র ছিল। তাকে বলেন ওটা ফেরত দিলে পুরস্কার দেব। পাঁচহাজার টাকা।'

লোকটা চুক করে বসে থাকল কিছুক্ষন। তার দুপাশে ঘাড় নাড়াল। তারপর বলল, 'কিন্তু গাড়িডা চালাইছিল কে ?'

লুবনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'সেটা জানার জন্যই তো এখানে এসেছি। আপনাদের গাড়ি আপনি জানবেন কে চালিয়েছে। আপনাদের কাছে রেকর্ড নেই ?'

'কিসের রেকর্ড ?'

'কে কখন কোন গাড়ি চালায় ? এগুলো লিখে রাখেন না ?' যতটা সম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছে লুবনা।

প্রশ্ন শুনে হে-হে করে হাসল লোকটা। নিশ্চয়ই পান খায়। লাল রঙের ফাঁকা ফাঁকা দাত, মুখে কয়েকদিনের খোঁচাখোঁচা সাদাকালো দাড়ি আর অঙ্গভঙ্গি সবকিছুই একেবারে মানানসই। চেয়ারে বসে অদ্ভুতভাবে দুলতে দুলতে বলল, 'এত ঢাক পিটাইলে কি ব্যবসা করা যায় ? আমাগো এত্তোগুলান গাড়ি, তারপরও সবগুলান গাড়ির নম্বর মুখস- কইতে পারি। নাম কইলে সব ড্রাইভার কে কেমুন কইতে পারি, কার বাড়ি কোথায় কইতে পারি। হ্যার নাম কি ?'

'আমি কি নাম জিজ্ঞেস করেছি ?' বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না লুবনা, 'পাতলা করে, লম্বা। গাল ভাঙা, সিগারেট খায়। আপনার মত বোকাটে চেহারা।'

লোকটা সম্ভবত লুবনার কথা ধরতে পারেনি। সে বলল, 'আমার মত চেহারার কেউ নাই। আমি হগ্গলের থিক্যা লম্বা। সবাই আমারে কয়-। যাউক যা। যার যা মনে চায় কউক। আমি ঝগড়াঝাটি পছন্দ করি না। ড্রাইভারের মাথায় আর কত বুদ্ধি হইব। কথা হইল ড্রাইভারের চেহারা ড্রাইভারের মত আমার চেহারা আমার মত।'

লুবনা বলল, 'হ্যা, আপনি অনেক বুদ্ধিমান। রবিবার এই গাড়িটা কে চালিয়েছে বুদ্ধি করে বলুন তো। বলতে পারলে একহাজার টাকা পাবেন। এই-যে।'

সত্যিসত্যিই কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ খুলে দুটা পাঁচশ টাকার নোট বের করল লুবনা। লোকটা অপলক তাকিয়ে রয়েছে লুবনার হাতেধরা টাকার দিকে। কমলের একবার মনে হল টাকার দিকে চেয়ে কি করতে হবে সেটাও ভুলে গেছে।

একসময় সে মুখ খুলল, 'গাড়িডা যে কে চালাইছিল। একেকদিন একেক জন গাড়ি চালায়। একদিন দুইবেলা দুইজনও চালায়।'

লুবনা আরেকবার সুযোগ দিল তাকে, 'এই টাকা তাহলে আপনি পাচ্ছেন না।'

লোকটা অসহায়ভাবে বলল, 'কি করমু কন।'

লুবনা হেসে ফেলল তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে। হাসিমুখে বলল, 'বুঝলাম আপনাদের সাথে রিক্সা মালিকের কোন তফাৎ নেই। জমার টাকা পেলে সব হিসেব শেষ।'

লোকটা কি বলবে খুঁজে পেল না।

লুবনা টাকা ব্যাগে ঢুকাতে ঢুকাতে বলল, 'এটা থাক আমার কাছে। আপনি খোঁজ করে দেখেন। যদি বের করতে পারেন কোন ড্রাইভার তাহলে দিয়ে যাব। রাতে যখন গাড়ির হিসেব করবেন তখন সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন রবিবার সকালে গাড়িটা কে চালিয়েছে। ঠিক আছে ? আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন, আমি ফোন করে খোঁজ নেব।'

তার ফোন নাম্বার লিখে নিয়ে বাইরে বের হল দুজন। গাড়িতে উঠতে উঠতে কমলের মনে হল এটা একটা ভূল কাজ। সে যদি সত্যিসত্যি সবাইকে প্রশ্ন করে তাহলে সেই ড্রাইভার সাবধান হয়ে যাবে। নিজে জড়িত না থাকলেও কাজটা অপরাধ সেটা সে জানে। কোনরকম ঝামেলায় সে জড়াতে চাইবে না।

'কোন কাজ হল না।' গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে বলল লুবনা, 'নতুন কিছু বের করতে হবে। এখন কোথায় যাওয়া যায় বলত ? আচ্ছা ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলে হয় না। বাড়িতে যারা আছে তাদের কেউ যদি নতুন কিছু বলতে পারে।'

কমল বলল, 'বাড়ির লোকজন তো কিছু জানেনা। ওনাকে ধরে নিয়ে গেছে সকালে বেড়ানোর সময়।'

লুবনা আর কথা বাড়াল না এবিষয়ে। সে বলল, 'তা ঠিক। তোমার ভাইয়া কি করছে সেটা আগে জানা দরকার। নিশ্চয়ই এত সহজে ছেড়ে দেবেনা।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কমলকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল লুবনা।

ঘরে ঢুকে অবাক হল কমল। আউয়াল বসে রয়েছে শান্তর সাথে। বাইরে গাড়ি নেই, তারমানে রিক্সা বা ভাড়া করা ট্যাক্সিতে এসেছে। গাড়ি থাকলে হয়ত লুবনা খোঁজ নিয়ে যেত। এখন পর্যন্ত সে আউয়ালের চেহারা দেখেনি।

অপহরনকারীরা আউয়ালের সাথে যোগাযোগ করে টাকা চেয়েছে তার কাছে। মুক্তিপণ হিসেবে দশ লক্ষ টাকা ক্যাশ।

'টাকা ধার করা ছাড়া আমি তো কোন উপায় দেখছি না।' কমল বসার পর তারদিকে একবার তাকিয়ে চিনি-তভাবে শান্তকে বলল আউয়াল, 'আমার হাতে এই মুহুর্তে এত টাকা নেই। ওরা বলেছে কালকের মধ্যে টাকা দিতে হবে। এখন-, আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছি-'

'ওনার কথা কি বলেছে ?' যতটা সম্ভবত স্বাভাবিকতা বজায় রেখে জানতে চাইল শান্ত।

আউয়াল বলল, 'বলেছে ওনার কোন ক্ষতি হবে না যদি টাকা দিয়ে দেই। না দিলে কি হবে অনুমান করতেই পারেন । আপনার কি মনে হয়-, কোন আশা আছে ? অন্য কিছু করার ?'

'একজন মানুষের জীবন যেখানে জড়িত সেখানে ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে ?' সিদ্ধান্ত নেয়ার ভারটা তার ওপরই ছেড়ে দিল শান্ত।

'হুঁ।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আউয়াল। সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলল, 'দেখি কি করা যায়। আমার পার্টনারকে জানিয়েছি। তাকে বলেছি কোনভাবে টাকাটা ম্যানেজ করে দিতে। না হলে হয়ত ব্যাংক থেকে লোন নিতে হবে। এটা কি অবস্থা দেখুন দেখি ? ব্যাংক থেকে টাকা লোন করে একজনকে মুক্তিপণ দিতে হবে। এভাবে সমাজে থাকা যায় ?'

শান্ত কিছুক্ষন চুপ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। একেবারে যৌক্তিক কথা বলেছে। তাকে সহানুভুতি না দেখিয়ে পারা যায় না।

‘আপনার ব্যবসার অবস্থা এখন কেমন ?’ প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

‘ভাল না। জানেন তো, সারা পৃথিবীতেই এখন রিশেসন, এক্সপোর্টের অবস্থা কাহিল। প্রোডাকশনের ঝামেলা তো আছেই। সেটা করেই বা লাভ কি ? ক্রেতা নেই। কর্মচারীদের বেতনের টাকা জোগাড় করাই কঠিন।’

‘হুঁ, এই অবস্থায় ব্যাংক কি এত টাকা লোন দেবে ? আপনার ব্যবসার জন্যও লোন আছে মনে হয়।’

‘হ্যাঁ। সেটাই চিন্তার কথা। মনেহয় বাড়িটা মর্টগেজ দিতে হবে।’

‘তাতে বেশ সময় লাগবে। ব্যাংক কি কয়েক ঘন্টার মধ্যে লোন দেয়? আমি যতদুর জানি ওদের মিটিংএ ডিসিশন নিতে হয়। সেজন্য বেশ সময় দরকার।’

এমন অসময়েও আউয়াল হাসল শান্তর সীমিত জ্ঞান দেখে। এদিকে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

‘আপনি অন্যদের কথা বলছেন। ব্যাংক সবসময়ই পুরনো ক্লায়েন্টদের কিছু সুবিধা দেয়। আমার ধারনা তারা বিষয়টি কনসিডার করবেন। ফর্মালিটিজগুলো পরে করলেও অসুবিধে নেই, টাকা পাওয়া সমস্যা হবে না। আসলে সমস্যা একটা আছে, সেটা হচ্ছে- বাড়িটা আমার শাশুড়ী মর্টগেজ দিতে চান না। উনি মনে করেন ওটাই তাদের সৌভাগ্যের চিহ্ন। এই যুগেও- বেশ পুরনো দিনের মনোভাব আরকি। ভাবেন মর্টগেজ দেয়া মানেই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া।’

‘আবার যোগাযোগ কি ওরাই করবে ?’ পারিবারিক আলাপ থেকে সরে গেল শান্ত।

‘তাই তো বলেছে ? আমাকে বারবার বলেছে আমি যেন কারো কাছে মুখ না খুলি।’

শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘ফোন কোথায় করেছিল ? মোবাইলে না আপনার ফিক্সড ফোনে ?’

‘ফিক্সড ফোনে, বাসায়।’

‘আচ্ছা। কোনসময়?’

‘রাতে। বারোটা, সাড়ে বারোটা হবে।’

কিছুক্ষন চুপ করে থাকল দুজনেই। কমলের একবার মনে হল রাত বারোটা-সাড়ে বারো মানে অনেক আগের ঘটনা। ইচ্ছে করলে তখনই ফোন করে জানাতে পারত। সেটাকে রাত মনে করলে সকালেও ফোন করতে পারত।

আউয়াল কিছুক্ষন ইতস-ত করল কিছু বলার জন্য। তারপর একসময় বলেই ফেলল, ’আপনাকে কিন্তু আমার বাড়ির সবাই চেনে। মানে- আপনার কাজের সাথে সবাই পরিচিত।’

শান্ত প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

আউয়াল বলল, ‘আপনি যদি একটু যান বাসায়, মানে একটু শান্তনা দেয়া আরকি। বিপদে আপদে মানুষের মন দুর্বল হয়ে পরে-। আপনাকে দেখলে সবাই একটু ভরসা পাবে।’

‘বেশ।’ সময় নিয়ে সম্মতি দিল শান্ত।

আউয়াল উৎসাহিত হল, ‘চলুন না, এখনই। গাড়ি রেডিই আছে-’

শান্ত চিনি-তভাবে দাঁতে নখ কাটতে কাটতে কমলের দিকে তাকাল। একাজ সে কখনো করে না, মনে করল কমল। দাঁতে নখ কামড়ানো তার একেবারেই অপছন্দ। তাহলে এখন সেটা করছে কেন ?

শান্তর দৃষ্টি অনুসরন করে কমলের দিকে তাকিয়েছে আউয়ালও, 'ও-ও চলুক। একটু বেড়িয়ে আসা হবে-'

কমলকেও আমন্ত্রন জানাল আউয়াল।

শান্ত কমলের দিকে একবার তাকিয়ে তাকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে বলল, 'ওর কি যেন কাজ আছে। অংক করবে মনে হয়। আমি একাই ঘুরে আসি-'

শান্ত উঠে দাঁড়াল। আউয়ালের দিকে একবার তাকিয়ে উঠল কমলও। ওস রওনা দিল ভেতরের ঘরের দিকে।

এই ভরসন্ধ্যেবেলা অংক করতে বসবে সে! এমন ঘটনা এই জীবনে ঘটেনি। সকলের আগে নিষেধ করবে তো সে-ই। সময়ের কাজ সময়ে। বেশী সময় পড়ার টেবিলে থাকলে বেশী পড়া হয় না। এগুলো তো তারই কথা। হুঁহ-

ওরা বাইরে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষন পর ফোন করল কমল। লুবনাকে জানিয়ে দিল শেষ খবরটা।

'দশ লক্ষ টাকা ! এতগুলো টাকা এভাবে দিয়ে দেবে?' সবকিছু শুনে একেবারে আঁতকে উঠল লুবনা।

কমল বুঝল না লুবনার আপত্তি কিসে। টাকার পরিমানে না এভাবে দিয়ে দেয়ার বিষয়ে। সে স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা করল, 'হ্যাঁ। না দিয়ে কি করবে বলুন?'

'ধরবে না ওদেরকে ?' আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লুবনা।

কমল গলায় হতাস ভাব দেখিয়ে বলল, 'তা-তো জানি না। ধরার চেষ্টা করলে যদি ওনাকে মেরে ফেলে। ওরা সাবধান করে দিয়েছে যেন কাউকে না জানানো হয়।'

'তাহলে ? একেবারে ছেড়ে দেবে ?'

কমল একটু চিন্তা করে বলল, 'আমার মনে হয় না একেবারে ছেড়ে দেবে। কিছু একটা চিন্তা করেছে নিশ্চয়ই। হয়তো ঠিক করেছে ওনাকে ছাড়িয়ে আনার পর টাকাগুলো উদ্ধার করবে-'

লুবনা কিছুক্ষন চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'নয়তো টাকা দেয়ার সময় আড়াল থেকে দেখবে, তারপর ওদের পিছনে পিছনে যাবে।'

কমল চিন্তা করেও বুঝতে পারল না সেটা সম্ভব না দুরুহ কাজ। সেও একই কথা ভাবার চেষ্টা করেছে। শান্ত কোনরকম আগ্রহ দেখায়নি এবিষয়ে। এমন কোন পরিকল্পনা থাকলে সে জানতে পেত। ওদিকে লুবনা তখন খুব উৎসাহিত।

'আচ্ছা, এক কাজ করি-'

কমল তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে হেঁসে ফেলল। লুবনার হাঁসি থেমে গেল কমলের হাসি শুনে। থেমে বিরক্ত হয়ে বলল, 'হাসছ কেন ?'

কমল হাসতে হাসতে বলল, 'কি বলবেন জানি।'

‘কি ?’

কমল হাসতে হাসতে বলল, ‘বলবেন টাকা দেয়ার সময় কোথাও লুকিয়ে থেকে দেখবেন, তারপর ওদের পিছন পিছন যেয়ে ওদের আস্তানা দেখে ফেলবেন।’

‘হ্যাঁ, তাইতো করতে হয়।’

কমল নির্লিপ্তভাবে বলল, ‘ওরাও সেটা জানে। চারিদিকে ভালভাবে না দেখে ওরাও সামনে আসবে না।’

‘কিন্তু টাকা তো নেবে ?’

‘অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে দুর থেকেই পালাবে, যদি পরিসি'তি সুবিধাজনক দেখে তাহলে এসে টাকা নেবে। নয়ত এমন কাউকে পাঠাবে যাকে ধরেও কোন লাভ হবে না।’

‘আমরাও অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করব।’ নিজের পরিকল্পনা থেকে সরল না লুবনা।

‘কি ব্যবস্থা?’

লুবনা চুপ করে থাকল কিছুক্ষন। কিছু একটা করার পথ খুঁজছে। ফোনটা কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করল কমল। তারপর হঠাৎ করেই লুবনার কণ্ঠ শোনা গেল, ‘আচ্ছা, নতুন বুদ্ধি। আমরা কাছে যাব না। অনেক দুর থেকে দেখব।’

‘কিভাবে ?’

‘যায়গাটা কোথায় তুমি জানতে পারবে ?’ সরাসরি কমলের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

‘হ্যাঁ। মনেহয় জানা যাবে।’

‘তাহলে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে অনেক দুরে কোথাও থাকব। সেখান থেকে ভিডিও করব। খালিচোখে তাকালেও ওরা দেখতে পাবে না। দেখলেও কিছু বুঝবে না।’

একমত না হয়ে পারল না কমলও। সত্যিই কাজের মত বুদ্ধি। সাথেসাথে সায় দিল সে, ‘হ্যাঁ, খুব ভাল হবে। গাড়ির ছবি উঠানোর মত করে।’

‘তাহলে- কোথায় আর কখন- এটা জানাই কাজ। তুমি জানার ব্যবস্থা কর। কালকের মধ্যে টাকা চেয়েছে তারমানে হাতে সময় বেশি নেই।’

কমল বলল, ‘ভাইয়া ফিরলেই জানাব। আউয়াল সাহেব নিজে থেকেই এসেছে, এটা না জানিয়ে পারবে না।’

লুবনা বলল, ‘তাহলে কালই কিছুএকটা হচ্ছে।’

ভদ্রলোককে যেখান থেকে ধরে নেয়া হয়েছে তার কাছাকাছি যায়গাতেই লেনদেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একেবারে ভর দুপুর বেলা। সম্ভবত সেসময় লোকজন কম থাকে বলেই। আউয়াল

বারবার জানিয়েছে সেখানে কোনধরনের কিছু করার চেষ্টা করলে ভদ্রলোককে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। শান্তও তার কথায় সায় দিয়েছে। যারা টাকার জন্য মানুষ অপহরন করতে পারে তারা বিপদের সম্ভাবনা দেখলে খুন করতেও পারে। এমন ঘটনার অভাব নেই। প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়।

দুপুর বারোটার দিকে ওদিকটায় গেল কমল আর লুবনা। গাড়ি অনেকটা দুরে একটা দোকানের জিম্মায় রেখে হাঁটতে শুরু করল ওরা। ঘন্টাখানেক সময় হাতে নিয়ে এসেছে ওরা। ওদের কথামত সময় যদি ঠিক থাকে তাহলে একটায় লেনদেন হওয়ার কথা।

যায়গাটা আরেকবার দেখল কমল। প্রথমদিনেই তার মনে হয়েছে দুরের ছয়তলা বাড়িগুলো থেকে এখানকার ঘটনা দেখা সম্ভব। সাধারনভাবে ঘটা কোন ঘটনা দেখে হয়ত কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু তারা এসেছে রীতিমত প্রস্তুতি নিয়ে। অপটিক্যাল-ডিজিটাল জুম মিলিয়ে দুইহাজার এক্স জুম, সাধারন ক্যামেরার হিসেবে প্রায় আশি হাজার মিলিমিটার লেন্সের সমান। তাদের চোখ ফাঁকি দেয়া কোনমতেই সম্ভব না।

দুর থেকেই একটা বাড়ি দেখে পছন্দ করল লুবনা। বাড়ির ছাদে একজন মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। একটুপর মাথাও দেখা গেল। একজন মহিলা, সম্ভবত ধোয়া কাপড় মেলে দিচ্ছে। একটুপরই কার্নিসের আড়ালে হারিয়ে গেল মাথা।

আসে- আসে- বাড়িটার দিকে এগোতে শুরু করল দুজন। কোনভাবে ছাদে ওঠার ব্যবস্থা করতে হবে।

লুবনার কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। মাথায় ক্যাপ। যে কেউ দেখলে তাকিয়েই থাকে। তবে সুবিধা একটাই এখন অনেককেই এই পোষাকে ক্যামেরা নিয়ে দেখা যায়। আর লোকজনও একেবারেই কম।

বাড়ির সামনে থেমে তিনতলার আধখোলা একটা জানালার দিকে দৃষ্টি গেল লুবনার। একজন যুবক বসে রয়েছে জানালার কাছে। কি করছে বোঝা যাচ্ছে না। জানালায় পা ঠেকিয়ে বসে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। নিচে ওদের দেখে এখন সোজা তাকিয়ে আছে। লুবনাও হাসিমুখ করে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন ভালভাবে দেখার চেষ্টা করছে তাকে।

'এই-যে।'

যুবকটি উঠে দাঁড়াল। তারপর খোলা দরজা দিয়ে সাথে ছোট বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'আপনি এই বাড়িতে থাকেন ?'

লুবনার প্রশ্ন শুনে হাসি পেল কমলের। কারো বাড়িতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা সে সেখানে থাকে কিনা।

যুবক কোন উত্তর দিল না। তাকিয়ে থাকল।

'নিচে নামতে পারবেন ?'

এবারে উত্তর পাওয়া গেল। একইসাথে মাথা নেড়ে এবং মুখে 'হ্যাঁ' বলে ঘরে ঢুকে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই তাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। এই বাড়ির সাথে একেবারে মানানসই। চুলের ষ্টাইল, পোষাক, হাঁটার ধরন সবকিছুই। কানে সাদা রঙের হেডফোন লাগানো। হাসতে হাসতে এসে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

লুবনা হেসে প্রশ্ন করল, 'গান শুনছেন ?'

সে ততোধিক হেসে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, এব্বার গান।'

কমল ঠিক বুঝল না এব্বার গান কি। যুবকটি তখন পকেট থেকে ছোট প্লেয়ারটা বের করে মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছে। হয় প্লেয়ারটা দেখাচ্ছে নয়ত গান পরিবর্তন করছে। কমলের অবাক হওয়া ভাব দেখে লুবনা তার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'এ্যবা।'

কমল চিনল তখনই। যতদুর মনে পড়ে সুইডেনের গানের দল। চারজনের। একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। পাইপার গানটা কমল বহুবার শুনেছে। একটু অবাকই হল সে। এখন কেউ ওসব গান নিয়ে মাথা ঘামায় না। চারিদিকে র‍্যাপ, হিপহপ, মেটাল এসবই শোনা যায়। লুবনার মুখের দিকে তাকিয়ে কমলের মনে হল সে বিরক্ত হয়েছে। যুবক তার দিকে তাকাতেই ঠোট নাড়িয়ে কি যেন বলল।

কমল নিশ্চিত সে কোন শব্দ শোনেনি শুধু ঠোট নাড়াতে দেখেছে। কাজ হল তাতেই। যুবক প্রথমে চোখ কুঁচকে তাকাল তারপর কান থেকে হেডফোন নামাল।

লুবনা হেসে বলল, 'আপনাদের বাড়ির ছাদে উঠলে ওদিকের গাছপালা দেখা যায় ?'

যুবক ঘুরে তাকাল তার বাড়ির ছাদের দিকে। তারপর লুবনার দেখানো গাছপালার দিকে। মাথা নাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ যায়।'

লুবনা আগের ভঙ্গিতে বলল, 'ছবি উঠানো যায় ?'

সে উত্তর দিল, 'যায়।'

লুবনা বলল, 'আমরা ছাদে উঠে ওদিকের ছবি উঠাব, ব্যবস্থা করতে পারবেন ? কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

যুবকের হাসি আরো বিসতৃত হল, 'কোন সমস্যা নেই। কেউ বিরক্ত করবে না। আসুন আমার সাথে।'

সে পথ দেখিয়ে সিড়ির দিকে এগোতে শুরু করল। কমল আর লুবনা অনুসরন করল তাকে।

নতুন তৈরী বাড়ি। মোজাইক করা পরিচ্ছন্ন সিড়ি। ওরা সিড়ি দিয়ে ছাদে উঠে দেখল সেখানে কেউ নেই। নিচ থেকে যাকে দেখা গিয়েছিল সে সম্ভবত কাপড় মেলে দিয়ে চলে গেছে। সদ্য মেলে দেয়া কাপড় থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে এখনো।

লুবনা ছাদের ধার দিয়ে পুরোটা এক চক্কর ঘুরে এল। রাস্তার দিকে কয়েকটা টবে গাছ লাগানো, এছাড়া বাকি যায়গাটা একেবারে ফাঁকা এবং পরিস্কার। পাশের একদিকে বড় একটা পানির ট্যাঙ্ক। বেশ কয়েকটা পানির পাইপ সেখান থেকে নেমে গেছে নিচের দিকে। শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে ট্যাঙ্কে পানি উঠানো হচ্ছে। লোহার একটা সিড়ি লাগানো ট্যাঙ্কের সাথে।

লুবনা কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে ব্যাগ খুলে ক্যামেরা বের করে খালি ব্যাগটা কমলের হাতে দিল। তারপর ভিউফাইন্ডার খুলে ক্যামেরা অন করে সেটা তাক করল পাশের দিকে। কমল আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল যেদিকটা তাদের দেখার কথা সেদিকে। গাছপালার আড়ালে সাদা একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। আউয়ালের গাড়িটা সাদা মনে আছে তার। হয়ত সে এরই মধ্যে এসে অপেক্ষা করছে সেখানে।

ক্যামেরা ধরে ছাদের চারিদিকে একবার চক্কর দিল লুবনা। যুবকটিও ঘুরসে তার সাথেসাথে। কেউ যেন বিরক্ত না করে সেটা পাহাড়া দিচ্ছে নিশ্চয়ই। কুইনাইন দিলে জ্বর সারবে কিন্তু কুইনাইন সারাবে কে, কথাটা মনে পরল কমলের। লুবনার মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে। এধরনের পরিসি'তি সে খুব ভালভাবে সামাল দিতে পারে। কমলের খুব দেখা ইচ্ছে হল সে কি করে।

বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হল না। লুবনা কমলের কাছে এসে ক্যামেরাটা তার হাতে দিয়ে আরেক হাতে ব্যাগ নিল। ভালভাবে ব্যাগের ভেতর হাতড়াল কিছুক্ষন। আপন মনেই বলল, 'কেমন হল ? ক্যাসেট শেষ।'

তারপরই যুবকের দিকে ঘুরল, 'একটা কাজ করতে পারবেন ?'

'বলেন।'

'একটা ক্যাসেট কিনে আনতে পারবেন ? এই ক্যাসেটা শেষ হয়ে গেছে।'

না বলার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হল না কমলের। সম্ভবত তেমন কিছুই চেষ্টা করল যুবক, 'এখানে ক্যাসেট পাওয়া যায় না।'

'যায়।' জোর দিয়ে বলল লুবনা, 'ফার্মগেটে গেলেই পাবেন। ওখানে সিডির দোকানগুলো আছে ওরা বিক্রি করে। তাড়াতাড়ি যাবেন আর চলে আসবেন, পারবেন না ? একেবারে সামান্য কাজ।'

'পারব।'

'তাহলে এই খালি প্যাকেটটা নিয়ে যান। ঠিক এই মডেলটাই দেখে কিনবেন। অন্য কাউকে পাঠাবেন না আবার। ওরা বোকা মানুষ দেখলেই ঠকায়। কমদামি ক্যাসেট দিয়ে দেয়। এটা নিয়ে যান আর এই যে পাচশ টাকা। যদি ফার্মগেটে না পান তাহলে ষ্টেডিয়ামে গেলেই পাবেন। চেনেন তো ষ্টেডিয়ামের দোকান ?'

'কোন দোকান ?'

'দোকানের নাম লাগবে না। যেকোন দোকানে ঢুকে এটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। না থাকলে পাশের দোকান থেকে এনে দেবে। খুব তাড়াতাড়ি আসবেন।'

যুবকটি দেরি করল না। টাকা আর খালি কাভারটা পকেটে ঢুকিয়ে রওনা দিল। একটু পরই তাকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল সামনের দিকে।

কমল হাসতে হাসতে বলল, 'যদি ফার্মগেট থেকে কিনে আনে ?'

লুবনা ক্যামেরাটা হাতে নিতে নিতে বলল, 'অসম্ভব। ওই ক্যাসেটের দাম বারোশ টাকা। ফার্মগেটে যেগুলো পাওয়া যায় তার দাম একশ সত্তুর টাকা। তুমি ওদিকে দাঁড়াও। কেউ যদি এসে পরে তাহলে কিছু একটা বলে বুঝাবে।'

কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি না লুবনা। কমল ঘুরে সিড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকের দৃশ্য দেখতে থাকল। এদিকে কি ঘটল দেখার কোন সুযোগই পেল না, চেষ্টাও করল না। একটা বাড়ির সামনে একজন একটা বানর এনে খেলা দেখাচ্ছে। লোকজন গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে তাকে। দুর থেকে দেখে খেলার ধরন বোঝার চেষ্টা করল সে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি হচ্ছে। সম্ভবত বানরকে যা যা করতে বলছে সে তাই করছে আর চারপাশের লোকজন হাততালি দিচ্ছে।

লুবনাকে হেঁটে আসতে দেখে ঘুরে তাকাল সে। একটু এগিয়ে দেখল আগের যায়গায় গাড়িটা নেই। লুবনা ক্যামেরা বন্ধ করে ব্যাগ কুড়িয়ে নিল।

'চল, এখানকার কাজ শেষ।'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'ভিডিও করতে পেরেছেন ?'

'হ্যাঁ। এতেই কাজ হবে। ভাল করে দেখলে চিনে ফেলা যাবে। তাড়াতাড়ি যাই চল, ও ফিরে আসার আগে।'

'আর আপনার পাচশ টাকা ?' অবাক হল কমল।

'এই কাজের দাম তারচেয়ে বেশি।'

কমলকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিল লুবনা।

শান্তর কম্পিউটারে ক্যাপচার করতে করতে পুরো ভিডিও দেখে ফেলল ওরা। প্রথমে ছাদের চারিদিকের ভিডিও। গাছপালা, অন্যান্য বাড়িঘর, রাস্তায় গাড়ি-রিক্সা, হেটেচলা মানুষ। বোঝা যাচ্ছে লুবনার হাত এখনো পাকেনি। ক্যামেরা নড়ছে অনবরত।

তারপরই থেমে থাকা সাদা গাড়িটা। কিছু গাছপালাযুক্ত ফাঁকা যায়গা। ক্যামেরা ঘুরিয়ে আশেপাশের যায়গাটি দেখা হল। একজন লোক গাড়ি থেমে নামল। কয়েক পা হেঁটে পায়চারি করল। বেঁটে, একটু মোটার দিকে। আউয়াল না এটা বোঝা যাচ্ছে পরিস্কার। কিছুক্ষন হাটাহাটির পর আবার গাড়িতে ঢুকল। ভিডিও চলতেই থাকল। বসে থাকা অবস্থায় লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষন পর আরেকটা সাদা গাড়ি এসে থামল আগের গাড়িটার কাছে। একই মডেলের একই রঙের গাড়ি। সেটা থেকে আউয়াল নামল। হাতে ব্রিফকেস। অন্য গাড়ি থেকে লোকটা নামল। আউয়াল তার হাতে ব্রিফকেসটি দিল। অন্য লোকটা ঢুকে গেল গাড়িতে। তার গাড়ির পিছনের দরজা খুলে আরেকজন লোক বয়স্ক ব্যক্তিটিতে ধরে নামাল। তার চোখ বাঁধা। আউয়াল এসে তার হাত ধরে নিজের গাড়িতে উঠাল। তারপর নিজেও গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে চলে গেল। অন্য লোকজনও তাদের গাড়িতে উঠে বসেছে। সে গাড়িটিও চলে গেল। আরো কিছুক্ষন যায়গাটি ধরে রাখল ক্যামেরা। তারপর হঠাৎ করেই ক্যামেরা নড়ে উঠল। ভিডিও বন্ধ করে দিল শান্ত।

ভিডিওতে আউয়াল, অপহৃত ভদ্রলোক এবং দুজন লোককে দেখা গেছে। ষ্টিল ছবি বের করে দুজনেরই পরিচয় জানা সম্ভব। যদি পুলিশের খাতায় নাম থাকে তাহলে সেটা করা আরো সহজ। শান্ত কি ভাবছে বোঝা যাচ্ছে না। কমলরা ফিরে বাড়িতেই পেয়েছে তাকে। হোসেন কোথাও গেছে।

'কাছে থাকলে টাকা ফেরত নেয়া যেত।' সবাই চুপ করে আছে দেখে মন্তব্য করল লুবনা।

শান্ত সময় নিল উত্তর দিতে।

'আমার মনে হয় না।' একসময় মন্তব্য করল সে।

'কেন ? খুব সহজ তো! মাত্র দুজন লোক।'

‘আমার মনে হয় কিছু গড়মিল আছে।’ এখনও চিনি-ত মনে হচ্ছে শান্তকে। কিছু যেন হিসেব মেলানোর চেষ্টা করছে।

কমল আর লুবনা বুঝলনা সেটা কি। ঠিক যা যা হবার কথা ছিল তাই হয়েছে। ওলা ভদ্রলোককে নিয়ে যায়গামত এসেছে, আউয়াল টাকা নিয়ে গেছে। তারপর লেনদেন হয়েছে।

‘গড়মিল থাকলে থাক, টাকাগুলো তো পাওয়া যেত।’ বলল কমল, ‘ওই ভদ্রলোককে যখন নিরাপদে পাওয়া গেছে-’

‘সেটাই শান্তনা, ভদ্রলোকের কোন ক্ষতি হয়নি। আমার মনে হয় ওভাবে টাকা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।’ এবারে আরো সরাসরি জানাল শান্ত।

‘ভেঙে বল।’ অধৈর্য্য হয়ে গেছে কমল।

শান্ত হেসে ফেলল, ‘আচ্ছা, এধরনের লেনদেনের ঘটনা তো ছবিতে অনেক দেখেছিস, তাই না ?’

‘প্রতিদিনই দেখায়।’ সায় দিল কমল।

‘এখানে যা দেখেছিস সেটা কি স্বাভাবিক মনে হয়েছে ?’

কমল উত্তর দিল না। খুঁজতে লাগল তেমন কিছু রয়েছে কিনা। পুরো দৃশ্যটা আরেকবার মনেমনে যাচাই করল দ্রুত।

‘অস্বাভাবিক কোথায় ?’ প্রশ্ন করল লুবনা।

শান্ত সরাসরি তাকাল লুবনার দিকে। লুবনা বড়বড় চোখে তাকিয়ে আছে আগ্রহ নিয়ে।

শান্ত বুঝানোর ভঙ্গিতে বলল, ‘আচ্ছা, আমি যদি ওখানে থাকতাম, মানে অপহরনকারীদের দলে, তাহলে কি করতাম ? একজন একটা ব্রীফকেস দিল দেখে লোকটাকে ছেড়ে দিতাম ?’

‘ব্রীফকেসে দশ লক্ষ টাকা।’ মনে করিয়ে দিল লুবনা।

শান্ত হেসে বলল, ‘কে জানে ? ওরা খুলে দেখেনি। ব্রীফকেস নিয়ে খুশী হয়ে চলে গেছে।’

‘তাইত!’ কমলের দিকে তাকাল লুবনা। এটাই তাহলে সেই অস্বাভাবিকত্ব। আউয়াল টাকা না দিয়ে ব্রিফকেসে অন্যকিছু ঢুকিয়ে দিতে পারে। পুরনো খবরের কাগজ জাতিয় কিছু। গল্পে, সিনেমায় এমন ঘটনা বহু দেখা যায়।

‘কিন্তু টাকা তো আছে-’ এখনও মানতে চাইছে না কমল।

‘থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। নিশ্চিত হই কিভাবে ? আর একটা কথা বল, ভদ্রলোকের চোখ বাঁধা ছিল। সে অবস্থাতেই গাড়িতে উঠানো হল। কেন ? অবশ্য ওরা যদি গুলি করার ভয় দেখায় সেটা অন্য কথা। তাহলেও বিষয়টা কেমন ঠেকছে যেন। পুরো ঘটনাটা খুব বেশী নির্বিঘ্নে ঘটে গেল। ওরা কি এতই বোকা যে কথা শুনেই লোকটাকে নিয়ে ওখানে এসে বসে থাকল ? ওখানে পুলিশ যেতে পারত।’

‘উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন। কেউ গেলে ওনার শ্বশুরের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়া হয়।’ বলল কমল।

‘হ্যাঁ। সেটা ওনার কথা, কিন্তু আমি বলছি ওই দলের লোকদের কথা। ওরা এত নিশ্চয়তা পেল কিভাবে ? দশ লক্ষ টাকা একজন খুশী হয়ে দিয়ে দেবে, কোনভাবে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবে না এটা মনে করার কারন কি ?’

‘তার মানে আরো রহস্য ?’ জিজ্ঞেস করল কমল।

শান্ত হতাসভাব দেখিয়ে বলল, ‘মনে হয়। আচ্ছা অপেক্ষা করে দেখা যাক এরপর কি ঘটে। কেউ তো টাকা উদ্ধার করার জন্য বলেনি। যার টাকা তারই মাথাব্যথা।’

কমল আর লুবনা দুজনেই মুখ গোমড়া করে থাকল। তাদের এতবড় অভিযান মনেহয় কোন কাজেই আসছে না।

একেবারে দুপুরের আগেই ফোন করে লুবনাকে খবরটা দিল কমল। আউয়ালের বাড়িতে বিকেলে চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে ওদেরকে। শান্ত নিজে থেকেই বলে গেছে লুবনাকে জানাতে।

তারমানে! সেখানে কিছু একটা চমক অপেক্ষা করছে। বুঝতে দেরী হয়নি কমলের। অনুষ্ঠান বিকেল চারটায়। সম্ভবত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। লুবনাকে ক্যামেরাটা আনার কথাও মনে করিয়ে দিল কমল। বেলা থাকতে বের হলে ভিডিও করা যাবে। শান্ত জানিয়ে বিকেলে অন্য কাজ নেই। নিজে থেকে একথা বলার অর্থ একসাথে বেড়াতে যাওয়া।

‘একে কি টি-পার্টি বলা যায় ?’ লুবনার গাড়িতে বসে শান্তকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটা করল কমল।

শান্ত একা বসেছে পিছনের সিটে। সামনে লুবনার পাশে কমল।

‘বলা যেতে পারে।’ একটু জোরেই বলল শান্ত, ‘আবার পুনর্মিলনীও বলতে পারিস। একজন তার বাড়িতে ফিরে এসেছে, তার সাথে নতুন করে সাক্ষাত।’

‘সবাই বাড়ির লোকজন ?’

শান্ত বলল, ‘অনেক লোক হবে মনে করিশ না। এটা তো কোন আনন্দউৎসব না। দুচারজন বন্ধুবান্ধব আর কাছের আত্মীয়স্বজন। পরিচিত অন্তত একজনকে দেখতে পাবি।’

‘কে ?’

‘দারোগা সাহেব। ওসমান।’

এটাই জানা প্রয়োজন ছিল কমল আর লুবনার। শুধু চা খাওয়া একমাত্র ঘটনা না এখানে। ওসমানের থাকার অর্থ তার কোন কাজ আছে, এবং এর পিছনে গোয়েন্দার হাত রয়েছে। বেশ, দেখা যাক।

গাড়ি এসে আওয়ালের বাড়ির সামনে থামল। আউয়াল ভেতর থেকেই ওদেরকে দেখেছে। সে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে সাথে করে নিয়ে গেল। কমল আগে আসেনি এই বাড়িতে। বিশাল আকারের বাড়ি, ঝকঝকে পরিস্কার চারিদিক। গেটের ভিতরে অনেকটা ফাঁকা যায়গা। সেখানেই গাড়ি রাখল ওরা। তবে অতিথির গাড়ি বলতে তেমনকিছু চোখে পড়ল না। আউয়ালের গাড়ি ছাড়া দুটো ছোট রয়েছে সেখানে, আর একটা বড় আকারের জিপ। আর একটা নিশ্চয়ই ওসমানের গাড়ি।

ওরা ড্রইংরুমে এসে ঢুকল। বেশ কয়েকজন লোক সেখানে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অপহৃত ভদ্রলোক, ওসমান রয়েছে। বেশীরভাগ লোকই ভদ্রলোকের কাছে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনছে। কয়েকজন তারই সমবয়সী, বয়স্ক। সকালে এদের সাথেই আড্ডা জমান তিনি, অনুমান করল কমল। শান্ত ভদ্রলোককে সালাম জানিয়ে বসল। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে আবার কথায় ফিরে গেলেন। বুঝল তাদের পরিচয় আগেই হয়েছে কোন একসময়। কমল এবং লুবনা বসল একটা সোফায় পাশাপাশি।

'এতো রীতিমত এডভেঞ্চার মনে হচ্ছে। এরকম অভিজ্ঞতা হলে মন্দ কি ?' মন্তব্য করল বয়স্ক একজন। মাথাজুড়ে টাক ভদ্রলোকের। মুখে বেশ কিছু কালো ফোটাফোটা দাগ। হাসিখুশী এই ভদ্রলোককে খুব অমায়িক মনে হল কমলের।

অপহৃত ভদ্রলোক হাসলেন, 'তা, প্রতিদিনের একঘেঁয়ে কাজের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম বলা যায়। একটু বেশী এক্সপেনসিভ এই যা।'

টাকার কথা বুঝাচ্ছেন তিনি। তার প্রতিবেশী কথাকে আরো টেনে নিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন, 'আমার কিন্তু আফশোসই হচ্ছে। সারা জীবনে বৈচিত্রের সাধ পেলাম না। এতদিন গল্পে আর সিনেমা নাটকে এমনসব ঘটনা দেখলাম আর খবরের কাগজে পড়লাম। এবার পরিচিত একজনকে দেখলাম। মনেহয় আমাকে নিলে ভালই হত।'

সকলে জোরে হেঁসে উঠল। কমল ভাবল যথেষ্ট টাকাপয়সা রয়েছে এখানে যারা রয়েছেন তাদের। এমন সহজভাবে কথা বলছেন যেন দশ লাখ গেলে কিছু যায় আসেনা।

একজন তরুনী এসে কমলদের হাতে খাবার প্লেট দিয়ে গেল। একপাশে ছোট ছোট বিস্কুট আর চানাচুর, অন্যপাশে কাবাব, ছোট সিংগাড়া জাতিয় কিছু। হাতে প্লেট নিয়ে ওরা একটু একটু করে খেতে শুরু করল। অপহৃত ভদ্রলোক এবং তার সঙ্গিরা নিজের আলাপে একটাই মশগুল যে অন্যরা সেখানে আছে সেটা যেন ভুলেই গেছেন। আউয়াল বোকার মত বসে রয়েছে একাকী। ওসমান এতক্ষন একা ছিল, এখন শান্তকে পেয়ে তারকাছে বসেছে। সামনের কথাবার্তা শুনছে দুজনই মনোযোগ দিয়ে।

আটক থাকা অবস্থায় কি কি করেছেন সেকথা শুনাচ্ছেন ভদ্রলোক। ওসমান অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। সে নাক গলাল এর মধ্যে।

'কিছু মনে করবেন না, আমাকে যায়গাটা সম্পর্কে একটু বলবেন ? যেখানে আপনাকে রাখা হয়েছিল।' ভদ্রলোককে কথার মাঝখানে রীতিমত থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল সে।

ভদ্রলোক থেমে ঘুরে তাকালেন তার দিকে। ওসমানের পড়নে ইউনিফর্ম নেই তবু পুলিশের লোক চিনতে ভূল হয়না। তিনি তার পরিচয় যা জানেন তা হচ্ছে শান্তর পরিচিত। যদিও এসেছে একা, শান্তর আগে।

ভদ্রলোক নিচু গলায় থেমে থেমে বললেন, 'পুরো সময়টা একটা ঘরের মধ্যেই ছিলাম। সেটা কোথায় বলতে পারি না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে পারিনি, একেবারে বন্ধ। তবে বেশ সুন্দর ঘর। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। বিছানা, চেয়ার-টেবিল, বইপত্র ছিল, টিভি ছিল। খবরের কাগজ ছিল। কোন অসুবিধে হয় নি। চাওয়ার আগেই খাবার, চা এসব দিয়ে গেছে।'

'যায়গাটা কি ঢাকা শহরে ?' আবার জানতে চাইল ওসমান।

তিনি বললেন, 'যাওয়ার সময় চোখ বাঁধা ছিল, আসার সময়ও। বলতে পারি না।'

এই একই বিষয় নিয়ে অনবরত কথা বলা পছন্দ হচ্ছে না তার। বন্ধুদের কাছে গল্প করা এক বিষয় আর পুলিশি জেরা আরেক। এবারে একটু বিরক্তি দেখিয়েই উত্তর দিলেন তিনি।

'যেতে বা আসতে কতক্ষন সময় লেগেছে ?' এবারে কথায় ঢুকল লুবনা। এতক্ষন মনোযোগ দিয়ে সবকথা শুনছিল সে।

'ঘড়ি দেখতে তো পারিনি-, কিভাবে সময় জানব।' জানালেন ভদ্রলোক। ভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি জিজ্ঞেস করছেন, এও কি জেরা করছে? নয়তো ভাবছেন যা হওয়ার হয়ে গেছে। এনিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি।

'তা-ও, অনুমান করতে তো পারেন। কত মিনিট নাকি কত ঘন্টা?' একেবারে চেপে ধরল লুবনা। তার একথার উত্তর জানা চাই।

ভদ্রলোক আর এড়াতে পারলেন তা। লুবনার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'আধঘন্টা-চল্লিশ মিনিটমত হবে।'

'এই সময়ে ঢাকার বাইরে যাওয়া যায় না।' নিজের সিদ্ধান্ত জোরের সাথে জানাল লুবনা।

অবাক হয়ে ভাল করে লুবনাকে দেখলেন ভদ্রলোক। লুবনাকে কেউ পরিচয় করিয়ে দেয়নি তার সাথে। সাধারনভাবে এই বয়সের কোন মেয়ে এভাবে জেরা করেনা। এভাবে কথাও বলেনা।

তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিকই বলেছ মা। তুমি কি গোয়েন্দা ?'

'না, ইনি গোয়েন্দা।' নির্লিপ্তভাবে হাত তুলে শান্তকে দেখাল লুবনা।

ভদ্রলোক শান্তর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর লুবনার দিকে ঘুরে বললেন, 'হ্যাঁ, সেতো জানি।'

লুবনা আর কোন কথা বাড়াল না। ভদ্রলোক শান্তর দিকে ঘুরে শান্তকেই যেন পাকড়ালেন, 'তা গোয়েন্দা বাবাজি, এতকিছু যে হয়ে গেল, আমার বাড়িটা হাতছাড়া হওয়ার পথে। গোয়েন্দা-পুলিশ তাহলে আছে কেন ?'

শান্ত সহজভাবে হাসল। তারপর হাসতে হাসতে হাল্কাভাবে উত্তর দিল, 'গোয়েন্দা-পুলিশকে এতটা অপবাদ দিলে বোধহয় একটু অবিচারই করা হয়। তারা কিছু কাজ সবসময়ই করে। কখনও শেষ পর্যন্ত, কখনও আধাআধি-'

‘এটা আধাআধি না থ্রিকোয়ার্টার ?’ মজা করে জানতে চাইলেন টাকমাথা ভদ্রলোক। তিনিই বসে রয়েছেন অপহৃত ভদ্রলোকের একেবারে পাশে।

‘সেটা নির্ভর করে আপনি কিভাবে দেখতে চান তার ওপর।’ সোজাসুজি তার দিকে তাকাল শান্ত, ‘যদি ফুল বলেন তাহলেও আমি আপত্তি করব না।’

‘তার মানে ?’ হা হয়ে গেল ভদ্রলোকের মুখ। একএক করে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন। শান্তর কথার মধ্যে এমন ভঙ্গি রয়েছে যে তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

‘টাকাগুলো পাওয়া যাবে ?’ শান্ত চুপ থাকায় সরাসরি প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

‘লোকগুলো ?’ আগ্রহ বাড়ল ওসমানেরও।

শান্তর দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে থেমে গেল ওসমান। যেন জোর করে সামলে নিল নিজেকে। সেটা লক্ষ্য করল কমলও। বোঝা যাচ্ছে রিসার্হেলের বাইরে চলে যাচ্ছে সে। শান্ত হেঁসে ফেলল ওসমানের আগ্রহ দেখে।

ওসমানের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, ‘প্রথমে আপনার কথার উত্তর দেই ওসমান সাহেব। এরসাথে জড়িত লোকগুলো ধরা পরেছে, থানায় যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। হয়ত এতক্ষনে পৌছেই গেছে, অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।‘

থেমে একটু সময় নিল শান্ত। ওসমানের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তখন। শান্ত টাকমাথা ভদ্রলোকের দিকে ফিরল, ‘এবার- আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি, টাকাগুলো পাওয়া যাবে কিনা আমি নিশ্চিত নই, তবে সেগুলো কার কাছে বলে দিতে পারব।’

‘ওদের কাছে ? মানে- ওরা যদি ধরা পরে তাহলে ওদের কাছে-’ আবার সামনে বাড়ল ওসমান।

‘না। ওদের কাছে নেই। ওদের কাছে কখনই টাকা পৌছায়নি।’

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। একেই বলে নাটকীয় পরিসি'তি, মনে মনে বলল কমল। শান্ত চুপ করে আছে। ইচ্ছে করে সময় নিচ্ছে। সময় দিচ্ছে সবাইকে বিষয়টি বোঝার। সবাই তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। ঠিক কখন আবার শুরু করতে হবে জানে সে। শান্ত যখন আবার মুখ খুলল তখন রীতিমত গম্ভীর।

সে বলল, ‘দেখুন, এটা একটা আনন্দের অনুষ্ঠান। বাড়ির একজন প্রবীন সদস্য অপহরনকারীদের হাত থেকে ভালভাবে ফিরে এসেছেন, সেটা উপভোগ করার সময়। কিন্তু কি করা যাবে বলুন, মানুষের সমাজ বড়ই নিষ্ঠুর। অনেক সময়ই সহানুভুতি, দয়া, ভালবাসা দেখানো হয় শুধুমাত্র পিঠে ছুরি মারার জন্যই। আমার ভয় হচ্ছে এই আনন্দঅনুষ্ঠান না মাটি হয়ে যায়। যা সত্য সেটা প্রকাশ করা আমার দায়িত্ব। ওসমান সাহেবের দায়িত্ব অন্যায়কারীকে আইনের হাতে তুলে দেয়া। আশাকরি বিষয়টা আপনারা সহজভাবে নেবেন।’

আবার থামল শান্ত। সবাই চুপ করে অপেক্ষা করছে। মাত্র ভুমিকা, যেকোন সময় আসল বিষয় বেরিয়ে আসবে, তৈরী হল কমল এবং লুবনাও।

শান্ত বলল, 'আমি আপনাদের সমস- কৌতুহলের ইতি টানছি একটা মাত্র কথায়। এই অপহরন ঘটনা একটা সাজানো নাটক। আউয়াল সাহেবের টাকা প্রয়োজন ছিল। তিনি বাড়িটা মর্টগেজ দিয়ে ব্যাংক থেকে লোন নিতে চেয়েছিলেন। বাড়ির মালিক তাতে রাজী হননি। সেজন্যই এই নাটকের প্রয়োজন হয়েছে।'

সবাই একসাথে আউয়ালের দিকে তাকাল। তার মুখ ফ্যাকাসে, যেন কেঁদে ফেলবে। তার শ্বশুর হতভম্ভ। ওসমানের মুখ স্বাভাবিক থেকে পুলিশি চেহারায় পরিনত হচ্ছে। টাকঅলা ভদ্রলোক হা করে চেয়ে রয়েছেন সামনের দিকে। কমল দেখল তার মুখে বেশ কয়েকটি দাঁত নেই। এজন্যই তার কথা কিছুটা তোতলানো, মনে মনে বলল সে।

'আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত ?' সকলের আগে সম্বিত ফিরল তারই। ঘুরে শান্তর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

শান্ত হেলান দিয়ে বসে সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'আমার মনে হয় আউয়াল সাহেব সেটা নিজেই স্বীকার করতে পারেন। এখন আর লুকানোর কোন যায়গা নেই। হয়তো এই সত্যটাও তিনি স্বীকার করবেন যে এধরনের ঘটনা সাজানোর জন্য যতটা বুদ্ধি প্রয়োজন সেটা তার নেই।'

অপহৃত ভদ্রলোক তার জামাইয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আউয়াল দুহাত একসাথে করে পায়ের ওপর রেখে মাথা নিচু করে বসে আছে। মৌনতা সম্মতির লক্ষন বোধহয় একেই বলে, মনেমনে আওড়াল কমল।

সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় ভিডিওর পরিকল্পনা বাদ দিতে হল ওদেরকে। তারচেয়ে বরং লুবনার গাড়িতে ঘুরে বেড়ানো যাবে যেদিকে যেতে মন চায়। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই কারোই। ঘুরে বেড়াতেই ভালো লাগছে বেশ। তিনজনেরই মন খুশী খুশী। কারো চেষ্টাই বিফলে যায়নি। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।

'আচ্ছা ভাইয়া, তুমি আউয়ালকে সন্দেহ করলে কখন ?' পিছনে ফিরল কমল।

শান্ত মুখে অবাক ভাব এনে বলল, 'তুইও কি জেরা করছিস ?'

কমল সাথেসাথে বলল, 'না, আমাদের জানা প্রয়োজন। যেন এরপর আগে থেকে ঘটনা অনুমান করতে পারি।'

আমার না বলে আমাদের বলল কমল, লক্ষ্য করল শান্ত এবং লুবনা দুজনই।

'কি জানতে চাস ?'

'ওকে, মানে আউয়াল সাহেবকে সন্দেহ করার সবচেয়ে জোরালো কারন কি ?'

শান্ত একটু সময় নিল উত্তর দিতে, 'ওর কথামত টাকার লেনদেন সম্পর্কে কথা হয়েছে কিভাবে ?'

কমল বলল, 'কেন, টেলিফোনে। ওকে রাত বারোটা-সাড়ে বারোটায় ফোন করে বলেছে। ওর বাড়ির ফিক্সড ফোনে।'

‘গুড। একেবারে পুংখানুপুংখভাবে মনে রেখেছিস। কিন্তু কথা হচ্ছে সেদিন ওধরনের কোন ফোন ওই টেলিফোনে করা হয়নি। হোসেনের কাছে ওর ফোনের সবগুলো কলের হিসেব আছে। ফোনের বিষয়টা পুরোপুরি ওর বানানো।’

‘হুঁ, বুঝেছি। টেলিফোনে কিভাবে আড়ি পাতা যায় শিখতে হবে।’ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কমল।

শান্ত বলল, ‘সমস্যা আছে। প্রথমত, সেটা বেআইনি। ধরা পরলে শাসি- হবে। দ্বিতীয়ত সেটা অনৈতিক। একজন আরেকজনের ব্যক্তিগত আলাপে নাক গলাতে পারে না।’

কমল হাসতে হাসতে বলল, ‘তাহলে হোসেন ভাই অন্যায় কাজ করেছে ?’

শান্ত বলল, ‘উদ্দেশ্য কি তার ওপর নির্ভর করে। বিশেষ কারনে করলে তাকে অন্যায় বলা যায় না। সেজন্য পারমিশনের ব্যবস্থা আছে।’

‘করা তো যায় ?’

শান্ত বলল, ‘টেকনোলজী আছে। সেটা জেনে নিতেই পারিশ। তোর কথামত ‘রিসার্চ সেন্টারে’ কয়েকদিন কাটালেই বুঝে যাবি। সাথে এর রেগুলেশনগুলোও ভালভাবে পড়ে নিস। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী জানিস তো ? সেপথে যাস না।'

কমল বলল, ‘আচ্ছা একটু অন্তত ধারনা দাও। কিভাবে সেটা করে ? কোনভাবে টেলিফোনের তারের সাথে কানেক্ট করতে হয় ?’

শান্ত বলল, ‘না। যেকোন ইলেকট্রনিক কম্যুনিকেশনে নির্দিষ্ট নাম্বারের জন্য নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। খুব উন্নতমানের যন্ত্র দিয়ে সেই ফ্রিকোয়েন্সী টিউন করা যায়। আউয়ালের টেলিফোনটা অয়্যারলেস ট্রান্সমিশন ব্যবহার করে।’

কমল এবার আরেকটু ঘুরে বসল শান্তর দিকে, ‘আচ্ছা, এবার অন্যকথা বল। ওই লোকগুলোকে কোন পদ্ধতিতে বের করেছ ?’

‘পদ্ধতি মানে ?’

‘আমরা একটা পদ্ধতি জানি।’

‘বলে ফেল।’

কমল গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল, ‘গাড়ির ড্রাইভারকে খুঁজে বের করা। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করে সে গাড়িতে করে ভদ্রলোককে কোথায় নিয়ে গেছে জানা। সেই ঠিকানা বের করা।’

শান্ত প্রশ্ন করল, ‘কোন ড্রাইভার ?’

‘ট্যাক্সি ড্রাইভার। ভদ্রলোককে অপহরন করার সময় যে গাড়ি চালাচ্ছিল।’

তারা নিজেরা ড্রাইভারের খোঁজ করে ব্যর্থ হয়েছে সেকথা একেবারে গোপন করে গেছে কমল। নতুন করে আর সেকথা তুলে কাজ নেই।

শান্ত বলল, ‘যে তাকে ফেরত এনেছে তাকে পেলে আরো ভাল হয়।’

লুবনা কমল দুজনই হাসতে শুরু করল।

সেমি গোয়েন্দা

শান্ত কম্পিউটারের সামনে বসে লেখালেখির কাজ করছে। হাতে তেমন কাজ নেই। আগের লেখাকে গুছিয়ে নিচ্ছে এখন সময় পেয়ে। কমল বসে আছে কাছেই, সোফায়। হাতে খোলা বই। ওর সামনে টিভি চলছে। মাঝে মাঝে টিভির দিকে তাকাচ্ছে সে। টিভি দেখা না বই পড়া বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে বোঝা কঠিন।

কিছুক্ষন টিভি দেখল কমল, আবার বইয়ের দিকে তাকাল সে। তেমন কিছু দেখাচ্ছে না টিভিতে। ফ্রান্সের রাস্তায় সাইকেল চলছে দিনভর। রাস্তার দুধারে ভীড় করে দাঁড়িয়ে মানুষজন হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে।

বাইরে গেটের কাছে শব্দ করল কে যেন। একটু সরে বাইরের দিকে তাকাল কমল। গেট দেখা যায় এখান থেকে। ৫-৬ বছরের একটি মেয়ে ডানহাতে গেট ধরে গ্রীলে মাথা ঠেকিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মারছে। সোজা চোখাচুখি হল কমলের সাথে।

কমল ওকে চেনে। ওদের প্রতিবেশী। প্রায়ই দেখা হয় বাইরে গেলে। নিজে থেকে আলাপ করার অভ্যেস নেই কমলের। হয়ত সেকারনেই কখনো কথা হয়নি ওর সাথে। নাম কি তাও জানে না। কমলদের তিন বাড়ি পর সাদা রঙের বিশাল বাড়ির তিনতলায় থাকে।

অবাক হয়েই দেখল কমল। লোহার গেটে মাথা ঠেকিয়ে উঁকি মারছে ঘরের দিকে। কমলকে দেখল তাকিয়ে। মুখটা গম্ভীর করে রেখেছে। কিছুএকটা বলতে এসেছে।

হাতের বই রেখে বাইরে এল কমল। আসে- আসে- হেঁটে গেটের কাছে গেল। মেয়েটি বড়বড় চোখ করে সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে। ওর বামহাত পিছনে। কিছু একটা ধরে রেখেছে। মনেহচ্ছে ইচ্ছে করে আড়াল করে রেখেছে।

'এটা গোয়েন্দার বাড়ি ?' কমল কাছে আসায় মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

এর মাথার ওপর চুল ঝুটি করে বাঁধা। মাথা নাড়ালে ঝুটি নড়ছে। চোখের পলক পড়ছে না।

কমল বলল, 'হ্যাঁ।'

সে আবার ঝুঁটি নাড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'গোয়েন্দা কোথায় ?'

'আছে, ভেতরে। কেন ?' হাসিহাসি মুখে জানতে চাইল কমল।

একমুহূর্ত ভাবল মেয়েটা তাকে বলবে কিনা। তারপর হঠাৎ করেই শঙ্কিতভাব দেখা গেল মেয়েটার মুখে। তার মারাত্মক দুঃসংবাদটা দিল সে। বলল, 'আমার চপলকে কে ধরে নিয়ে গেছে।'

শুনে ভ্রু কোঁচকাল কমলের। অবাক হয়ে তাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চপল কে ?'

'আমার বন্ধু।'

কমল অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকল তার দিকে।

এই ছোট্ট মেয়েটির বন্ধু, চপল যার নাম, তাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে। আর সে এসেছে গোয়েন্দার কাছে। অদ্ভুত তো! ওর বাড়ির লোকেরা কি করছে ?

'গোয়েন্দাকে বল না, আমার চপলকে খুঁজে দিতে।' দম নিতে নিতে দ্রুত বলল মেয়েটি।

কমলের অবাক ভাবটা তখনও যায়নি। এগিয়ে এসে আসে- করে ছোট গেট খুলে দিল সে।

'এসো, ভেতরে এসো।'

মেয়েটি একপা ভেতরে ঢুকে সেখান থেকেই ঘরের দিকে উঁকি মারল, তারপর কমলের দিকে তাকাল। শান্তকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। বোঝা গেল তার গোয়েন্দাকেই চাই। কমল তার কাজ করতে পারবে বলে ভরসা পাচ্ছে না।

সেটা বুঝে কমল ভেতরের দিকে যেতে শুরু করল। বারান্দায় উঠে থেমে পেছন ফিরে ডাকল তাকে। বলল, 'এস আমার সাথে।'

মেয়েটি তারসাথে ভেতরে ঢুকল। কমলের পিছনে এসে ঘরে ঢুকে তাকাল চারিদিকে। শান্তকে বসে থাকতে দেখে সোজা তারকাছে এগিয়ে গেল। দেখেই বুঝেছে এটাই গোয়েন্দা।

শান্তও তাকিয়েছে তার দিকে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। সরাসরি শান্তকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি গোয়েন্দা ?'

'হ্যাঁ।' এবার শান্তর অবাক হবার পালা।

মেয়েটি এবার কথা না বলে বামহাত থেকে জিনিষটি ডানহাতে নিয়ে এগিয়ে দিল। পোষ্টকার্ড সাইজের একটি রঙিন ছবি। শান্ত ছবিটি তার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে দেখল। সামনে এগিয়ে উঁকি মারল কমলও। মেয়েটির ছবি, সাথে ছোট সাদা একটি কুকুর।

একবার ছবির দিকে, একবার মেয়েটির দিকে, একবার কমলের দিকে তাকাল শান্ত। কি বিষয় ?

কমল হেঁসে ফেলল। এই তাহলে ওর বন্ধু ?

মেয়েটি সোজা তাকিয়ে আছে শান্তর দিকে। অপেক্ষা করছে।

'কি হয়েছে ?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল শান্ত।

'হারিয়ে গেছে।'

'কখন ?'

'সকালে।'

'হুঁ।' আবার তাকাল শান্ত ছবিটার দিকে।

মেয়েটি অধীরভাবে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। শান্ত তার দিকে ফিরল।

'খুঁজে দিতে হবে ?' জানতে চাইল আবার।

মেয়েটি মাথা ঝাঁকাল এবার। ওর চোখে পলক পড়ছে না।

'তোমাদের বাসা কোনটা ?'

'ওইটা।'

হাত দিয়ে বাইরের দিক দেখাল সে।

‘তোমার নাম ?’

‘বিনু।’

‘হারাল কিভাবে ?’

‘একা একা বাইরে গেছে, তারপর- আর খুঁজে পাই না।’

‘তুমি যে একা একা বের হয়েছ, যদি হারিয়ে যাও?’

বিনু অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। এমন অদ্ভুত কথা সে শোনেনি কখনো। সে হারাবে কেন ? সেতো তার বাড়ি চেনে।

শান্ত ছবিটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। হাসল।

‘আচ্ছা, বিনু। এটা রাখ। খুঁজে বের করে দেব। তুমি বাসায় যাও। কোন চিন্তা কোর না।’

‘কখন খুঁজে দেবে ?’ অধীর হয়ে প্রশ্ন করল বিনু।

‘উঁ, এইযে একটা কাজ করছি। এই কাজটা শেষ হলে খুঁজতে যাব। ঠিক আছে ?’

‘হ্যাঁ।’

বোঝা গেলনা সে কতটা নিশ্চয়তা পেয়েছে, তবে আর কথা বাড়াল না। একটু থেমে ফিরতে শুরু করল। ঘুরে আসে- আসে- হেঁটে ঘরের বাইরে গেল। বারান্দা থেকে নেমে গেটের কাছে থেমে আবার তাকাল। শান্ত কমল দুজনেই তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে দুজনকেই দেখল। তারপর বাইরে চলে গেল।

‘দেখতো কোন বাড়ি ?’ কমলকে বলল শান্ত।

‘আমি চিনি।’ কমল জানাল।

তারপরও কমল গেটের কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। দেখল মেয়েটি তাদের বাড়িতে ঢুকল। কমল গেট বন্ধ করে ঘরে ফিরল।

‘কিভাবে খুঁজবে ?’ শান্তর কাছাকাছি বসল সে।

এমন কেস গোয়েন্দার হাতে আসেনি আগে।

শান্ত কাজ শেষ করে কম্পিউটার বন্ধ করার কমান্ড দিল। কমলের দিকে ফিরল।

‘জানি না। কুকুরটা দেখলে চিনতে পারবি ?’

কমল বলল, ‘বাম চোখের কাছে কালো দাগ আছে একটু। সাধারনত এগুলো পুরো সাদা হয়। মনে হয় স্কাই টেরিয়ার।’

‘হুঁ, তৈরী হয়ে নে, থানায় যাব। ওসমান দারোগা ডেকেছে ।’

‘কোন কেস ?’

‘বলল খুনের কেস। সেই মহিলার খুন মনে হয়।’

‘সেই ধনী মহিলা ?’

‘মনে হয়।’

কমল ভেতরে গেল। অন্য জামা গায়ে দিয়ে জুতা হাতে ফিরে সোফায় বসে জুতা পায়ে দিতে লাগল। শান্তর দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল, 'দুদিন তো পার হয়ে গেছে সেই খুনের। এদুদিনে খোঁজ পরেনি, এখন খোঁজ কেন ? এখন কি কাজ ?'

শান্ত বলল, 'ঠিক জানি না। কিছু একটা কারন আছে নিশ্চয়ই। তোর মনে আছে ঘটনাটা ?'

'হ্যাঁ।'

কমল অবশ্যই এধরনের ঘটনা পড়লে মনে রাখে। শান্তকে না জানিয়েই একটা নোটবুক করেছে, সেখানে কিছুকিছু নোট করেও রাখে। কখন কোন তদনে- কি কাজে আসবে বলা তো যায় না।

শান্ত আর কথা না বলে দেয়াল ঘড়ি দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। কমল জুতা পায়ে তৈরী।

'খুনের যায়গায় যাবে ?' জিজ্ঞেস করল কমল।

'তাই তো মনে হল। বলেছে সাথে করে এক যায়গায় নিয়ে যাবে।' জানাল শান্ত।

'চল তাহলে।'

শান্ত উঠল। মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় বের হল ওরা। অন্য কোনদিকে না গিয়ে সোজা থানায় এসে ভেতরে ঢুকল। তারপর নিয়মমাফিক ওসমানের টেবিলের সামনে। ওদের মত ওসমানও বেশ চায়ের ভক্ত। যেতেই চা দিতে বলল।

'আপনি কতটুকু জানেন এ সম্পর্কে।' ওসমান জানতে চাইল শান্তর কাছে।

ঘটনা ঘটার দুদিন পর ডেকেছে শান্তকে, সেটা যেন শান্তর ওপরই চাপানোর চেষ্টা করল। শান্ত গুরুত্ব দিল না তাতে। বলল, 'তিনটা খবরের কাগজ থেকে যতটুকু জানা যায়। ভদ্রলোক ঢাকার বাইরে। ভদ্রমহিলাকে তার বেডরুমে গুলি করা হয়েছে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হয়েছে পুলিশকে। গুলি করা হয়েছে জানালার বাইরে থেকে। এরকমই তো লিখেছে।'

ওসমান বলল, 'বিষয়টা সম্ভবত তাই।'

বলে একটু ভাবল সে। তারপর যোগ করল, 'শুধু এই কথাগুলো লিখে চার্জসিট তৈরী করা যায় না। আমাকে সেটা করতে হবে। এখন পর্যন্ত সন্দেহ করার মত কারো নাম পাইনি। বাড়িঅলা, প্রতিবেশী যার সাথে কথা বলেছি সবাই বলছে ভদ্র মহিলার কোন শত্রু থাকা সম্ভব না। খুব ভালমানুষ ছিলেন। নম্র, ভদ্র ছিলেন। ঘরের বাইরে যেতেন না। ভদ্রমহিলার স্বামী ফিরেছেন আজ সকালে, তার সাথে কথা বলতে যাব। ভাবলাম আপনাকে জানাই- আপনার যখন আগ্রহ রয়েছে এসব বিষয়ে।'

এবারে একটু ঘুরিয়ে শান্তর সাহায্য চাইল ওসমান। তাকে আস্বস- করল শান্ত, 'বেশ। খবরটা দেখে আমারও কিছুটা অদ্ভুত মনে হয়েছে।'

একজন পুলিশ এসে টেবিলে চা দিয়ে চলে গেল। সাথে একটা পিরিচে কয়েকটা বিস্কুট। কমল সবসময়ই চায়ের সাথে বিস্কুটের বিষয়টা লক্ষ্য করেছে। যদিও কোনদিনই সে নিজে বিস্কুট খায়নি কিংবা শান্তকে খেতে দেখেনি।

'একটু প্রাথমিক আলাপ করে নিলে ভাল হত না ?' চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কথা শুরু করল শান্ত। এবার তার জানার পালা।

‘হ্যাঁ।’

শান্ত বলল, ‘খুনের বিষয়টা কখন জানা গেল, কে জানাল ?’

ওসমান একটু ভাবল। মনেমনে যাচাই করে নিল বোধহয় তথ্যগুলো। তারপর বলল, ‘ভদ্রমহিলা বাড়িতে একা ছিলেন। স্বামী সেদিনই দুপুরে চট্টগ্রাম গেছেন। পেশা ঠিকাদারী। গ্রীনরোডে অফিস। রাতে কোন একসময় গুলি করেছে কেউ বাইরে থেকে। বেডরুমের পাশেই একটা বাড়ির কনষ্ট্রাকশন চলছে, আপাতত কাজ বন্ধ। মনে হয় সেখান থেকে। জানালার কাঁচ ভেঙে গুলি ঢুকেছে ঘরে।’

শান্ত প্রশ্ন করল, ‘গুলিটা পাওয়া গেছে ?’

ওসমান বলল, ‘হ্যাঁ, শরীরের ভেতরে ছিল।’

শান্ত প্রশ্ন করল, ‘কি অস্ত্র।’

‘মানে ?’ অবাক হল ওসমান।

শান্ত ব্যাখ্যা করল তার প্রশ্ন, ‘মানে পিস-ল না রিভলভার না রাইফেল ?’

ওসমান বলল, ‘পিস-ল মনে হয়। বুকে লেগেছে।’

শান্ত বলল, ‘হুঁ, লাশ প্রথম দেখেছে কে ?’

ওসমান বলল, ‘সকালে কাজের বুয়া এসে ডাকাডাকি করে। দরজা না খোলায় সে ঘুরে চলে যায়, আবার দুপুরে আসে। তখনও কেউ দরজা না খোলায় ও চেঁচামেচি করে। আশেপাশের লোকজন জড় হয়, থানায় ফোন করে। আমরা তালা ভেঙে ঢুকেছি।’

শান্ত বলল, ‘এর আগে কেউ জানেনি, গুলির শব্দ পায়নি।’

ওসমান বলল, ‘তাই তো বলছে। এটা অবশ্য স্বাভাবিক ঘটনা। পুলিশের কাছে কেউ মুখ খুলতে চায় না।’

শান্ত বলল, ’দরজা ভেঙে ঢুকতে হয়েছে বললেন। বাইরের দরজা না ঘরের দরজা ?’

ওসমান বলল, ‘বাইরের দরজা। ডোরলক। ঘরের দরজা খোলাই ছিল।’

শান্ত বলল, ‘ডোরলকের একটা চাবি বাড়িঅলার কাছে থাকার কথা।’

ওসমান বলল, ‘বাড়িঅলা বলল সবগুলো চাবিই ভাড়াটের কাছে। অন্য তালার ব্যবস্থা নেই বলে ওরা চাবি রাখে না। ওরাই বলল ভেঙে ফেলতে।’

‘হুঁ, বাড়িঅলার তালা না ভেঙে বরং চাবিঅলা ডেকে আনা বোধহয় স্বাভাবিক ছিল।’ চিনি-তভাবে বলল শান্ত।

ওসমান অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল শান্তর দিকে। এজন্যই তো গোয়েন্দাকে ডাকা। এতসব চিন্তা করার সময় কোথায় পুলিশের ? দেশে পুলিশের চেয়ে অপরাধীর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি।

‘আপনি কি ব্যাখ্যা দেখছেন এই খুনের ?’ জানতে চাইল শান্ত।

ওসমান বলল, ‘কিছুই না। আমাদের প্রথমে চুরি ডাকাতির কথা মনে হয়, তারপর শত্রুতা। দুটোর কোনটার পক্ষেই যুক্তি পাচ্ছি না। চুরির সম্ভাবনা নেই কারন কেউ ঘরে ঢোকেনি। আর

ভদ্রমহিলার সাথে শত্রুতা থাকতে পারে এমন কারো সাক্ষাত পাচ্ছি না। প্রতিবেশী সকলেই তার প্রসংশা করেছেন। উনি অসুস্থ ছিলেন, বাইরে বেরতেন না খুব একটা।'

'হুঁ, ঘরটা কি অবস্থায় আছে ?'

ওসমান বলল, 'তালাবন্ধ। আমরা ঢুকতে না দিলে কেউ ঢুকবে না। আগে কি অবস্থায় ছিল যদি জানতে চান তাহলে এফআইআর দেখতে পারেন। আপনি একবার দেখতে আপত্তি করেছিলেন সেজন্য এখনই দেখাচ্ছি না। আগে যায়গাটা নিজে দেখুন তারপর দেখতে চাইলে দেখবেন। চলুন রওনা দেয়া যাক। আপনার মোটরসাইকেল এখানে থাক, আমরা গাড়িতে যাব। আর, একটা কথা-'

ইতস-ত করলেন তিনি । শান্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'বলুন।'

ওসমান তখনও কিছু না বলে ইতস-ত করছে দেখে প্রশ্ন করতে হল শান্তকে।

ওসমান বলল, 'আমার এটা সরকারী চাকরী। আমি কিন্তু প্রাইভেট ডিটেকটিভকে সাথে নিতে পারি না।'

'বুঝেছি, সাংবাদিক নিশ্চয়ই যেতে পারে ?'

ওসমান কমলের দিকে তাকিয়ে হাসল। কমলও হেঁসে উত্তর দিল। সকলে উঠল। বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে কমলকে লক্ষ্য করল ওসমান, তারপর শান্তর দিকে তাকাল।

'আপনার এসিষ্ট্যান্ট কিন্তু দারুন।'

নিজের এসিষ্ট্যান্টকে একবার ঘুরে দেখল শান্ত।

আধঘন্টা পর হাজী মোসলেম উদ্দিন রোডের সাত বাই তিন নম্বর বাড়ির ড্রইংরুমে সোফায় বসেছিল শান্ত, ওসমান, কমল এবং নিহত মহিলার স্বামী। বাড়িটা মুল রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। মুল রাস্তা থেকে সরু একটি রাস্তা বিশ-বাইশটি বাড়ি ঘুরে আবার মুল রাস্তায় ফিরেছে। এরই মাঝামাঝি যায়গায় ঘটনার বাড়ি। পুরো বাড়ি পাঁচতলা। ঘটনা চারতলার। দোতলা বাদ দিয়ে প্রতি তলায় সিঁড়ির দুপাশে দুটি করে পরিবার থাকে। দোতলার পুরোটায় থাকেন বাড়িঅলা।

নিহত ভদ্রমহিলার স্বামীর নাম রউফ। তার আর্থিক অবস্থা মাঝারি ধরনের, ধারনা করল কমল। ঘরের আসবাবপত্র কিছু সদ্য কেনা, বেশ দামী। আবার অনেক আগেই বাতিল করে দেয়া উচিত ছিল এমন পুরনো আসবাবও রয়েছে। মনে হচ্ছে সদ্য পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে।

রউফ মাঝবয়সী, মাথায় চুল কম। টাক বলা যায় না তবে চুল খুবই হাল্কা, মাথা দেখা যায়। বেশ মোটা, ফর্সা। স্ত্রী খুন হওয়ায় তাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে। আসে- আসে- কথা বলছেন।

কমলের মনে হল এটাই তার কথা বলার ধরন। সবসময়ই এভাবে আসে- আসে- কথা বলেন। এভাবে কথা বললে অনেক সময় তাদের মনোভাব বোঝা যায় না। রাগ, খুশি, বিরক্তি, হতাসা কোনকিছুই প্রকাশ পায় না কথায়।

ওসমান আলাপের নোট নিচ্ছে। হাঁটুর ওপর রাখা কাগজে কাঠের পেন্সিল দিয়ে লিখছে। একেবারে নিয়মমাফিক। নাম, ঠিকানা, বয়স এসব শুরুতেই লিখে নিল। সামনে উপসি'ত থেকেও এই কথাগুলো এককান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিল কমল। এখানে নতুন কিছু নেই, শুধুই রেকর্ড রাখা।

তারপর বর্তমানের আলাপে আসতেই সে মনোযোগ দিল।

'এখানে পৌছালেন কখন ?' জানতে চাইল ওসমান।

রউফ বললেন, 'ঘন্টাদুয়েক হবে।'

'খুব ভোরে রওনা দিয়েছেন বোধহয় ?' এবারে প্রশ্ন করল শান্ত।

তিনি বললেন, 'সাড়ে ছ'টা।'

শান্ত জানতে চাইল, 'আপনি কখন জানতে পেলেন ?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন শান্তর দিকে। তারপর ওসমানের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ওসমান এমনভাবে শান্তর দিকে তাকাল যে তাতেই তিনি তাকে ওসমানের তদনে-র সঙ্গি বলে ধরে নিলেন। সাংবাদিক পরিচয় দেয়ার কথা থাকলেও পরিচয়ের প্রশ্ন ওঠেনি।

তিনি সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি ওখানে হোটেলে উঠেছিলাম। ওখানেই ফোন করে থানা থেকে। গতরাতে দশটার দিকে। রাতেই আসতে চেয়েছিলাম, সাথেসাথে বাসে টিকিটের ব্যবস্থা করতে পারিনি বলে সকালে রওনা দিতে হয়েছে।'

একটু যেন অবাকই হল শান্ত। বলল, 'তারমানে আপনি জেনেছেন খুন হওয়ার প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা পরে।'

'ওনাকে ট্রেস করতে বেশ সময় লেগেছে।' ব্যাখ্যা করল ওসমান, 'অফিস বন্ধ ছিল এই দুদিন। ঠিকানা খুঁজে অফিসের একজনকে বের করে হোটেলের কথা জানতে পেরেছি। তারপর সেখানে ফোন করা হয়েছে।'

'খবরটা বড় ধরনের শিরোনামে ছাপা হয়েছে সবগুলো খবরের কাগজে, টিভিতেও প্রচার করেছে। এগুলো কোনটাই আপনার নজরে পড়েনি ?' শান্ত অবাক ভাবটা সামলে নিয়েছে ততক্ষনে।

তিনি বললেন, 'না, ওখানে আমি খুব ব্যস- ছিলাম সবসময়। খবরের কাগজ দেখার সময় হয়নি। আর টিভি দেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না রুমে।'

মুহূর্তের জন্য শান্তর ভ্রু কোঁচকাতে দেখল কমল।

এই লোক যা বলেছে সেটা যুক্তিসঙ্গত, মনেমনে বলল সে। নিশ্চয়ই জরুরী কাজে গিয়েছিল সেখানে। তাছাড়া অনেকেই নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে না, টিভির খবর দেখে না।

'প্রতিবেশীদের সাথে আপনার স্ত্রীর খুব ভাল সম্পর্ক ছিল জানা যাচ্ছে।' শান্ত অন্যদিকে এগোতে চেষ্টা করল।

তিনি বললেন, 'ও অসুস্থ ছিল। বাড়ির বাইরে যেত না। আর ওর স্বভাবও খুব নম্র। কোনধরনের ঝামেলা পছন্দ করত না।'

'বাড়ির কাজকর্ম কে করে ?'

‘পারমানেন্ট কেউ নেই। একজন ঠিকে ঝি আছে, সকাল-বিকেল এসে কাজ করে যায়।’

‘আপনাদের বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কে কে রয়েছেন ? উনি যখন বাইরে যেতেন না তখন কেনাকাটা কিংবা অন্যান্য কাজ নিশ্চয়ই কাউকে করে দিতে হত।’

তিনি বললেন, ‘সাধারনভাবে আমি নিজেই সব কেনাকাটা করি। সবসময়ই যথেষ্ট পরিমান জিনিষ ঘরে কেনা থাকে। খুব জরুরী প্রয়োজন হলে বুয়াকে দিয়ে কিনিয়ে নেয়।’

‘তারমানে বাইরের অন্য কেউ তেমন আসে না?’ আবারো জিজ্ঞেস করল শান্ত।

তিনি বললেন, ‘না।’

সরাসরি সে সম্ভাবনা বাতিল করে দিলেন তিনি।

শান্ত একটু সময় নিয়ে চিন্তা করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘এমন কারো কথা কি মনে পড়ছে, যার সাথে তার শত্রুতা থাকতে পারে। মানে, খুন করার অন্য কোন কারন যখন পাওয়া যাচ্ছে না।’

বেশ সময় নিলেন রউফ এবার উত্তর দিতে। মাথা নিচু করে ভাবলেন। তারপর আগের ভঙ্গিতে থেমে থেমে কথা বলতে শুরু করলেন।

বললেন, ‘আমি জানি না। আমাকে খুব ব্যস- থাকতে হয়। আমি যতদুর জানি গত কয়েক মাসে একজনের সাথেই ওর কথা হয়েছে। ওর দুর সম্পর্কের ক্যামন ভাই। পাশের বিল্ডিং-এর কনষ্ট্রাকশন সুপারভাইজ করছিল। ওকে শত্রুবলা যায় কি-না জানি না।’

‘পাশের বিল্ডিং মানে, যেখান থেকে গুলি করা হয়েছে ?’ হঠাৎই যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল ওসমান।

‘হ্যাঁ।’

‘নাম এবং ঠিকানা।’ নড়েচড়ে বসল ওসমান।

শান্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রউফের দিকে। কমল লক্ষ্য করছে সেটা। ওর কথা বলার প্রতিটি ভঙ্গি যেন মুখস- করছে।

কমল নিজে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পেল না। এখনও তেমনি শান্তভাবে, থেমে থেমে নিচু গলায় কথা বলা।

তিনি বললেন, ‘নাম আব্দুল জলিল, বর্তমান ঠিকানা জানি না। শানি-বাগে কোন একটা মেসে থাকে। এখন মনে হয় সবুজবাগে কোন একটা এপার্টমেন্টের কাজ দেখাশোনা করছে। মিরন রিয়েল এষ্টেট, মতিঝিল অফিস।’

‘আচ্ছা, তার সাথে সম্পর্ক কেমন ?’ ওসমানের প্রশ্ন।

তার নিহত স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করছে, ভাবল কমল।

তিনি বললেন, ‘খুব দুরসম্পর্কের আতী্বয়তা, সেদিক থেকে উল্লেখ করার মত কিছু না। একই কলেজে পড়ত, সে হিসেবে জানাশোনা ছিল। এ বাড়িতেও এসেছে বেশ কয়েকবার। এখানে যখন কাজ চলছিল তখন মাঝে মাঝে দুপুরে এখানে খেত।’

একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, 'একবার কি নিয়ে যেন মনোমালিন্যের কথা শুনেছিলাম, তখন থেকে আর আসে না। আমি এসব খুব একটা দেখার সময় পাই না। নিজের কাজ নিয়ে সবসময় ব্যস- থাকতে হয়।'

ওসমান শান্তর দিকে তাকিয়ে একদিকের ভ্রু উচু করল। শান্ত খুব উৎসাহ দেখাল না তাতে। কমলের দিকে একবার তাকাল, তারপর ভেতরের দিকে।

এখনও যে ঘরে খুন হয়েছে সে ঘর দেখা হয়নি। বোঝা যাচ্ছে ঘরটা দেখতে চায় সে। ওঠার ভঙ্গি করল।

'খুনের যায়গাটা একটু দেখব।' ওসমানের দিকে চেয়ে সরাসরি বলল শান্ত।

'অবশ্যই।'

বেশ হাসিখুশি এখন ওসমান। উঠে একজন পুলিশের দিকে ইঙ্গিত করল সে। লোকটি কোমরে আটকানো চাবি নিয়ে এগোল। রউফ সামনে, ওসমান, কমল এবং শান্ত তার পিছনে রওনা হল বেডরুমের দিকে। ঘরটা এখনো পুলিশের জিম্মায়। বাড়িঅলা ফেরত এলেও তাকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়নি।

ওসমান শান্তর কনুইয়ে খোঁচা মারল। সত্যিই উত্তেজিত সে। শান্ত মুচকি হেঁসে মাথা নাড়ল।

বেডরুমের দরজাটা তালা দেয়া। দুটি লোহার গোল বালার সাথে তালা। চাবিঅলা পুলিশ তালা খুলে দিল। সরে গেল পিছনে। দরজা খোলার পর প্রথমে ওসমান তার পিছনে শান্ত এবং রউফ, তার পিছনে কমল ঢুকল।

ভদ্রমহিলা সবকিছু গুছিয়ে রাখতেন। ঘরের জিনিষপত্র ব্যবহার করার সময় যেমন থাকে তেমনই সাজানো রয়েছে। একদিকে দেয়ালের কাছে বিছানা, একদিকে ড্রেসিং টেবিল, সামনে টুল, দুটি চেয়ার, একটি শোকেস এবং আলনা এবং অন্যান্য সাধারন জিনিষপত্র। যেন ঘরের মালিক কোথাও গেছে, এখনই আবার ফিরে আসবে। দ্রুত একপলক দেখে নিল কমল। তারপর সকলের দিকে দেখল।

রউফ ঘরে ঢুকে দরজার কাছেই এক যায়গায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের কোনদিকে দেখেনি।

একটু অবাক হল কমল।

কেন ? ও নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল। অবাক হওয়ার কি আছে ? এটাই তো হওয়ার কথা।

কিন্তু তাই কি ?

এই প্রথমবার ঢুকছে সে খুন হওয়ার পর। তার স্ত্রী খুন হয়েছে এই ঘরে। তারমধ্যে কিছুটা আবেগ থাকা উচিত ছিল। চারিদিক দ্রুত দেখে নেয়া উচিত ছিল। সেটা না দেখেই তার অবাক হওয়া।

সব মানুষ একরকম হয় না, নিজেকেই বুঝাল কমল। কোন কোন মানুষ একেবারে শান্ত স্বভাবের। কোনরকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে না। এই লোক সেই ধরনের। এর চলাফেরা, কথাবলার ধরন সবকিছুর সাথে মানানসই।

সে ঘরের জিনিষপত্র দেখতে শুরু করল মনোযোগ দিয়ে। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু দেখল ড্রেসিং টেবিলের ওপর টুথপেষ্টের টিউব খোলা। প্রসাধনীর অনেকগুলো ছোটবড় শিশিবোতল থাকলেও দুর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন সেগুলি খোলা হয়নি। সুন্দরভাবে সাইজ অনুযায়ী সাজানো। পরিস্কার ধুলো জমে রয়েছে ওপরে।

কি বোঝা যায় এ থেকে ? নিজেকেই প্রশ্ন করল কমল।

এই ঘরে যিনি ছিলেন তিনি ওগুলো ব্যবহার করতেন না ? সবাই বলছে তিনি বাইরে যেতেন না, সেক্ষেত্রে সেটা হতেই পারে।

টুথপেষ্টের টিউব খোলা থাকার অর্থ তিনি সেটা ব্যবহার করেছিলেন। সম্ভবত খুন হওয়ার কিছুক্ষন আগে। অথবা খুন হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে-বন্ধ করার সময় পাননি। সেজন্যই বন্ধ করা হয়নি।

সেক্ষেত্রে টুথব্রাস থাকা উচিত ছিল ধারেকাছেই। নেই কেন ?

কোন সময়ের ঘটনা সেটা ? নিশ্চয়ই মাঝরাতের না। হয়ত শোবার আগের ঘটনা। তারমানে নয়টা, কিংবা দশটা কিংবা এগারটা।

ওসমান জানালার দিকে এগিয়ে গেল। জানালার পর্দা সরিয়ে ধরে শান্তর দিকে ঘুরল।

'এই যে, এদিক দিয়ে গুলি করা হয়েছে।' শান্তকে দেখাল সে।

শান্ত এগিয়ে গেল দেখতে। জানালার নিচের দিকে একটি কাঁচের ভেতর দিয়ে গুলি যাওয়ার ফুটো দেখা যাচ্ছে। তাকে ঘিরে চারিদিকে লম্বালম্বা ফাটল। শান্ত সেখানে দাঁড়িয়ে গুলির পথ অনুসরন করে ভেতরের দিকে তাকাল।

কোথায় দাঁড়ালে গুলি লাগবে ভাবছে সে, ভাবল কমল। শান্ত ঠিক সেই প্রশ্নটাই করল, 'লাশটা কোথায় ছিল ?'

'এইখানে।' ওসমান হাত দিয়ে বিছানার কাছে মেঝেটা দেখাল, 'কার্পেট ছিল, ওটা পরীক্ষার জন্য নেয়া হয়েছে। রক্ত লেগে ছিল।'

'অন্য কিছু ?'

'আর কিছুতে হাত দেয়া হয়নি। ঘরটাও তখন থেকেই আমাদের জিম্মায়। অন্য কেউ ঢোকেনি।'

ওসমানের মুখ হাসিখুসি। গোয়েন্দা এবং পুলিশের সম্পর্ক সকলেরই জানা। গোয়েন্দারা সবসময়ই পুলিশকে গাধা মনে করে। এবার আর সেটা হচ্ছে না, যেন মনে মনে সেটাই বলছে ওসমান। এবার আমিই টেক্কা দেব।

শান্ত জানালার আশেপাশের যায়গা ভাল করে দেখল। কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর জানালাটা খুলে দিল। ঠিক পাশেই একটি বাড়ি তৈরী হচ্ছে। ঢালাইএর কাজ হয়ে গেছে, দেয়াল তৈরী হয়েছে বুক সমান উচু। কোন কারনে এখন কাজ বন্ধ। জানালার গ্রীলে মাথা ঠেকিয়ে বাইরে নিচের দিকে দেখার চেষ্টা করল। কমলের দিকে তাকাল।

এর অর্থ কমল জানে। তাকেও দেখতে হবে। পরে বলতে হবে কি দেখেছে। কমল এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে এবং ভেতরে ভালভাবে দেখল। জানালার পর্দাটা টেনে

ধরে দেখল সেখানে এক যায়গায় গুলির ফুটো। সেটাতে আঙুল ঢুকিয়ে শান্তকে দেখাল। দেখে লাইটের দিকে তাকাল শান্ত।

'আলোটা কি জ্বালানো ছিল ?' জানতে চাইল ওসমানের কাছে।

ওসমান একটু সময় নিল সেটা মনে করতে। তারপর 'না' বলল।

শান্ত বলল, 'হুঁ।'

এর অর্থও কমল জানে। রউফের দিকে ফিরল শান্ত।

'কিছু মনে করবেন না- ওনার হাইট কত ছিল ?'

'পাঁচ ফিট-চার।'

'গুলিটা কোথায় লেগেছে যেন ?' এবারে ওসমানকে করল প্রশ্নটা।

'বুকে, হার্টের ওপর।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা দেখছিল কমল। আলাপ শুনে একটু যেন সরে গেল। যেখানে লাশ পাওয়া গেছে সেখানে দাঁড়াল। তাকাল জানালার দিকে। ট্রাজেকটরি, মানে গতিপথ। মনে মনে আওড়াল সে। ওই ফুটো দিয়ে এসে বুকে লেগেছে। পাঁচ ফুট চার, মানে প্রায় তার সমান লম্বা।

'আচ্ছা, কিছু চুরি যায়নি বলছেন ?' প্রশ্ন করল শান্ত।

'কেউ যদি ঘরে না ঢোকে তাহলে চুরি করবে কিভাবে-' এবারে যেন বিরক্তই হল ওসমান। যেন বলতে চাইল, এ কি অভ্যেস রে বাবা। সহজ বিষয়কে ঘোরালো করা।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শান্ত। কি কি জিনিষ রয়েছে দেখল। কমলের আরেকবার মনে হল খোলা টুথপেষ্ট আর অন্য সবকিছুর ওপর জমে থাকা ধুলোর কথা। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে।

শান্ত চারিদিকে আরেক পলক চোখ বুলাল। সাথেসাথে কমলও। এবারে পায়ে দেয়া স্যান্ডেল চোখে পড়ল কমলের। একেবারে ছোট্ট, লাল রঙের নক্সা করা। দেখে মনে হচ্ছে ছোটমানুষের। তারমানে ভদ্রমহিলার পা একেবারেই ছোট।

শান্ত ততক্ষনে দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকেছে। মিনিট দুয়েক পর বের হল সেখান থেকে। কি দেখল জানতে পেল না কমল। সাথে সাথেই তার মনে হল টুথব্রাশটা হয়ত রয়েছে সেখানে।

কমল প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকাল তার দিকে। শান্ত লক্ষ্য করল সেটা। আরেকবার ঘরের চারিদিকে নজর বুলাল সে। তারপর ওসমানের দিকে ঘুরল।

'হুঁ, ঠিক আছে। চলুন যাওয়া যাক।' বলল শান্ত।

চলে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে থামল শান্ত। দাড়িয়ে ঘুরে আরেকবার ঘরের চারিদিকে দেখল।

কিছু একটা মেলাবার চেষ্টা করছে, ভাবল কমল। সে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। তারপর বের হল সকলে। শান্ত ইঙ্গিতে বুঝাল এখানকার কাজ শেষ। ওসমান ইঙ্গিত করল চাবিঅলা পুলিশকে। সে এসে তালা লাগাতে শুরু করল।

এখনও ঘরটা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে না মালিককে।

ড্রইংরুমে ফিরল ওরা। শান্ত বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল। দরজাটা সামান্য খোলা। সেদিক দিয়ে সামনের বাড়ির দরজা দেখা যায়। কমল এসেই দেখেছে তালা ঝুলছে সেখানে।

'ওই বাড়িতে কে থাকেন ?'

রউফ অপলক তাকিয়ে থাকলেন শান্তর দিকে। কোন উত্তর দেয়া যেন প্রয়োজন মনে করলেন না।

ওসমান বলল, 'এক দম্পতি। ওনারা সপ্তাহখানেক ধরে বাইরে আছেন। একজন আত্মিয় রাতে বাড়িতে থাকে।'

শান্ত বলল, 'তারসাথে কথা বলেছেন ?'

ওসমান বলল, 'বলেছি। সন্দেজনক কিছু মনে হয়নি। উনি সকালে বাইরে যান রাতে ফেরেন এটা নিশ্চিত। ওনাকে বলা আছে না জানিয়ে ঢাকার বাইরে যাবেন না।'

'ঘটনার সময় উনি কোথায় ছিলেন? খুনের সময় ?'

'বাড়িতে। খুন হয়েছে আনুমানিক দশটার কিছুটা আগেপরে, উনি ফিরেছেন আটটায়। বলেছেন কিছুক্ষন টিভি দেখে ঘুমিয়েছেন। খুব ভোরে উঠে কাজে যেতে হয়।'

'ও।'

চিনি-তভাবে বলল শান্ত। বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা তার হিসেবে মিলছে না। একেবারে গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। ভ্রু কুঁচকে রয়েছে। কমলের দিকেও তাকাচ্ছে না।

ওসমান বোধহয় ধরেই নিয়েছে খুনীর পরিচয় জেনে গেছে সে। পাশের বিল্ডিংয়ে কাজ করত যে সে-ই খুনী।

'একটু থানায় যেতে হবে।' ওসমানকে জানাল শান্ত।

ওসমানকে খুশি খুশি দেখা গেল। হাতের খাতা খুলে চটাস করে বন্ধ করল আবার।

'এর পরের কাজ বোধহয় আমরাই করতে পারব।' হাসিমুখে জানাল সে।

'অবশ্যই, কিন্তু আমার মোটরসাইকেল তো নিতে হবে। ওটা থানায় আছে।' অবাক হওয়ার ভান করল শান্ত।

'চলুন, রওনা দিচ্ছি। আপনি চিন্তা করবেন না রউফ সাহেব। একটা কিছু সমাধান তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসেও বাড়িতে গেল না শান্ত। মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে লেকের কাছে এসে থামল। লেকের ধারে এই যায়গাটা ওদের দুজনেরই পছন্দ। হাতে সময় থাকলে চেষ্টা করে কিছুটা সময় কাটাতে। দুপুরের দিকে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আসে বেড়াতে। যায়গাটা দখল হয়ে যায়। অন্য কেউ আগেই দখল করে না রাখলে ওরা বসে থাকে কিছুক্ষন। বড়বড় কয়েকটা গাছ, সিমেন্টের বসার যায়গা, সামনে ভরাপানির লেক। সবসময় হাওয়া বইছে।

গাড়িচলা রাস্তা থেকে এখানকার দুরত্ব অনেকখানি। ফলে রাস্তার হৈচৈ এখানে পৌছে না। অবশ্য মাঝেমাঝে সেটা পুরন করে বিকট শব্দ করে যাওয়া গাড়ি বা মোটরসাইকেল। কমল শুনেছে এরা ইচ্ছে করে শব্দ করার জন্য সাইলেন্সার খুলে রাখে।

না করে করবেই বা কি ? এত টাকার গাড়ি-মোটরসাইকেল কিনে যদি অন্যদের দেখানোই না গেল তাহলে মজা কোথায় ? এতদিন শুধু গাড়িই ছিল, ইদানিং মোটরসাইকেলের প্রসার বাড়ছে।

আজ যায়গাটা আগেই দখল হয়ে গেছে। একটু দুরে আরেক যায়গায় মোটরসাইকেল থামাল শান্ত। এখন একটু ফাঁকা যায়গায় থাকা দরকার। চিন্তা করা দরকার। চিন্তা করতে হলে যতটা সম্ভব লোকজন, কোলাহল থেকে দুরে থাকতে হয়, জানে কমল। শব্দ চিন্তার সবচেয়ে বড় শত্রু

ষ্টান্ড করা সাইকেলে বসে আছে শান্ত। কোন কথাই বলছে না। কমল দাঁড়িয়ে থাকল কাছেই। লেকের দিকে তাকিয়ে থাকল। লেকের পানিতে ছোট ছোট ঢেউয়ের মত দেখা যাচ্ছে। বাতাসের কারসাজি। নক্সা তৈরী করছে পানি দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ছবি।

কমল কয়েকপা হাঁটল একা একাই। একটা গাছের পাতা ছিড়ে পানিতে ফেলল। পালতোলা নৌকার মত সেটা ভাসতে ভাসতে চলে গেল দুরে। শান্তর দিকে ঘুরল আবার। ফেরত আসতে শুরু করল।

শান্ত চুপ করেই আছে। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঢেউয়ের দিকে।

নিশ্চয়ই আজকের ঘটনা মেলাচ্ছে মনে মনে। ওসমান তাকে ডেকে নিয়ে গেল পরামর্শের জন্য। তারপর রউফের কথা শুনেই জলিলকে খুনি বলে ধরে নিল। বিষয়টা একেবারেই পছন্দ করেনি বোঝা যাচ্ছে। মাঝেমাঝে ওসমানকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়, মাঝেমাঝেই মনে হয় অন্য সাধারন পুলিশ থেকে কোন পার্থক্য নেই। যেমন এখন। জলিলকে ধরে তার নামে অভিযোগ আনবে। তারপর একসময় দেখা যাবে সে নির্দোষ। আসল খুনিকে তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চিন্তা করার কিছু না পেয়ে এইসব আবোলতাবোল কথা মনে আসছে কমলের। কথা বলতে ইচ্ছে করছে ওর।

'জলিল বেচারীকে ধরে খুব মার দেবে।' একসময় কথা না বলে আর পারলনা কমল।

শান্ত ঘুরে তাকাল তার দিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল।

'হুঁ, বেচারী বলছিস কেন ?' একসময় বলল সে।

যাক- বিরক্ত হয়নি। হাঁফ ছাড়ল কমলের। বলল, 'ও তো খুন করেনি।'

'তুই কি নিশ্চিত ?'

'না, কিন্তু খুন করা হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে। বাইরে থেকে না।'

'কি দেখে বুঝলি ?'

'তুমি যে হাইট জিজ্ঞেস করলে ? ওইখানে দাঁড়ালে আমার পায়ে গুলি লাগবে, বুকে লাগবে না। আর পর্দার ফুটো দিয়ে যদি আসে তাহলে ছাদে লাগবে।'

'আর ?'

'বাইরে থেকে গুলি করলে ভাঙা কাঁচের টুকরো ভেতরে পড়বে, ওগুলো পরেছে বাইরে, কার্নিসে। তারমানে ভেতর থেকে গুলি করেছে।'

'গুলি তো পাওয়া গেছে ওর শরীরের ভেতরে।'

'দুটা গুলি। একটা দিয়ে খুন করেছে, আরেকটা জানালায় মেরেছে।'

‘কেন ? জানালায় গুলি করতে যাবে কেন ?’

‘কাউকে ফাঁসানোর চেষ্টা। এক্ষেত্রে বেচারী জলিল।’

‘ভাল গোয়েন্দা হয়েছিস তো-।’ শান্ত হেঁসে ফেলল।

‘সেমি-গোয়েন্দা।’

কমলের মুখে হাসি নেই। কেউ প্রশংসা করলে হাসতে হয় না।

‘তাহলে চপল কেসটার একটা সমাধান কর। নাহলে বিনুর কাছে মুখ দেখাব কি করে।’

কমল চমকে উঠল। তাইতো। সে ভুলেই গিয়েছিল সেকথা। কুকুরটাকে খুঁজে বের করতে হবে। বিনুকে কথা দিয়েছে শান্ত।

কিন্তু, এটা আবার কেমন কেস! একটা হারানো কুকুরকে খুঁজবে কোথায় ?

‘ওরকম দেখতে একটা কিনে দাও।’ শেষপর্যন্ত এইই ভেবে বার করতে পারল সে।

‘ও মানবে ? আর যাই হোক নিজের কুকুর চিনতে ভুল করবে না।’

‘চলো দেখি, যদি ঠিক ওরকম পাওয়া যায়। তখন নাহয় একটা কিছু বলে বুঝ দেয়া যাবে।’

‘চল।’ বড় করে শ্বাস ফেলল শান্ত। যাওয়ার প্রস্তুতি নিল।

কমল এগিয়ে এসে মোটর সাইকেলে উঠল। কাঁটাবন নাকি গুলশান ? কোথায় যাওয়া ঠিক হবে? গুলশানের দিকেই গাড়ি ঘুরাল শান্ত। ওদিকেই দোকানগুলি বড় বড়।

পোষা পশুপাখির একটা দোকান দেখে তার সামনে মোটরসাইকেল থামাল শান্ত। পেট শপ। নামটা দেখে কমলের মনে পড়ল একটা ইংরেজি গানের দল আছে যার নাম পেট শপ বয়েজ। মানে কি ? ওদের নিশ্চয়ই পশুপাখির দোকান আছে ?

বাইকটা বাইরে পার্কিংএর যায়গায় রেখে ভেতরে ঢুকল দুজন। বেশ বড় দোকান, একদিকে খাঁচায় বিভিন্ন রকম পাখি রাখা। ঢুকেই কমল পাখির খাঁচার কাছে এগিয়ে পাখি দেখতে লাগল। কোথায় যেন পড়েছে কোনো বাড়িতে খাঁচায় পাখি থাকার অর্থ সেই বাড়িতে বুদ্ধিমান লোক থাকা বুঝায়। কথাটা পছন্দ হয়নি কমলের। পাখি খাঁচায় রাখতে হবে কেন ? গাছপালা থাকলে সেখানে এমনিই পাখি হাজির হয়। ওদের বাড়িতেই অনেক আছে।

খাঁচায় টিয়া, মুনিয়া, লাভবার্ড, ময়না ইত্যাদি পাখি। একযায়গায় ঘুঘু দেখে মজা পেল সে। আগে কখনো খাঁচায় ঘুঘু দেখেনি সে। এরপর রীতিমত চমকে উঠল আরেক খাঁচায় প্যাচা দেখে। লক্ষী প্যাচা। সাথেসাথেই হ্যারী পটারের কথা মনে হল কমলের। ভাল লক্ষন না মোটেই, মনেমনে বলল সে। এমনিতেই প্যাচা দেখা যায় না। এখন এদিকে নজর দিলে যেকয়টি আছে তাও নেই হয়ে যাবে।

পাখির খাঁচার পাশেই ছোট ছোট খাচায় খরগোস, গিনিপিগ, সাদা ইদুর, কুকুর ইত্যাদি। কোনার দিকে অনেকগুলি খালি এক্যুয়ারিয়াম রাখা। পাশেই বিভিন্ন জার এবং এক্যুয়ারিয়ামে রঙিন মাছ। গোল্ডফিস, এনজেল ফিস, গুপ্পি এগুলো চিনতে পারল কমল। নিশ্চিনে- ঘুরে বেড়াচ্ছে পানির মধ্যে। দেখে কমলের মনে হল মাছ কখনো মন খারাপ করেনা। সবসময়ই হাসিখুশি।

শান্ত নিচু হয়ে কুকুরগুলির দিকে তাকাল। ছোট সাদা কুকুর রয়েছে একাধিক কিন্তু' সেগুলি অন্য জাতের। বিনুর কুকুরের কাছাকাছি যা রয়েছে সেটা স্যাময়েড জাতের। এর মুখ লম্বাটে। অনেকটা শেয়ালের মত। কোনভাবেই বিনুর কুকুর বলে চালানো যাবে না।

কাউন্টারে একজন লোক ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আলাপ করছে দোকানীর সাথে।

ঘুরে ঘুরে খরগোস, গিনিপিগ, সাদা ইদুর ইত্যাদি দেখার পর কুকুরগুলো ভালকরে আরেকবার দেখে কাউন্টারের দিকে এগোল শান্ত। দোকানীকে বলে ওধরনের কুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে।

দুপা যেতেই থমকে দাঁড়াল সে। পেছন ফিরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে সে যেন চেনা। তাদের প্রতিবেশী কারো ড্রাইভার। একবার রাস্তার মাঝখানে এমনভাবে গাড়ি ঘুরাচ্ছিল যে একটু হলেই মোটরসাইকেলে ধাক্কা খেত।

আসে- আসে- একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল সে। তখন তাদের কথা শুনতে পেল এবং পুরো ঘটনা বুঝতেও সময় লাগল না। দোকানী এবং ড্রাইভারের মাঝখানে বিনুর কুকুরটা রাখা। সেটাই দরদাম করছে দুজন।

'আপনে ১০-১৫ হাজারে বেচবেন, আমারে তিন হাজার দ্যান। দিয়া যাইগ্যা।'

'না, দুহাজারের বেশী দিতে পারব না। না হলে অন্য দোকানে দেখতে পারেন।' দোকানী অনড়।

'একটু বাড়েন ওস্তাদ। আড়াই হাজারই দ্যান।'

'না, পোষায় না।'

'দ্যাহেন বস, খাঁটি জিনিষ-।'

'আমি কিনলে কত ?' হঠাৎ করেই শান্ত নাক গলাল ওদের কথায়।

ড্রাইভার ঘুরে তাকাল। সাথে সাথেই চোখ কপালে উঠল ওর। শান্তকে সে চেনে। একটু দুরে কমলও তখন এদিকে তাকিয়ে। সেও দেখেছে কুকুরটাকে। শান্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ড্রাইভারের চোখের দিকে।

'কি হল ? আমি কিনলে কত দাম ?'

দোকানী তার লাভ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখল যেন। সে তড়িঘড়ি করে কুকুরটাকে ধরল।

'না, না, আমার সাথে কথা হয়েছে, আমি কিনছি-।'

শান্ত চোখ সরু করে তাকাল তার দিকে। ড্রাইভার একটু একটু করে পেছাচ্ছে। সরে শান্তর নাগালের বাইরে এসে দৌড় দিল। কমলের পাশ দিয়ে যেতে হবে। কমল পা বাড়িয়ে ল্যাঙ মারল। মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে। কমল দ্রুত এসে লাথি মারল একটা বুকের পাশে। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল লোকটা।

দুচারজন লোক দ্রুত এগিয়ে এসেছে সেদিকে। 'কি হয়েছে' 'ব্যাপার কি' কথাগুলো তাদের মুখে।

‘চোর। কুকুর চোর। ওই কুকুরটা চুরি করে এনেছে।’ জানাল কমল। আরেকটা লাথি মারল সে। চোরের জন্য মায়া করে লাভ নেই।

একজন বয়স্ক লোক কুকুরের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সকলের আগে এগিয়ে এলেন এদিকে। এসে কলার টেনে ধরলেন লোকটার।

‘কদিন আগে আমার কুকুর চুরি হয়েছে। এই ব্যাটা চোর, আমার কুকুর কোথায়-এ্যা, বের কর আমার কুকুর- আজ তোর একদিন কি আমার একদিন-।’

তার হাতের লাঠি কতটা শক্ত পরীক্ষা হয়ে যাবে, বুঝল কমল। হওয়া উচিত। সে ঘুরল শান্তর দিকে।

পরিসি'তি খারাপ দেখে দোকানী অন্যদিকে ঘুরে কাজের ভান করছিল। শান্ত ‘এই-যে’ বলে তাকে ঘুরাল, তারপর হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। অনিচ্ছা সত্বেও এসে দাঁড়াল সে।

‘চোরাই জিনিষের ব্যবসা করেন কেন ?’

‘আমি কিভাবে জানব কোনটা চোরাই-’ সাফাই গাইতে চেষ্টা করল সে।

শান্ত ঠাস করে একটা চড় মারল তার গালে। লোকটার সব সাহস ফুরিয়ে গেল মুহুর্তে। কি লোক রে বাবা।

বামহাতে গাল ঘসতে ঘসতে ভয়ে ভয়ে দ্রুত হার স্বীকার করল সে। বলল, ‘আর হবে না স্যার, আর কোন দিন হবে না। আর এভাবে কিছু কিনব না।’

‘মনে থাকবে ?’

‘জ্বী স্যার, আর ভুল হবে না।’

‘পরেরবার আগে দাঁত ভাঙব তারপর জেলের ভাত খাওয়াব। ঠিক আছে? এটা নিয়ে গেলাম-।’

কুকুরটাকে কোলে নিয়ে রওনা হল শান্ত। দোকানী মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। অন্য লোকজনও তাকিয়ে। কয়েকজন এগিয়েও এসেছে। একটু এদিক-সেদিক হলে ওরাও ধোলাই দেবে।

চোরকে মারছে কেউ কেউ।

বাইরে এসে দাঁড়াল শান্ত। তার পিছনে কমল। ভেতর থেকে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। মোটর সাইকেলের কাছে এসে কুকুরটাকে কমলের হাতে দিল। কমলের বিস্ময় তখনো কাটেনি-

‘এটা ক্যামন হল ?’

‘একে বলে ঝড়ে বক পড়া।’ মোটর সাইকেলে উঠতে উঠতে বলল শান্ত।

‘একেবারে, পড়বি পড় মালীর ঘাড়ে-’

হেলমেট মাথায় চড়াল শান্ত। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে শান্তর পিছনে চড়ে বসল কমল। শান্ত গাড়ি ছাড়ল। সোজা বাড়ির দিকে।

ঝড়ে বক পরেই হোক আর যেভাবেই হোক অন্তত একটা রহস্যের সমাধান হল।

বিনুর কাছে চপলকে পৌছে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে দুজন। বারান্দার সামনে বাঁধানো যায়গায় পায়ের ওপর ফুটবল রাখার চেষ্টা করছে কমল। টোকা মেরে দেখছে কতবার রাখা যায়। বেকহ্যাম ফুটবল মাঠেই কতবার ওকাজ করে, সে পারবে না কেন ? সেও তো চেষ্টা করেই শিখেছে। একবার, দুবার, তিনবার, চেষ্টা করতে লাগল সেও।

বারান্দার সিঁড়িতে বসে আছে শান্ত।

কমল বুঝে গেছে তার মনোভাব। বিষয়টাকে বাদ দিতে পারছে না মন থেকে। আবার মেনে নিতেও পারছে না। ভুল পথে চলছে ওসমান। তাকে ডেকে নিয়ে গেছে পরামর্শের জন্য, তারপরই এক রহস্যজনক ইঙ্গিতে তার মনোভাব একেবারে পাল্টে গেছে। যেন অপরাধী ধরেই ফেলেছে সে।

একপাশে কিক লেগে বলটা ছুটে গেল গেটের দিকে। কমলকে দৌড়ে গিয়ে থামাতে হল। বলটা কুড়িয়ে ফেরত আসতে আসতে শান্তর দিকে তাকাল। তারপর বুকের কাছে ফুটবল ধরে সামনে এসে দাঁড়াল কমল। শান্ত তারদিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারল না।

কমল জিজ্ঞেস করল, 'এই কেসটা আর দেখবে না ?'

শান্ত আপনমনেই যেন উত্তর দিল, 'কি করে দেখব ? ওরা মনে হয় এতক্ষনে খুনী ধরে ফেলেছে।'

কমল ঠিকই ধরেছে। ওই কথাই ভাবছে।

সে বলল, 'ওখানে খোঁজ নিলে হত না ?'

'কোথায় ?'

'ওই যে, কোথায় যেন কাজ করছে জলিল ব্যাটা। সেইখানে-'

'পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষনে সে কাজ করেছে। তাছাড়া ও যদি থাকেও, ওর কাছে কি-ই বা পাওয়া যাবে ?"

'ওর কি খুন করার সম্ভাবনা একেবারেই নেই ?'

অবাক হয়ে কিছুক্ষন কমলকে দেখল শান্ত। কমল অপেক্ষা করছে।

শান্ত বুঝল তাকে পরিস্কারভাবে না বললে এই ধারনা নিয়েই থাকবে। আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সে গলা মোলায়েম করে বলল, 'ওকে খুনি মনে করার জোরালো কোন কারন কি আছে ? সে ভদ্রমহিলাকে চিনত, একসাথে পড়াশোনা করত, দুর সম্পর্কের আত্মিয়তা আছে, তাদের বাড়িতে যেত আর পাশের বাড়িতে কাজ দেখাশোনা করত। এরসাথে খুন করার বিষয় জড়াচ্ছে কিভাবে ? সে খুন করবে কেন ? আর তুই নিজেই তো বললি খুন পাশের বিল্ডিং থেকে করা হয়নি। ঘরের ভেতর থেকে গুলি করা হয়েছে।'

'এখনও কারন জানা যায়নি। কিন্তু তার সম্ভাবনাও তো আছে ? মানে যাদের যাদের খুন করার সুযোগ আছে সে তাদের একজন।'

'ঠিক। সম্ভাবনা আছে এটা ধরেই কাজ করতে হয়। যাদের নাম ঘটনার সাথে এসেছে তাদের যে কেউই খুনী হতে পারে, খুনের সহযোগী হতে পারে। নিজে খুন করতে পারে, খুনের

পরিকল্পনা করতে পারে, অন্যকে দিয়ে করাতে পারে, অন্য কোনভাবে জড়িত থাকতে পারে। এর সবগুলোই খুনের অপরাধ। বাড়িঅলা, প্রতিবেশী, কাজের বুয়া এরা প্রত্যেকে ঠিক কথা বলেছে কিনা সেটা যাচাই করা দরকার। বাড়িঅলার কাছে চাবি নেই কেন ? সে শুরুতেই তালা ভাঙার ব্যবস্থা করল কেন ? বুয়া দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করল কেন ? পাশের ঘরেই যে থাকে সে বাড়িতে ছিল, দুবার গুলি করা হলেও শব্দ শুনল না কেন ? এগুলো ভাবলে সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়। তবে, জেনেশুনে খুন করার কাজটা খুব কঠিন। যে কেউ খুন করতে পারে না।'

কমল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা খুন দেখেছে সে। খুন করা কঠিন বলছে কেন ? অনেক সামান্য কারনেই মানুষ খুন করে। অনেকেই মনে করে খুন করে ধরা পরবে না। কিংবা ধরা পরলেও টাকা থাকলে উতরে যাবে। ওই ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন এটা তো ঠিক ?

শান্ত যেন বুঝল ওর মনের কথা। তাকে বুঝাতে চেষ্টা করল। বলল, 'কেউ রেগে খুন করতে চায় সেটা এককথা, হঠাৎ রেগে কারো মাথায় বাড়ি দেয়ায় কেউ মরে যেতে পারে সেটাও এককথা, আর পরিকল্পনা করে খুন করা আরেক কথা। সবাই সেটা পারে না। আবার খুনের ধরনও বিভিন্ন রকম হয়। কেউ বিষ দিয়ে খুনের চেষ্টা করে, কেউ কোনরকম দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে, কেউ খুন করে সেটাকেই বাহাদুরি হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। এই খুনটা তারচেয়ে বেশি জটিল। অনেক বেশি পরিকল্পিত। যে খুন করেছে সে সব ধরনের আয়োজন রেখে খুন করেছে। জলিল সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাতে তার খুন করার তেমন কারন নেই। এমনকি তারসাথে মনোমালিন্যের কথাও কেউ বলেনি। খুন এমন কেউ করেছে যার বড় কোন উদ্দেশ্য আছে খুনের পিছনে।'

কমল বলল, 'শুধু ওই ভদ্রলোক তার নাম বলেছে। নাহলে জানাও যেত না।'

শান্ত বলল, 'ঠিক।'

কমল হাল ছাড়ল না। বলল, 'তাহলেও, একটু দেখে আসলে হত। অন্তত লোকটার চেহারা দেখলেও একটা ধারনা পাওয়া যেত। তাছাড়া সে যদি অপরাধী নাও হয়, কোন তথ্যও দিতে পারে।'

শান্ত বলল, 'ওই তো, যাওয়ার মানুষ এসে গেছে। ওকে নিয়ে যা-'

বাইরের দিকে ইঙ্গিত করল শান্ত। কমল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল গেটের বাইরে গাড়ি থামাচ্ছে লুবনা। থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

কমল আগেও লক্ষ্য করেছে লুবনার গাড়িতে কোন শব্দ হয় না। একেবারে গোয়েন্দার উপযোগী।

'যাব ?' অনুমতি নেয়ার জন্যই আবার জিজ্ঞেস করল কমল। আজ সারাদিনের ঘটনার কথা খুব সংক্ষেপে জানিয়েছে লুবনাকে। সম্ভবত আরো জানতেই এসেছে এখানে।

'যা। তাড়াতাড়ি ফিরিস, নয়তো ফোন করিশ। আমি বাড়িতেই আছি। মিরন রিয়েল এষ্টেট, মনে আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'ওদের কাছে সাইটের ঠিকানা পাবি।'

কমল বলল, 'আর শানি-বাগে কোন মেসে থাকে।'

শান্ত বলল, 'ওভাবে সরাসরি খোঁজ করতে যাস না। অফিসের লোকজন সন্দেহ করবে। তাছাড়া কোন কারন থাকলে গাঢাকা দেবে। তুই তো ওকে ধরতে যাচ্ছিস না।'

কমল মেনে নিল সেকথা। বলল, 'আচ্ছা, শুধু তথ্য জানা।'

গাড়ি থামিয়ে লুবনা সেখানেই বসে আছে। নামেনি। কমল তার দিকে তাকিয়ে জোরে 'আসছি' বলে দৌড়ে ঘরে ঢুকল। বল রেখে মুখে পানি ছিটিয়ে অন্য একটা টিসার্ট গায়ে দিতে দিতে বাইরে এসে গাড়িতে উঠল। কোন কথা না বলেই লুবনা গাড়ি ঘুরাল।

সাইটের ঠিকানা পেতে কোন সমস্যাই হল না। বাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ওরা প্রথমেই কাগজপত্র, বাড়ির নক্সা দেখাল। কি সাইজের ফ্লাট খুঁজছে জিজ্ঞেস করল, কত দামের ফ্লাট খুঁজছে সেটা জানতে চাইল। কোন এলাকায় হলে ভাল হয় তাও জানতে চাইল। বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন যায়গায় এদের ফ্লাট তৈরী হচ্ছে। একটা পছন্দ না হলে আরেকটা নিশ্চয়ই হবে।

লুবনা ওদেরকে বলল আগে সবুজবাগের যায়গা দেখবে, তারপর অন্যকথা। ওরা সাথে লোক দিতে চাইল। নিশ্চয়ই লুবনাকে দেখে ভেবেছে বড় কাষ্টমার। লুবনা নিষেধ করল আসতে। নিজেরাই দেখে নেবে। তারপরও একগোছা কাগজ ধরিয়ে দিল লুবনার হাতে। কমল দেখল অত্যন্ত দামী কাগজে যত্ন নিয়ে প্রিন্ট করা। নিশ্চয়ই বহু টাকা খরচ করেছে এর পিছনে। শুধুমাত্র বিক্রির সম্ভাবনার জন্য যখন এতটাকা খরচ করে তখন বোঝাই যায়, ব্যবসাটা লাভজনক।

যায়গাটা ওরা খুঁজে পেল সহজেই। এদিকটায় সব যায়গায় এখনো বাড়িঘর তৈরী হয়নি। একটা চা-সিগারেটের দোকানের পিছনে বিল্ডিংএর ছবি দেয়া বিশাল সাইনবোর্ড, সাথে দিকনির্দেশ করা। সেটা দেখেই এগিয়ে গেল ওরা। সম্ভবত নিচু এলাকা ছিল, মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে। ফাঁকা যায়গায় পাশাপাশি দুটি বাড়ি তৈরী হচ্ছে। দুটিই ছয় তলা। মুল ষ্ট্রাকচারটি তৈরী হয়ে গেছে, দেয়াল তৈরীর কাজ শুরু হয়নি। এখন কাজ বন্ধ। কেউ নেই।

বাড়ির সামনে কিছুটা ফাঁকা যায়গা। সমান করা হয়নি। একপাশে উচু করে ইট রাখা। উচু নিচু রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে এসে লুবনার গাড়ি থামল বাড়িদুটির সামনে। কমল কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি মারল বাড়ির দিকে।

'মনে হয় এটাই।'

বাড়ির সামনে নির্মাতার আরেকটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। ভুল হওয়ার কোন কারন নেই।

'কাউকে দেখা যাচ্ছে না।' বলল লুবনা।

গাড়ির ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল দুজন। আশেপাশে কোন লোকজন নেই। জলিল আগে যে বাড়ির কাজ করত সেটাও এতটুকু কাজের পর কাজবন্ধ রয়েছে, মনে পরল কমলের। কোন সম্পর্ক আছে কি এর সাথে ?

'এটারও মনে হয় কাজ বন্ধ।' বলল সে।

ঢালাই দেয়ার কাজ হয়ে গেলে বেশ কিছুদিন পানি দিয়ে রেখে দিতে হয়, জানে কমল। মনেহয় এই দুই বিল্ডিং এবং রউফের পাশের বাড়ির কাজ একসাথেই শুরু হয়েছে এবং একসাথেই এগোচ্ছে।

লুবনা নামল গাড়ি থেকে। দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকাল। তারপর চারিদিকে দেখল। কমল নামল আরেকদিক দিয়ে।

'ওখানে ওর নাম বলে জিজ্ঞেস করলে ভাল হত। কোথায় আছে জানা যেত।' শান্তর নিশেধ সত্বেও মন্তব্য করল কমল।

লুবনা সাথেসাথে থামাল তাকে, 'না, তাহলে সাবধান হয়ে যেত সকলে।'

চারিদিক আরেকবার দেখে নিয়ে দুজন হেঁটে কাছের বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। বাঁশের মই লাগানো আছে এখনো। কাজ করার পর খোলেনি, অথবা কাজ করবে বলে লাগিয়েছে। আবারও ওপরে তাকাল লুবনা। তক্ষুনি ওপর থেকে কি যেন পড়তে দেখল।

মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে কমলকে ধাক্কা দিল। দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। একটা আস- ইট এসে পড়ল কমল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। না সরলে নির্ঘাৎ ওর মাথায় পরত।

কেউ ছুড়ে মেরেছে এই বাড়িটা থেকেই।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লুবনা। কমলের কিছু হয়নি নিশ্চিত হয়ে মুহূর্তেই ঘুরে দৌড় লাগাল বাড়িটার দিকে।

'আমি দেখছি।' দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করে জানাল সে। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল সে। যে মেরেছে সে এখনো রয়েছে বিল্ডিংয়ে।

কমল বাড়িটা থেকে একটু দুরে সরে গিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল কাউকে দেখা যায় কিনা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। মনে হচ্ছে একেবারে ফাঁকা বাড়ি। কোনকিছুর নড়াচড়া পর্যন্ত নেই।

কিন্তু কেউ একজন আছে। একটা ইট এভাবে নিজে থেকে ওদের দিকে উড়ে আসতে পারে না। ওটা ইচ্ছে করে ছুড়ে মারা হয়েছে ওদের দিকে। একেবারে ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে।

লুবনা প্রতিটি তলায় উঠে চারিদিক দ্রুত দেখে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। কোনতলাতেই কোন জিনিষ নেই। একবার তাকালেই দেখা যায় কেউ নেই।

চারতলা পর্যন্ত উঠে গেল এভাবে। চারতলায় উচু করে ইট সাজিয়ে রাখা একযায়গায়। একটু সামনে এগিয়ে দেখল লুবনা। একপাক ঘুরে এল ইটের চারিদিকে। এখানেও কেউ নেই। সে উঠে গেল ওপরের তলায়।

সাজিয়ে রাখা ইটের পিছনে একজন লোক লুকিয়ে ছিল। লুবনার সাথে এমনভাবে ঘুরেছে যেন লুবনা তাকে দেখতে না পায়। লুবনা পাঁচতলায় উঠে যেতেই লোকটা বের হল। বাড়িদুটি একেবারে কাছাকাছি। লোকটা লাফ দিয়ে পাশের বাড়িতে চলে গেল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করল।

কমল দেখে ফেলেছে তাকে। সে দৌড়ে এসে দ্বীতিয় বাড়িটার নিচে একটা আড়াল নিয়ে দাঁড়াল।

এখনও উঠে যাচ্ছে লুবনা। ছয়তলার সিঁড়ির কাছে থামল লুবনা। চারিদিকে তাকাল। বাকি সিঁড়িটুকু দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। সিড়ির মাথায় এমনভাবে কাঠ রাখা যে পথ বন্ধ। ছাদে উঠে লাভ নেই কোনো।

হাঁফিয়ে গেছে লুবনা। দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল। কমলকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল ও?

লোকটা অন্য বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়েছে। বাইরে বের হয়েই দৌড় দিল। কমল এজন্যই অপেক্ষা করছিল। সে বের হল আড়াল থেকে। ছুটে গিয়ে ফ্লাইংকিক করল ওকে। পিঠের একপাশে দুপা একসাথে করে। লাথি খেয়ে গুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা।

তক্ষুনি লুবনা দেখতে পেল দুজনকে। এবার নামার জন্য দৌড় দিল।

লোকটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কমল এগিয়ে এসে তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। ওর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে সহজে ছেড়ে দেবে না।

লোকটা কমলকে দেখে প্রথমে এমন মুখভঙ্গি করল যেন সে আবার কে। এতটুকু এক পিচ্চি তাকে লাথি মারল, আর এখন এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যেন তারসাথে মারামারি করবে। রেগে সামনে পা বাড়াল। কমল বক্সারের ভঙ্গিতে হাত উচু করল। তারপরও তাকে পাত্তা দিল না লোকটা। গোয়ারের মত এগিয়ে গেল সামনের দিকে। নিজের মাথা ওর নাগালের বাইরে রেখে ঘুসি চালাল কমল। সোজা বুকের ওপর। ঘুসির ধাক্কায় পিছিয়ে গেল লোকটা। থমকে দাঁড়াল সে। তারপরই দ্রুত সামনে এগিয়ে ঘুসি চালাল সে। শুন্যে পাক খেল তার হাত। কোনমতে টাল সামলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

বুঝতে সময় লাগল না লোকটার। বয়সে বড় এবং শক্তি বেশি হলেও সরাসরি লড়াইয়ে কমলের সাথে পারবে না সে। নাগালের মধ্যে গেলেই মার খেতে হবে। আর ওকে মারা চেষ্টা করেও খুব লাভ হবে না। থেমে সে সাবধানে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল।

মুহূর্তে দুপা সামনে এসে গেল কমল। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর বুকে কিক করল। লোকটা টাল সামলাতে ব্যস-, মুহূর্তের মধ্যে শুন্যে শরীর ঘুরিয়ে আরেকটা কিক করল ওর মুখে। লোকটা চিত হয়ে পড়ল মাটিতে। সহসা উঠবে বলে মনে হয় না। কমল আসে- আসে- এগিয়ে এল ওর কাছে।

লুবনা তখনও নামছে।

লোকটা সামলে নিয়েছে। উঠে বসেছে। বসে রয়েছে। একটু একটু করে পিছাচ্ছে বসে বসেই। সুযোগ পেলেই দৌড় মারবে। ওর হাতের কাছে বালি। কমল এগিয়ে আসতেই একমুঠো বালি ছুড়ে দিল কমলের দিকে। কমল প্রস্তুত ছিলনা এজন্য। সে হাত তুলে চোখ ঢাকল। সাথেসাথে লোকটা উঠে দৌড় মারল একদিকে।

লুবনা নেমে পরেছে নিচে। নেমেই পালানো লোকটাকে দেখতে পেল সে। সোজা তাকে ধাওয়া করে গেল সে। একটু দুরে গিয়েই লোকটা হারিয়ে গেল উচু করে রাখা একটা আবর্জনার ঢিপির আড়ালে। দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়াল লুবনা।

দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। হয় দুরে কোথায় চলে গেছে, নয়তো ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে আড়ালে। এখন তাকে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ঘুরে কমলের দিকে তাকাল লুবনা। কমল চোখ ডলছে। তাকে ধরার কথা বাদ দিয়ে ঘুরে কমলের দিকে দৌড় দিল লুবনা।

কমল ততক্ষনে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কোনমতে দেখতে পাচ্ছে সে। জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছছে। কাছে এসে হাত ধরল লুবনা।

'চোখে গেছে ?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

কমল বলল, 'পানি দিতে হবে।'

'এসো।'

লুবনা ওর হাত ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। গাড়ি থেকে একটা পানির বোতল বের করে কমলের হাতে পানি ঢালল। কমল পানি ছিটাল চোখে। এখনও খচখচ করছে কমলের চোখ, তাহলেও তাকাতে পারছে। আরো বেশি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

আরেকবার সামনের দিকে দেখল লুবনা। লোকটা হয়ত দুরে যেতে পারেনি। কোথাও লুকিয়ে আছে। খুঁজলে বের করা যাবে। কিন্তু কমলের এই অবস্থায় খুঁজতে যাওয়া যায় না।

কমল কোন কথা না বলে ঘুরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। লুবনার মন খারাপ হয়ে গেছে। সেও উঠে ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরাল।

সোজা বাড়িতেই ফিরল ওরা। ওদের কাছে সব শুনে রীতিমত রেগে গেছে শান্ত। সাথেসাথে ফোন করেছে কয়েক যায়গায়। ফোন করে শান্ত অপেক্ষা করে বসে রয়েছে সোফায়। কোন কথা বলছে না। কমল আর লুবনা বসে রয়েছে সামনেই। লুবনা কমলকে নিয়ে ভালভাবে চোখ ধুয়ে দিয়েছে। কমলের বামচোখ সামান্য লাল হয়ে থাকলেও কোন অসুবিধে হচ্ছে না এখন।

একসময় কমল মুখ খুলল। শান্তকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করবে ?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লুবনারও। তারও জানা দরকার। ইচ্ছে করেই ওদের দিকে ইট ছুড়ে মেরেছে লোকটা। সে যেই হোক তাকে শাসি- দিতে হবে।

শান্ত বলল, 'এরপর তো ছেড়ে দেয়া যায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা নিতেই হবে।'

কি ব্যবস্থা সেটা আর বলল না। ফোন বাজায় উঠে গেল সেদিকে। কথা শেষ করে নিজেই ফোন করল আরেক যায়গায়। দুর থেকেই ওরা বুঝতে পেল ফোনটা কোথায় করেছে।

শান্ত বলল, 'হ্যালো, ওসমান সাহেবকে দিন . . হ্যাঁ, শান্ত বলছি। রউফ সাহেবের কেসটা কতদুর গেল ?'

'শেষ হওয়ার পথে। ওই সাইটে খোঁজ নিয়েছি, কাজ বন্ধ, খুনিকে পাওয়া যায়নি এখনো। কোথায় থাকে সে ঠিকানা পেয়েছি সেখানে খোঁজ চালাচ্ছি। যে কোন সময় ধরা পরবে।'

'রউফ সাহেব কোথায় ?'

'মনেহয় বাসায়। কেন ?'

'তার সাথে দরকার আছে। তার বাসায় থাকা নিশ্চিত করুন। একঘন্টা পর তার বাসায় যাব। আপনিও থাকবেন।' রীতিমত জোরের সাথে বলল শান্ত।

ওসমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

শান্ত বলল, 'দরকার আছে, জরুরী। একঘন্টা পর। আমরা সরাসরি চলে যাব। আপনি থাকবেন।'

এমনই কথা যা ফেলা যায় না। হার স্বীকার করল ওসমান। শান্তর কথা মেনে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

শান্ত এগিয়ে এল ওদের দিকে। বলল, 'আমি যাচ্ছি। যদি যেতে চাস তাহলে আধঘন্টা পর রওনা দিশ। ওখানে দেখা হবে।'

কমল একবার লুবনার দিকে তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে সায় দিল। যাবে তো বটেই। শেষ দেখতে হবে।

শান্ত হেলমেট হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

এক ঘন্টার আগেই পৌছে গেছে কমল আর লুবনা। শান্তও মাত্রই পৌছেছে সেখানে। এসেই সবাই ঢুকেছে যে ঘরে খুন হয়েছে সেই ঘরে। রউফ. ওসমান, শান্ত, কমল এবং লুবনা। কয়েকজন পুলিশ ঘোরাফেরা করছে ঘরের বাইরে। নিশ্চয়ই শান্ত বলেছে এই ব্যবস্থা করতে।

শান্ত অবশ্য কোনকিছু দেখা দরকার মনে করল না। ঘরে ঢুকে সোজা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পুরো ঘরটা একপলক দেখল। আগেরবার যেমন দেখা গিয়েছিল ঠিক তেমনটাই রয়েছে। কোনকিছু সরানো হয়নি। তারপর সরাসরি কথায় গেল।

ওসমানের দিকে ঘুরল সে। বলল, 'আচ্ছা ওসমান সাহেব, আপনি তো খুনির পরিচয় জেনে গেছেন ?'

ওসমান অবাক, 'আপনিও তো জানেন ?'

রউফের দিকে ঘুরল শান্ত। বলল, 'আর কে জানে ? আপনি জানেন রউফ সাহেব ?'

'হ্যাঁ।'

'জলিল সাহেব লোকটা কেমন ?'

রউফ বললেন, 'একজন খুনি সম্পর্কে আর কি বলব ? তার সাথে আমার এত দহরম মহরম নেই।'

শান্তর কণ্ঠে ওর স্বাভাবিক কোমলতা নেই এখন। সরাসরি নিজের বক্তব্যে গেল সে। বলল, 'এক সময় তো ছিল।'

রউফ অবাক হয়ে তাকালেন শান্তর দিকে।

চমকে উঠল কমল আর লুবনা। জলিলের সাথে রউফের যোগাযোগ ? এটা আন্দাজ করতে পারেনি তারা। অবাক হল ওসমানও।

শান্ত বলল, 'আপনারা দুজনেই কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় জড়িত। একসময় একসাথে একই কোম্পানীতে কাজ করতেন। পরে কোন এক সময় সে আলাদা হয়ে যায়।'

মুখ গম্ভীর হল রউফের। মৌনতা সম্মতির লক্ষন, ধরে নিল সবাই। বেশ কিছুক্ষন কথা যোগাল না রউফের মুখে। যে কথা বলছে তার কথার ওপর কথা বলছে না পুলিশ অফিসারও। নিশ্চয়ই কারন আছে। আর যেভাবে বলেছে তাতে অস্বীকার করলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

একসময় রউফ তার সেই স্বাভাবিক ভাবলেশহীন শান্ত গলায় বললেন, 'এখানে সে কথা আসছে কেন ?'

শান্ত বলল, 'আসছে এই কারনে যে, আপনি শুরু থেকেই তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। আপনি আগে বলেছেন তাকে আপনি ভালভাবে চেনেন না। আপনার প্রাক্তন পার্টনারকে না চেনার কারন কি হতে পারে ? আপনি কোন বিষয় এড়াতে চাইছেন ? পাশের বিল্ডিং থেকে গুলি করা হয়েছে, সে সেখানে কাজ করত, দুপুরে আপনার বাড়িতে আসত, আপনার স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল এসব কথা বলে তাকে খুনের দায়ে ফেলতে আগ্রহী কেন ?'

রউফ বললেন, 'সব প্রমান ওর বিরুদ্ধে যায়। এখানে আমি কি করতে পারি ?'

শান্ত বলল, 'আপনি সেটা মনে করতে পারেন। আপনার মনে করাই প্রমান তা ভাবছেন কেন ? সবাই আপনার চোখ দিয়ে দেখছে না। আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো ভুল তথ্যে ভরা।'

রউফ একবার ওসমানের দিকে তাকালেন। ওসমান নিশ্চুপ।

শান্তকে চিনতে ওসমানের বাকি নেই। সে এখানে এসেছে প্রস্তুতি নিয়েই। এরপর যা ঘটবে তা তার ইচ্ছেতেই ঘটবে। এখানে তার কিছু করার নেই। তার শান্তর কাজে ভুমিকা সায় দিয়ে যাওয়া।

ওদিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে রউফ নিজেই আগের কথা চালিয়ে গেলেন, 'এখানে অন্য কোন ব্যক্তির বিষয় নেই। যাকিছু প্রমান সবই তার বিপক্ষে যায়। আপনি সেগুলো অস্বীকার করছেন কেন ?'

শান্ত বলল, 'সব প্রমান ওর বিরুদ্ধে যায় সেটা আপনার বিচার। বাস-বতা সেকথা বলেনা। তার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ আনা যায় কিনা জানি না, অন্তত আপনার স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ আনা যায় না।'

রেগে গেল রউফ, 'তবে ? খুন কি আমি করেছি ?'

এই প্রথম তার স্বভাবের পরিবর্তন দেখল কমল। মুখটা লাল হয়ে গেছে। গলার রগ ফুলে উঠেছে। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। দুহাত মুঠি পাকিয়েছে।

কোনটা আসল চেহারা? অন্য সময়ের, না এখনকার ? যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কমল। উত্তেজনার সময় আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে।

তারমানে এটাই আসল চেহারা।

শান্ত সি'র চোখে তাকাল তার দিকে। দুজনে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। এ যেন দৃষ্টির লড়াই। ক্রমে হাসি ফুটল শান্তর মুখে। একেবারে স্বাভাকি গলায় বলল, 'আমি সেটাই বলছি রউফ সাহেব।'

রউফের চেহারায় পরিবর্তন হচ্ছে। মনে হচ্ছে তার শরীর থেকে কেউ যেন শক্তি বের করে নিচ্ছে। শিথিল হয়ে আসছে তার হাত। একসময় ঝুলে পরল দুপাশে। লড়াইয়ে হেরে গেছেন তিনি।

ওসমানের দিকে ফিরল শান্ত। বলল, 'আপনি একে এরেষ্ট করতে পারেন। তার স্ত্রীকে খুনের অপরাধে।'

শেষবারের মত শক্তি জোগাড় করল রউফ। রীতিমত চিৎকার শোনা গেল তার গলায়, 'দেখুন, এটা খুব বাড়াবাড়ি।'

শান্ত পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। সেই হাসিখুশি চেহারা। মুলকথা বলা হয়ে গেছে। অপরাধীর সামনে আর কোন পথ নেই।

শান্ত বলল, 'না। বাড়াবাড়ি যা করার সেটা আপনিই করেছেন। নিজের স্ত্রীকে খুন করেছেন, খুনের দায় আরেকজনের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছেন, তারপর একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে আরো খুন করার ফাঁদ পেতেছেন। বুঝতে পারেননি কত বড় ভুল সেটা।'

রউফ হতভম্ভ হয়ে তাকালেন ওসমানের দিকে।

ওসমানও হতভম্ভ। তাকেই নিজের পক্ষে নিতে চাইলেন রউফ। ওসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই লোকটা কি বলছে ? আমি কিভাবে খুন করলাম ? আমি সেসময় চট্টগ্রামে ছিলাম। আপনারা জানেন না ?'

ওসমানও সায় দিল তাতে। শান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরাই গোল্ডেন গেট হোটেলে ফোন করে তাকে খবরটা জানাই। ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে টেলিফোনে।'

শান্ত বলল, 'হ্যাঁ, সেসময় তিনি ওখানে ছিলেন। এবং গেছেন খুন করার পর। উনি দুপুরে যাননি, গেছেন রাতে। সেটা প্রমান করা খুব সহজ। ওনার টিকিট দেখুন, যদি থাকে। না থাকলে যে বাসে গেছেন সেখানে খোঁজ নিন এবং হোটেলে কটায় ঢুকেছেন সেটা খোঁজ নিন। আপনাদের সেটা আগেই করা উচিত ছিল।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। উনি কিভাবে খুন করবেন ? আর কেনই বা করবেন ?' এখনো অবাক ভাবটা যায়নি ওসমানের।

শান্ত বলল, 'আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। খুন কিভাবে হয়েছে নিজের চোখে দেখুন। খুনের পর আপনি যখন এই ঘরে ঢোকেন তখন লাইট নিভানো ছিল, ঠিক ?'

ওসমান মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

'কমল, তুই ওখানে দাঁড়া তো।' নির্দেশ দিল শান্ত।

কমল শান্তর হাত অনুসরন করে বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খুন করার সময় নিহত মহিলা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

শান্ত বলল, 'দেখুন, লাশটা ওখানে পেয়েছেন। যদি বাইরে থেকে ওই ফুঁটো দিয়ে গুলি আসে তাহলে কোথায় লাগার কথা? কোন অবস্থাতেই বুকে লাগবে না। গুলি শুধু কাঁচই ভাঙেনি, জানালার পর্দাও ফুঁটো করেছে। তার অর্থ বাইরে থেকে গুলি করলে সে তাকে দেখেনি, জানালা পর্দায় ঢাকা ছিল। আর যদি ও ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে বসে থাকে, অথবা অন্য কোন অবস্থায় থাকে তাহলে ওই ফুটো দিয়ে বুকে গুলি লাগানো সম্ভব, শর্ত-যদি আলো জ্বালানো থাকে। আলোতে পুরো দেখা না গেলেও মানুষের অবস্থান বোঝা যায়। অন্ধকারে সেটা করা যায় না। আমি বলছি, খুনের সময় লাইট জ্বালানো ছিল, খুন করার পর খুনী সেটা নিভিয়েছে। এবং গুলিটা করা

হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে। সেটাও প্রমান করা খুব সহজ। দেখুন গুলি লেগে কাঁচের টুকরোগুলো গেছে বাইরের দিকে, সোজা তাকালে বাইরের দেয়ালে গুলির দাগ দেখতে পাবেন, খুঁজলে গুলিটাও পাওয়া যাবে কোথাও।'

ওসমান অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শান্তর দিকে। এই চাক্ষুস প্রমান এড়ানো কি সম্ভব?

শান্ত বুঝল সেটা। ব্যাখ্যা দিল আরো। বলল, 'আমি বিষয়টা সহজ করে দিচ্ছি। উনি চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা বলে দুপুরে বাইরে যান। চট্টগ্রামে কোন হোটেলে উঠবেন সেটাও জানিয়ে যান তার অফিসে। সারাদিন তিনি ঢাকাতেই কোথাও কাটান, রাতে ফিরে এসে খুন করেন। একটা ফাঁকা গুলি করেন জানালায়। তারপর দরজা বন্ধ করে চট্টগ্রাম চলে যান। লাইট নিভিয়ে যান যেন কেউ রাতেই জানালা দিয়ে বা অন্যভাবে দেখে না ফেলে। এতবড় একটা খুনের খবর উনি দুদিন পর জানতে পারলেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। নিজে খবরের কাগজ বা টিভি না দেখলেও তার পরিচিত কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে। আমার ধারনা এই দুদিন উনি কারো সাথে দেখা করেননি। হোটেলের রুমে বসেছিলেন আপনাদের ফোনের আশায়। উনি চেয়েছিলেন পুলিশ দেখুক উনি ঢাকায় নেই।'

'দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল ।' আমতা আমতা করল ওসমান।

'এটা কোন প্রশ্ন না ওসমান সাহেব।' পরিস্কার বিরক্তি প্রকাশ পেল শান্তর কথায়, 'এটা ভেতরে-বাইরে দুদিক থেকেই লাগানো এবং বন্ধ করা যায়। যার কাছে চাবি আছে সে অনায়াসে ঢুকতে পারবে। বাইরে যেয়ে আবার লাগাতে পারবে।'

বিব্রতভাব দেখা গেল ওসমানের মুখে। এই সহজ বিষয়টা সে দেখেনি কেন?

'আর খুনের মোটিভ ?' অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করল সে।

'কারো যদি ১০ লক্ষ টাকার জীবন বীমা করা থাকে, আর তিনি যদি মারা যান, তাহলে কি তার ওয়ারিশ কোন কোন সর্তে সেই বীমার টাকা পান বলতে পারেন?'

'আমি জানি না।'

'আমিও জানতাম না। জানার জন্যই একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত তিনিও তাকেই সেই প্রশ্ন করেছিলেন কিছুদিন আগে। খুনের মুল কারন সেটাই।'

ওসমান রউফের দিকে ঘুরল। তার চোখেমুখে অদ্ভুত দৃষ্টি। যেভাবে খুনের কিনারা হবে ভেবেছিল তারচেয়েও সহজে হয়ে গেল সেটা। সবধরনের তথ্যপ্রমানসহ খুনি তার সামনে।

শান্তর বক্তব্য তখনও শেষ হয়নি। সে বলল, 'একে থানায় নিয়ে যান। একটা খুন, একটা খুনের চেষ্টা। এই দুজনকে খুন করার জন্য লোক লাগিয়েছিল। পরেরটা প্রমান করার দায়িত্ব আমার।'

দরজার কাছে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে ইঙ্গিত করল ওসমান। হাতকড়া বের করতে করতে দুজন পুলিশ ঢুকল। কমল অবাক হয়ে দেখল হাতকড়াটা একেবারেই চিকন। সিনেমা নাটকে যেমন দেখায় মোটেই তেমন না।

লুবনা সারাদিন বাড়ি যায়নি। রউফের ওখান থেকে বের হয়ে বাইরে একসাথে খেয়ে নিয়েছে ওরা। তারপর ঘুরে বেরিয়েছে সবাই ওর গাড়িতে। বিকেলে কমলদের সাথে বাড়ি ফিরে বাকি সময়টা কাটিয়েছে গল্প করে। অনেক সময় কমলের কাছে অবাক ঠেকেছে এত স্বাধীনভাবে লুবনার চলাফেরা। বাড়িতে কেউ কি ওর জন্য চিন্তা করবে না ? একবার জিজ্ঞেস করায় তার সামনেই ফোন করেছিল। ওপাশ থেকে যে ধরেছিল তাকে শুধু বলল, 'ফিরতে দেরী হবে।'

চমৎকার ছবি আঁকে লুবনা। ওর সামনে সোফায় পোজ দিয়ে বসে আছে কমল। একটু দুরে হোসেন টিভির সামনে। সাদা কাগজে পেনসিলের কয়েকটানেই ফুটে উঠল কমলের চেহারা। উঁকি মেরে ছবিটা দেখে হাঁসল কমল। চুলের পাক, মুখের গড়ন, হাসি একেবারে কমলেরই মত। একবার হোসেনও দেখল উঁকি মেরে।

লুবনা হেঁসে আরো কয়েকটা টান দিল কাগজে। কমলের হাসিমুখ মুহূর্তে ব্যাজার হয়ে গেল। যেন প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে চেয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। ভ্রু কুঁচকে রয়েছে। কপালে ভাঁজ। দেখে কমল মুখ ভেঙচি দিয়ে সেটা অনুকরন করল। বলল 'এইরকম'।

শান্ত কম্পিউটারের দিকে মুখ করে বসা। পিছনদিকে কি হচ্ছে জানে না সে।

বাইরের গেটে শব্দ করল কে যেন তক্ষুনি।

কমল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বিনু। লাফ দিয়ে উঠে বারান্দায় চলে এল সে। কুকুরটা ফেরত দেয়ার সময় কথা হয়নি ওর সাথে। দেখাও হয়নি তারপর। চপলের গলায় লম্বা চেন বাঁধা, চেনের আরেক প্রান্ত বিনুর হাতে। মাথা নিচু করে চপল এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। বিনু টেনে ধরে থামাচ্ছে তাকে। বিনুর সাথে শাড়িপড়া একজন মহিলা। বিনুর মা। কমলকে দেখেই শব্দ না করে হাসতে শুরু করলেন।

কমল নেমে গেটের দিকে যেতে লাগল। হাসিমুখে বিনুকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বিনু, আবার কি হারিয়েছে ?'

'কিছু হারায়নি তো, তোমাদের দাওয়াত।' চপলকে সামলাতে সামলাতে বলল সে।

এবারে মুখ খুললেন বিনুর মা। তিনি বললেন, 'আজ রাতে তোমরা আমাদের ওখানে খাবে। সেটাই বলতে এলাম। এই আটটার দিকে, বিনুর বাবা এসে তোমাদের নিয়ে যাবে। ঠিক আছে ? সবাই যাবে কিন্তু। নতুন গোয়েন্দা সহ।'

তার হাসিমুখ দেখে নতুন গোয়েন্দা কে বুঝতে সময় লাগল না কমলের। এরাও জেনে গেছে লুবনার গোয়েন্দাগীরীর কথা। কমলের মনে হল নতুন গোয়েন্দার চেয়ে সেমিগোয়েন্দা মানানসই নাম।

সে সায় দিয়ে হেসে ঘাড় কাত করল।